মসজিদে চেয়ারকে না বলি

(চেয়ারে বসে সালাত আদায় বিষয়ক বে-নযীর প্রান্তিক ও চূড়ান্ত গবেষণা)

গবেষণায় ঃ
মুফতী মোহাম্মাদ আবদুল্লাহ

মাকতাবাতুল হাদীস

www.e-ilm.weebly.com

মসজিদে চেয়ারকে না বলি

(চেয়ারে বসে সালাত আদায় বিষয়ক
বে-নযীর প্রান্তিক ও চূড়ান্ত গবেষণা)

গবেষণায়

মুফতী মোঃ আবদুল্লাহ

(দাওরাঃ সিলেট, পাকিস্তান ; ইফতাঃ ঢাকা, করাচী ;
কামিল (ফিকহ) মাদরাসা বোর্ড; এম.এ- এ্যারাবিক, করাচী ইউনিভার্সিটি;
এম,এ- ইসলামিক স্টাডিজ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়;
ক্বারী- জকিগঞ্জ, সিলেট ; হাফেজ- মুলতান, পাকিস্তান)
মুফতী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা-১০০০
সাবেক পেশ ইমাম-খতীব, পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সাভার, ঢাকা।

পরিশিষ্ট সংযোজনা ও প্রকাশনায়

মাওলানা মুহাম্মদ আবুল ফাতাহ ভুঞা

(দাওরা (প্রথম) হাটহাজারী, এম.এম. (ঢাকা আলিয়া)
বি.এ. (অনার্স) এম.এ (প্রথম শ্রেণীতে প্রথম) ঢা. বি.)।
সিনিয়র পেশ ইমাম, কেন্দ্রীয় মসজিদ, বুয়েট, ঢাকা- ১০০০
সাবেক মুহাদ্দিছ বাহাদুরপুর শরীআতিয়া আলিয়া মাদরাসা।

প্রকাশক

মুহাম্মদ আবুল ফাতাহ ভুঞা
০১৯১৩৩৬৩৪২৪

প্রকাশ কাল
জুমাদাল উলা ১৪৩৭ হিজরী
মার্চ ২০১৬ ইং, ফাল্গুন ১৪২৩ বাংলা

কম্পোজ
মুহাম্মদ ফয়জুল্লাহ
ফোনঃ- ০১৯১৪৮৭৫৮৩০

মুদ্রণ
নাদিয়াতুল কুরআন প্রিন্টার্স, ঢাকা।

বিনিময় ঃ বোড বাঁধাই ৮০.০০ টাকা মাত্র।
সাধারণ বাঁধাই ৬০.০০ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান

নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী, চক বাজার ও বাংলাবাজার, ঢাকা
মুহাম্মদী লাইব্রেরী, চকবাজার ও বাংলাবাজার, ঢাকা
মোহাম্মদী কুতুবখানা, মাদ্রাসা মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা
ফখরে বাঙ্গাল লাইব্রেরী, মাদরাসা রোড, বি,বাড়ীয়া।

www.e-ilm.weebly.com

মসজিদে চেয়ারকে না বলি

আমার শ্রদ্ধেয়/ স্নেহময় ....

.... কে

Dcnvi দিলাম

wnZKvgx

¯^v¶i ঃ ..... ZvwiL ঃ .....

tgvevBj ঃ .....

সূচিপত্র

❋ প্রকাশকের কথা ---------- ৬
❋ লেখকের আরজ ---------- ৭
❋ মূল ফাতওয়া ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, গবেষণা বিভাগ, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ ---------- ৯
❋ চেয়ারে বসে নামায : ভূমিকা ---------- ১৩
❋ অনুচ্ছেদ (১) : ইফার মুফতির প্রদত্ত ফাতওয়া বিষয়ে প্রাসঙ্গিক বক্তব্য ---------- ১৪
❋ ইজতিহাদ বা নতুন বিধান রচনার সুযোগ কোথায়? ------- ১৭
❋ বসার ক্ষেত্রে চেয়ারে বসার বিকল্প সুযোগটি কেন উল্লেখ করা হলো না? ---------- ১৯
❋ চেয়ারে বসাও বসার একটা প্রক্রিয়া ---------- ১৯
❋ "যে-ভাবে চায়" ---------- ২০
❋ চেয়ারে বসে নামায জায়েয হলে তা মসজিদে ঢুকাতে সমস্যা কোথায়? ---------- ২২
❋ আসল সমস্যা কি? ---------- ২২
❋ ব্যতিক্রম বা কারও বিধি-বহির্ভূত আমল এবং ফাতওয়ার অবস্থান ---------- ২৩
❋ ব্যতিক্রমী বৈধ বলবো? ---------- ২৬
❋ অজ্ঞতার সমস্যা ---------- ২৬
❋ গভীরে না যাওয়ার সমস্যা ---------- ২৭
❋ ভুল বুঝাবুঝির সমস্যা ---------- ২৮
❋ ফাতওয়াদানে বাস্তব অবস্থা বিবেচনা ---------- ২৯

www.e-ilm.weebly.com

❊ সৌদী আরবে/হজ্জের সময় কেউ কেউ চেয়ারে বসেন প্রসঙ্গ - - - - - ২৯
❊ عدمی/ وجودی বা مثبت ও منفی (মুছবিত/মুনফী) দলীল
পেশ করার দায়িত্ব কার? - ৩০
❊ নিষিদ্ধের দলীল - ৩১
❊ অনুচ্ছেদ (২) : ইজমা প্রতিষ্ঠিত বিষয়াদিতে
গবেষণা চলে না - ৩৬
❊ অনুচ্ছেদ (৩) : আরও কয়েকটি মূলনীতি - - - - - - - - - - - - ৩৮
❊ প্রসঙ্গ : ক্ষতি দফা ও প্রয়োজনে অসিদ্ধকে সিদ্ধকরণ - - - - - - ৪২
❊ অনুচ্ছেদ (৪) : প্রাপ্ত ফাতওয়াগুলোর আলোচনা
(মুফতী এনামুল হক কাসেমীর ফাতওয়া) - - - - - - - - - - - - ৪৩
❊ পর্যালোচনা অংশ - ৪৬
❊ অনুচ্ছেদ (৫): মুফতী মিজানুর রহমান সাঈদ ও
ইতিবাচক ফাতওয়া প্রসঙ্গ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ৫৪
❊ অনুচ্ছেদ (৬) : উপাধ্যক্ষ মাওলানা আবুল কাশেম
মোহাম্মদ ফজলুল হক ও ইতিবাচক অভিমত প্রসঙ্গ - - - - - - - ৬০
❊ অনুচ্ছেদ (৭) : প্রাপ্তি স্বীকার প্রসঙ্গ - - - - - - - - - - - - - - - ৭০
❊ শায়খুল হাদীছ মাওলানা মুহাম্মদ আবুল ফাতাহ ভুঞা :
বুয়েট কেন্দ্রীয় মসজিদের সিনিয়র পেশ ইমাম ও
খতীবের অভিমত - ৭১
❊ পরিশিষ্ট (ক) - ৮৫
❊ পরিশিষ্ট (খ) অনূদিত পোস্টার - - - - - - - - - - - - - - - - - ৮৭

প্রকাশকের কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

যাবতীয় প্রশংসা রাব্বুল আলামীন জাল্লা জালালুহুর জন্য, দরূদ ও সালাম রহমাতুল লিল আলামীন-এর প্রতি, আহলে বায়ত এবং সাহাবায়ে কিরামের প্রতি, শান্তি বর্ষিত হোক খাঁটি সুন্নতের অনুসারীগণের প্রতি। আম্মা বা'দ ইতোপূর্বে ১লা জুন ২০১৫ইং তারিখে অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি ফাতওয়া ইফা গবেষণা বিভাগ থেকে প্রকাশিত হয়েছে যা শরঈ প্রমাণভিত্তিক সম্পূর্ণ সঠিক ও যুগোপযোগী। কিন্তু কর্তৃপক্ষের প্রতি সম্ভবতঃ প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে জাতীয় ফাতওয়া বোর্ড নামে একটি সংস্থা কতিপয় শীর্ষ আলিমের বরাতে ২রা জুন ২০১৫ তারিখে সংবাদপত্রে প্রমাণবিহীন আপত্তি করেন।

যাহোক আপত্তির প্রেক্ষিতে ইফা কর্তৃপক্ষ ১১ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেন। উক্ত কমিটির সভা ১১/১১/২০১৫ইং তারিখে আগারগা, ঢাকা-এর ইফার সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয় এবং এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়। সভায় বসুন্ধরার বর্তমান মুফতী কাসিমী সাহেব ও সাবেক মুফতী সাঈদ সাহেব এবং কাদেরিয়া তায়্যিবিয়া মুহাম্মদপুর ঢাকা-এর উপাধ্যক্ষ সাহেব এই তিনজন ইফার ফাতওয়ার দুই একটি অংশে আপত্তি করে যুক্তি উপস্থাপন করেন। আর বাদবাকী সদস্যগণ কোন আপত্তি করেন নি; বরং কেউ কেউ ইফার ফাতওয়ার পক্ষে এবং বিশেষভাবে ইফার মুফতী সাহেব আত্মপক্ষ সমর্থনে তাদের আপত্তির জবাব দিয়েছেন। পরে অধিকাংশ সদস্যই ইফা গবেষণা বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত পত্রের চাহিদা মোতাবিক নিজ নিজ লিখিত প্রতিবেদন জমা দিয়েছেন। আর আমিও একজন সদস্য হিসাবে একটি প্রতিবেদন জমা দিয়েছি। ইফা গবেষণা বিভাগে জমা দেওয়া সকল প্রতিবেদনের বিচার-বিশ্লেষণ করে ইফা গবেষণা বিভাগের সুদক্ষ মুফতী সাহেব চূড়ান্ত গবেষণামূলক জ্ঞানগর্ভ পত্র তৈরী করেছেন। যার একটি কপি আমাকে দেওয়া হয়েছে। উম্মতের উপকারার্থে এ গবেষণা পত্রটি পুস্তিকাকারে প্রকাশ করা আমি জরুরী মনে করছি।

এর সাথে আরো ২টি প্রয়োজনীয় পরিশিষ্ট সংযোজন করে দিয়েছি। আশা করি এ থেকে মুসলিম উম্মাহ উপকৃত হবেন এবং নিজেদের নামায সহীহ ও মসজিদের আদব রক্ষায় উদ্যোগী হবেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের পবিত্র মসজিদগুলোকে গির্জার সাদৃশ্য হওয়া থেকে হিফাজত করুন। আমীন ॥

দু'আ প্রার্থী

মুহাম্মদ আবুল ফাতাহ ভূঞা

লেখকের আরজ

সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর যিনি মুসলিম উম্মাহকে সর্বশেষ ও সর্বশেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মত হওয়ার সৌভাগ্য ও গৌরব দান করেছেন। সেই সুবাদে শ্রেষ্ঠ উম্মতরূপে পরিগণিত হওয়ার পাশাপাশি সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব 'আল-কুরআনুল কারীম' আমাদের যাবতীয় দিকনির্দেশনার প্রয়োজনে আমাদের প্রতি নাযিল করে আমাদেরকে ধন্য করেছেন। ধন্য করেছেন পিয়ারা নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র মুখ, কর্ম ও সমর্থনের ব্যাপক সূত্রের দ্বারা পবিত্র কুরআনকে বোঝার অনুপুঙ্খ ও সার্বিক ব্যাখ্যা আমাদের জন্য সংরক্ষিত রাখার মাধ্যমে। যার মাধ্যমে আমরা সমৃদ্ধ হয়েছি জ্ঞান-গবেষণার আরও সূত্র ইজমা, কিয়াস, ইস্তিহসান ইত্যাদি দিয়ে। যা অনন্তকাল মুসলিম উম্মাহকে জ্ঞান-গবেষণার ক্ষেত্রে সঠিক নির্দেশনা প্রদানের পাশাপাশি সর্ব-প্রকার ভ্রান্তির বেড়াজাল থেকেও সুরক্ষা দিয়ে যাবে।

অগণিত দুরুদ ও সালাম তাঁর প্রিয় হাবীব (স.), নবী প্রেমিক, আসহাব, আহলে-বায়ত, ওলী-আউলিয়া, ওলামা, সূলাহা সকলের প্রতি।

কিয়ামত-পূর্ব বহুমুখী ও বহুরূপী অবতীর্ণ বা উদ্ভূত ফিতনাসমূহের মাঝে যে ফিতনাগুলো সাধারণ আলেম, এমনকি হাক্কানী আলেম হিসাবে পরিচিতজনদেরও কুপোকাত করে ছাড়বে : তার অন্যতম ফিতনা হিসাবে প্রকাশ পেয়েছে মসজিদে চেয়ারে বসে সালাত আদায় করার প্রসঙ্গ বা বিধান কি হবে? তা নির্ধারণ বিষয়টি! আমার এ বক্তব্য নিছক কোনো দাবী, নাকি শতভাগ বাস্তব সত্য–? তা সুদক্ষ ও বোদ্ধা পাঠকগণ অতি ছোট্ট পুস্তকখানা পাঠে হাড়ে হাড়ে টের পাবেন ইনশাআল্লাহ। আরও টের পাবেন, নবীর ওয়ারিস নামধারী একশ্রেণীর অযোগ্য আলেমগণ কিভাবে ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা দেয়, ভুল ফাতওয়া দেয়; নিজেরাও বিভ্রান্ত হয় এবং সর্বসাধারণ মুসলিম উম্মাহকেও বিরোধ-বিভ্রান্তির পক্ষে ঠেলে দিয়ে তাদের ঈমান-আমল, সালাত-ইবাদত বিনষ্ট করে ফেলে।

আশা করি, পুস্তকটি পাঠে সর্বসাধারণ মুসলমান ভাইদের তুলনায় ইমাম, খতীব, মুফতী, মুহাদ্দিছ, মুফাসসিরসহ সর্বস্তরের সম্মানিত আলেমগণের জ্ঞানচক্ষু অন্তরচক্ষু উম্মুক্ত, অধিক উন্মুক্ত হবে। আর ফলস্বরূপ সকলের দু'আ প্রাপ্তির প্রত্যাশাও থাকলো। একই সঙ্গে মর্দেমুজাহিদ, অকুতোভয় মনীষী বইটির প্রকাশক, সহীহ মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাকার, বুয়েট কেন্দ্রীয় মসজিদের সিনিয়র পেশ ইমাম ও খতীব, শায়খুল হাদীছ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আবুল ফাতাহ ভুঞার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘ নেক হায়াত কামনান্তে –।

বিনয়াবনত

আহকার মোঃ আবদুল্লাহ

মুফতী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন

বায়তুল মোকাররম, ঢাকা-১০০০

www.e-ilm.weebly.com

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

গবেষণা বিভাগ

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

সূত্র : ১৮০৭/ইফাঃ গবে-ফাতওয়া (১১ম অংশ)/২০১৫/ এস. আর-১২৩৪/ এস. আই-৯৪০ তারিখ : ১৯/০৩/২০১৫ইং

জনাব সারোয়ার হোসাইন, গ্রামঃ+ডাকঃ কান্দানিয়া, থানাঃ ফুলবাড়ীয়া, জেলা : ময়মনসিংহ-এর আবেদনকৃত "মসজিদে চেয়ারে বসে নামায আদায়ের শরীয়তসম্মত সমাধান হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

বিষয় ঃ পীড়িত অবস্থা ও চেয়ারে বসে নামায আদায় প্রসঙ্গ।

অসুস্থ বা ওযর অবস্থায় নামায আদায়ের শরীয়তসম্মত বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত বিধি-বিধান আকর গ্রন্থাদিতে যা পাওয়া যায় তাতে তিনটি অবস্থানের কথা উল্লেখ আছে। যথা : "১) দাঁড়িয়ে, ২) বসে ও ৩) শায়িত অবস্থায়। অর্থাৎ দাঁড়িয়ে ইশারার দ্বারা রুকু-সিজদা আদায়ের মাধ্যমে। আর বসা অবস্থায় যথা নিয়মে সিজদা এবং ঝুঁকে রুকূ আদায়ের মাধ্যমে। যথা নিয়মে সিজদা সম্ভব না হলে সিজদাও ইশারার মাধ্যমে করা যাবে। আর বসার ক্ষেত্রে আত্তাহিয়্যাতুর সুরতে বসতে বেশী কষ্ট হলে আসন গেঁড়ে বসেও অথবা যে-ভাবে বসতে কষ্ট কম হয় সেভাবেই বসে নামায আদায় করা যাবে। আর শায়িত অবস্থায় চিত হয়ে পাঁ গুটিয়ে হাটু উঁচু করে, মাথা ও মুখমণ্ডল যথা সম্ভব কিবলামুখী করে ইশারার দ্বারা নামায আদায় করা। অথবা ডানকাত বা বামকাত শায়িত অবস্থায় কিবলামুখী হয়ে নামায আদায় করা। এসব অবস্থার মধ্যে সবগুলোই অবস্থাভেদে অসুস্থ ব্যক্তির গ্রহণ করা জায়েয। তবে কোনোটি উত্তম, কোনোটি বেশী উত্তম।" কিন্তু চেয়ারে বসে নামায আদায় করার বিষয়টি বা প্রক্রিয়া বা বৈধতা বা 'বিকল্প পন্থা' হওয়ার কথা রাসূল (সা.)-এর যুগে, সাহাবাগণের যুগ থেকে শুরু করে গবেষক ইমামগণের যুগ পেরিয়ে হিজরী পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত লিখিত/রচিত কোনো কিতাবে যেমন পাওয়া যায় না তেমনি প্রামাণ্য তিন যুগ বা তার পরের কোনো যুগে বা শতাব্দীতে নবী-সাহাবী তাবেয়ী, আলেম, ওলী কারও গ্রন্থাদিতে বা পরস্পর আচরিত রীতিতে তার কোনো নজীর-প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং-

১। এসব মৌলিক দিক বিবেচনায় চেয়ারে বসে ফরয, ওয়াজিব ও মুয়াক্কাদা নামায আদায়ের বৈধতা বের করা যায় না।

২। যেখানে একজন অসুস্থ ব্যক্তির জন্য খোদ শরীয়া আইনে সুবিধা মতো নামায আদায়ের অনেকগুলো 'বিকল্প পন্থা' বলে দিয়েছে সেখানে সেসব বাদ দিয়ে অন্য নতুন 'বিকল্প পন্থা' অর্থাৎ চেয়ারে বসে নামায আদায়ের বৈধতা দানের অবকাশ থাকে না।

৩। নামাযের সবগুলো ফরয রোকনের মধ্যে সিজদা করা তথা মাটিতে নাক, কপাল-মাথা স্পর্শ করে সর্বোচ্চ বিনয় ও দীনতা-হীনতার স্বাক্ষর রাখা, সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফরয। যে কারণে, একজন অসুস্থ রোগী যিনি দাঁড়িয়ে হোক বা বসে হোক উভয় অবস্থায় ইশারা ব্যতীত নামায আদায়ে সক্ষম নন। তার বেলায় বলা হয়েছে, বসে নামায আদায়ই তাঁর পক্ষে উত্তম। অথচ বসে আদায়ের ক্ষেত্রে ১৩টি ফরযের অন্যতম কিয়াম বা দাঁড়ানো ফরযটি বাদ পড়ে যাচ্ছে। তবুও সেটি উত্তম কেন? উত্তম হচ্ছে, যে সিজদা মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে আদায় করতে হয়, বসা অবস্থায় সেই মাটির অধিক কাছাকাছি অবস্থান হয়ে থাকে, সে জন্য। চেয়ারে বসা অবস্থায় কি মাথা-কপাল মাটি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে না?

৪। চেয়ারে বসে নামায আদায়ে ইবাদতের প্রাণরূপ সর্বোচ্চ দীনতা-হীনতা প্রকাশের কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জিত হয় না। তাই চেয়ারে বসে নামায আদায় সঠিক নয়।

৫। মসজিদে চেয়ার ঢুকিয়ে তাতে আসন গ্রহণ করা, রাজাধিরাজ, শাহানশাহ আহকামুল হাকেমীন এর শাহী দরবারের আদব পরিপন্থী বিধায় তা বৈধ নয় এবং তাতে বসে নামায আদায়ও বৈধ নয়।

৬। চেয়ার দ্বারা মসজিদে জামাতের কাতারের বিঘ্ন ঘটে। তাই মসজিদে চেয়ার ঢুকানো ঠিক নয়।

৭। জামাত-কাতার ব্যতীতও তাতে মসজিদের স্বাভাবিক ও মৌলিক সৌন্দর্য, সকলের সমান বিনয়ী অবস্থানের বিঘ্ন ঘটে। তাই মসজিদে চেয়ার ঢুকানো ঠিক নয়।

৮। একান্ত প্রয়োজন (সাময়িক বয়ান/আলোচনা, যখন বক্তা/আলোচক বৃদ্ধ-বয়স্ক হন) ব্যতীত মসজিদে চেয়ারের আসন পাতায় বিধর্মীদের সঙ্গে

www.e-ilm.weebly.com

সাদৃশ্য হয়ে থাকে। অথচ ধর্মীয় বিষয়াদিতে অন্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে সাদৃশ্যতা ইসলামী শরীয়তে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং মসজিদে চেয়ার ঢুকানো এবং চেয়ারে বসে নামায আদায় বৈধ নয়।

৯। নফল নামাযে 'কিয়াম' বা দাঁড়ানো ফরয নয় বিধায় এবং সফর অবস্থায় বাহনে বসে তা আদায়ের অনুমতির উপর ভিত্তি করে একজন রোগীর বেলায় তেমনিভাবে চেয়ারে বসে নামায আদায়ের বৈধতা বের করা যাবে না। তার কারণ 'মাক্বীছ' ও 'মাক্বীছ আলাইহি' এক বা সমান নয়। অর্থাৎ, ফরয/নফল/সফর অবস্থা ও বাসা-বাড়ীতে অবস্থানের অবস্থা ভিন্ন, তাই এসব ক্ষেত্রে বাধ্য-বাধকতা ও বিধান ভিন্ন ভিন্ন।

১০। ফিকহ-ফাতাওয়ার আকর গ্রন্থাদিতে একজন রোগীর ক্ষেত্রে চেয়ারে বসে নামায পড়ার কোনো প্রসঙ্গ নেই। তবে আধুনিক সময়ে তথা বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এবং একবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে ছাপানো কোনো কোনো উরদু/আরবী ফাতওয়া গ্রন্থে প্রসঙ্গটি স্থান পেলেও তাতে প্রথমতঃ সমস্যাটির সমাধান সুস্পষ্টভাবে আসেনি। দ্বিতীয়তঃ সংশ্লিষ্টরা আমার মতে, সমস্যার গভীরে যাননি এবং ব্যতিক্রম হিসাবে বা বিশেষ কারও ক্ষেত্রে আইনগত বৈধতা দানের সুযোগে, তার ভবিষ্যত মন্দ ফলাফল কি দাঁড়াবে (যা বর্তমানে মসজিদগুলোতে চেয়ারের সারি দেখে, বোঝা যাচ্ছে) তা তাঁরা অনুমান করতে পারেননি।

১১। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম এর বর্ণনা মতে প্রিয়নবী (সা.) ঘোড়া হতে পড়ে গিয়ে আহত হয়েছিলেন এবং বসে বসে নামায পড়িয়েছেন। মসজিদে একটি চেয়ার থাকা সত্ত্বেও চেয়ারে বসে নামায পড়েননি।

১২। একান্ত গবেষণা-বিতর্কের খাতিরে যদি কারো বেলায় এমনটি বলা হয় যে, তিনি দাঁড়িয়েও নামায পড়তে পারেন না এবং চেয়ার ব্যতীত যে কোনো প্রক্রিয়ায় বসেও পারেন না। তেমন কারও জন্য বৈধতার অনুমতির কথা মেনে নিলেও তা প্রযোজ্য হতে পারে বাসা-বাড়ী, অফিস-আদালত তথা মসজিদে বাইরের ক্ষেত্রে; মসজিদে নয়। কারণ, তাঁর প্রয়োজনে মসজিদের পরিবেশ ব্যাহত করা যাবে না এবং তিনি রোগী বিধায় তার পক্ষে মসজিদে জামাতে অংশ গ্রহণও জরুরি নয়।

উল্লেখ্য, দিল্লী থেকে প্রকাশিত এতদসংক্রান্ত পোস্টারের ফাতওয়া-গুলো অগোছালো হলেও মূল বিষয়বস্তু সঠিক আছে।

মোটকথা, বিষয়টি সম্পর্কে দেশের বিজ্ঞ মুফতিগণকে আরো গভীরে যাওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি এবং সংশ্লিষ্ট রোগীদের কষ্টসাধ্য নামায যেন বাতিল না হয়ে যায় সেই সতর্কতা অবলম্বন করার অনুরোধ করছি।

তথ্যসূত্র ঃ

১। সহীহ বুখারী : খ-২, হাদীছ নং- ১০৪৮, ১০৫০, ১০৫১; ইফা, ঢাকা।
২। সহীহ মুসলিম : খ-১, জুমআ অধ্যায়, মূল আরবী, পৃ-২৮৭, দারুল ইশআত-আল-ইসলামিয়া, কোলকাতা।
৩। আবূ দাউদ : খ-১, পৃ. ১৩৭ (মূল আরবী), দারুল ইশআত-আল-ইসলামিয়া, কোলকাতা। বাংলা সংস্করণঃ খ-২, পৃ-৪৬, হাদীছ নং-৯৫২, ইফা, ঢাকা।
৪। সুনানু নাসাঈ শরীফঃ খ-২, পৃ. ৩৬৬, হাদীছ নং- ১৬৬২, ইফা, ঢাকা।
৫। সুনানে বায়হাকী : হাদীছ নং- ৩৬৬৯ ও ৩৬৭২।
৬। ফাতহুল বারী : খ-২, পৃ. ১৭৮।
৭। তাতার খানিয়া : খ-২, পৃ. ৬৬৭।
৮। আদদুররুল মুখতার+শামী : খ-২, পৃ. ৯৫-৯৯; এইচ এম সাঈদ এডুকেশনাল প্রেস, করাচী।
৯। ফাতাওয়া আলমগীরী : খ-১, পৃ. ১৩৬-১৩৭; মাকতাবা মাজেদিয়া, কোয়েটা, পাকিস্তান।
১০। আল-বাহরুর রায়িক : খ-২, পৃ. ১৯৭-২০১; যাকারিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ, ভারত।
১১। আল-ফিকহু আলাল মাযাহিবিল-আরবা' : খ-১, পৃ. ৪০০-৪০২; দারুত তাকওয়া, মিসর।

والله اعلم بالصواب

(মোঃ আবদুল্লাহ)

মুফতী ঃ ইফা

www.e-ilm.weebly.com

بسم الله الرحمن الرحيم

قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا في الدين

চেয়ারে বসে নামায

ভূমিকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের গবেষণা বিভাগের মুফতির ১৯/০৩/২০১৫ইং তারিখের ইস্যুকৃত– "মসজিদে চেয়ারে বসে নামায আদায়" বিষয়ক ফাতওয়াটি ১লা জুন- ২০১৫ তারিখে বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর কারও কারও দ্বিমত পোষণ করার প্রেক্ষিতে, পরিচালক গবেষণা বিভাগ ড. মুহাম্মদ আবদুস সালাম স্বাক্ষরিত ১২/০৮/২০১৫ তারিখের একটি পত্রে বিজ্ঞ আলেমদের মতামত চাওয়া হয়। সেই আলোকে ১১/১১/১৫ইং তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় ও তার পূর্ব পর্যন্ত যেসব লিখিত মতামত হস্তগত হয়েছিল তার উপর পক্ষে-বিপক্ষে ব্যাপক আলোচনা হয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মুফতির প্রদত্ত ফাতওয়ার অনুকূলে ও সমর্থনে কয়েকটি লিখিত ফাতওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন সময়ে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি লেখাও জমা পড়েছে। আবার বিপরীত মেরুতে যারা লিখেছেন তারাও রোগীর শ্রেণীবিন্যাস করে 'না জায়েয' অনুত্তম ও 'জায়েয' বলে তাফসীল করে, বৈধতার দ্বার উন্মুক্ত রেখেছেন। ফাতওয়া দান কর্ম বা গবেষণা কর্মে এমন দ্বিমত/বিতর্ক নিন্দনীয় হয় না বরং তা প্রশংসিত হয়, যদি তা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি কল্পে, পরকালের জবাবদিহিতাকে সামনে রেখে ইখলাসের সঙ্গে হয়ে থাকে।

আবার নীতিগতভাবে এ ক্ষেত্রে ফাতওয়াদাতার প্রদত্ত ফাতওয়ার চিহ্নিত ভুলগুলো যদি দলীলভিত্তিক বাস্তব হয়ে থাকে তাহলে তিনি তা গ্রহণ করবেন; নতুবা ভুল চিহ্নিতকারীর ভুলগুলো যথার্য নয় মর্মে তার জবাব দেবেন। গবেষণা কর্মের এ ধারা মোতাবেক ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মুফতী নিম্নে প্রাপ্ত লিখিত ফাতওয়াগুলোর পর্যালোচনা ও জবাব বা সমর্থন তুলে ধরেছেন।

অনুচ্ছেদ (১) : ইফার মুফতির প্রদত্ত ফাতওয়া বিষয়ে প্রাসঙ্গিক বক্তব্য

১। ফাতওয়া ও ফারাইজদান কর্মের সঙ্গে যারা জড়িত, তেমন ওয়াকিফহাল মহলের জানা আছে, সংশ্লিষ্টরা কোনো একটি প্রশ্নের উত্তরদানে যে-ধারা বা কর্মপন্থা অবলম্বন করেন তা সাধারণত তিন প্রকার হয়ে থাকে ঃ

(ক) "হ্যাঁ বিষয়টি জায়েয আছে", বা "নেই" বা "এভাবে করবেন বা করবেন না"– এমন সংক্ষিপ্ত উত্তর। এমনটি সাধারণত মৌখিক জবাবদানের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হয়। আবার কেউ কেউ তা লেখার ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করেন। যদিও লিখিত ফাতওয়ার ক্ষেত্রে তেমন সংক্ষেপ জবাব সংশ্লিষ্ট নীতিমালায় সমীচীন নয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

(খ) আরেকটি ধারা হচ্ছে, প্রশ্নকারীর জবাবে যেটুকু উত্তর লেখা হবে তার সবক'টি কথা/বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে বা পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট নস বা দলীলটিও উল্লেখ করে দেওয়া। এটি আলেমদের পক্ষে বুঝে নিতে কষ্ট হয় না। কিন্তু সাধারণ জনতা তেমন মূলদলীল মিশ্রিত কিছু আরবী ও কিছু বাংলার উপস্থাপন থেকে মুফতির উদ্দিষ্ট ভাব-বক্তব্য এবং তার নিজের কাঙ্খিত বিষয়টি বুঝে উঠতে গলদঘর্ম হয়ে পড়ে। যদিও কোনো কোনো মুফতি উপসংহার টেনে পরিশেষে সংক্ষেপে উল্লেখ করে থাকেন, মোটকথা "বিষয়টি জায়েয আছে বা নেই।"

(গ) আরেকটি ধারা হচ্ছে, আবেদনে প্রশ্নকারীর যে বিষয়টি বা সমস্যা বা সমস্যা সংশ্লিষ্ট যতগুলো কথা প্রশ্নকারীর জানা দরকার প্রদত্ত উত্তরে তার সবগুলো কথা/বক্তব্য স্মৃতিতে গুছিয়ে নিয়ে সহজ বাংলায় লিখে

www.e-ilm.weebly.com

দেওয়া। আর দলীল প্রমাণগুলো গবেষণা প্রবন্ধের অনুরূপ টীকার মাধ্যমে পাদটীকা দিয়ে অথবা 'তথ্যসূত্র' আকারে সর্বশেষে উল্লেখ করা যেতে পারে। এ প্রক্রিয়ায় যেহেতু ফাতওয়া-প্রার্থীর কাঙ্খিত বিষয়টির সুবিধা-অসুবিধা এবং বৈধ-অবৈধের যৌক্তিক কারণসহ সবগুলো প্রয়োজনীয় কথা এক সঙ্গে উপস্থাপিত হয় তাই তা বুঝে নিতে সহজ হয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মুফতী সর্বসাধারণের ক্ষেত্রে এই তৃতীয় ধারাই অধিক অনুসরণ করে থাকেন।

২। ইফার মুফতির আলোচ্য ফাতওয়াটির বিষয় শিরোনামের পর, দ্বিতীয় লাইনের মাঝখান থেকে সপ্তম লাইনের 'কিন্তু' এর পূর্বপর্যন্ত বক্তব্য, সরাসরি হাদীছ ও ফাতাওয়ার গ্রন্থাদিতে উল্লেখকৃত একজন রোগী সংক্রান্ত বিধানের দিক-নির্দেশনার সার-সংক্ষেপ। ওই প্যারার বাকী অংশ দলীল-প্রমাণের সার-সংক্ষেপরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। তা ছাড়া, 'সুতরাং' থেকে ক্রমিকাকারে উল্লেখকৃত বিষয়গুলো আলোচ্য নেতিবাচক বিধানটিকে শক্তিশালী করার জন্য এবং পাঠকের কাছে বোধগম্য ও তার যৌক্তিকতা ফুটিয়ে তোলার লক্ষ্যে সহায়করূপে উল্লেখ করা হয়েছে। দলীল হিসাবে উল্লেখ করা হয়নি; যদিও গবেষণামূলক কোনো বিষয়ে সরাসরি দলীল পাওয়া না গেলে এসবও দলীল হয়ে থাকে।

৩। তারপর প্রশ্ন উঠে গবেষণার আলোচ্য বিষয়/প্রসঙ্গ নামায না চেয়ার? তার উত্তর, অবশ্যই নামায, চেয়ার নয়। কেননা হাদীছ বা ফেকাহর কোনো অধ্যায়/অনুচ্ছেদ চেয়ার হতে পারে না, সালাত হতে পারে। আর 'সালাত' অধ্যায় বা শিরোনামের অধীনে প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচনা হয়ে থাকে মাযুর বা অসুস্থ ব্যক্তির সালাত। সুতরাং একজন মুফতিকে চেয়ারে বসে নামায পড়ার দলীল খুঁজতে হবে না; বরং খুঁজতে হবে অসুস্থাবস্থায় নামায পড়ার ক্ষেত্রে চেয়ারে বসার পক্ষে কোনো দলীল কুরআন, হাদীছ, ইজমা ও কিয়াসে আছে কি না? অথবা বিগত ১৪০০ বছরের 'উরফ' বা (তা'আমুল) পরস্পর আচরিত রীতিতে আছে কি না? তার একমাত্র জবাব হচ্ছে "তেমন কিছু নেই।"

তাহলে প্রশ্ন উঠে, বর্তমানে যারা কোনো কোনো বাংলা চটি বইতে বা পত্রিকার প্রবন্ধে ক্ষেত্রবিশেষে জায়েয বলেন কিংবা না-জায়েয/ অনুত্তম/

জায়েয বলে শ্রেণীবিন্যাস করেন– তা তাঁরা কোথায় পেলেন? তার উত্তর হচ্ছে, তা একান্তই তাদের নিজের বানানো, কল্পনায় সাজানো এবং তাদের পীর বা উস্তাদ কিছুটা অসুস্থতার কারণে হয়তো সাময়িক চেয়ারে বসে নামায আদায় করেছিলেন কিংবা ভক্তদের কারও অতিভক্তির দরুন তাদের পেশকৃত চেয়ারে তিনি বসে নামায পড়েছিলেন। তার বৈধতা বের করার লক্ষেই এসব প্রয়াস; পরবর্তীতে তারাই কেউ আবার বলেছেন, "হযরত! ওযরের কারণে সবকিছুই জায়েয হয়ে থাকে মর্মে ফিকাহর মূলনীতিতে বলা হয়েছে। তা ছাড়া, হজ্জের সময় বা মক্কা-মদীনাতেও তেমন কেউ কেউ চেয়ার/টুলে বসে নামায পড়ে থাকেন।"– আর এভাবেই পর্যায়ক্রমে ২০/২৫ বছরে চেয়ারে বসার রেওয়াজ চালু হয়ে যায় এবং আমার মতো স্বল্প পুঁজিধারী ছাত্র-শিষ্যরা (মুফতিরা) একটি সুধারণার বশবর্তী হয়ে তা সমর্থন করে যাই। অথচ আমাদের উচিত ছিলো এমনটি ভাবা যে, এই চেয়ার ও রোগ-ব্যাধি উভয়টিই তো ইতিপূর্বে ১৪০০ বছর ধরে ছিল এবং চিকিৎসকগণও ছিলেন।

পূর্ববর্তী এসব নবী, সাহাবী, তাবেয়ীগণ, মাযহাবগুলোর প্রতিষ্ঠাতা গবেষক ইমামগণ, প্রামাণ্য গ্রন্থাদি রচনাকারীগণ ও যুগে যুগে ফাতওয়াদাতা মুফতিগণ চেয়ারে বসে নামায পড়ার ফাতওয়া দিলেন না কেন বা প্রসঙ্গটি আলোচনায় স্থান দেননি কেন? অথচ তাঁরা ভবিষ্যতে হতে পারে, প্রয়োজন পড়তে পারে, সমস্যার উদ্ভব ঘটতে পারে তেমন সূত্র বের করে এমন কাল্পনিক অনেক অবস্থা-পরিস্থিতির বিধানও আলোচনা করেছেন (যা গবেষকগণ জানেন)! আর চেয়ার, রোগ-ব্যাধির সমস্যা এবং তাঁদেরই গবেষণাপ্রসূত নীতিমালা তাঁদের সামনে থাকা সত্ত্বেও তাঁরা চেয়ারে বসে নামায আদায়ের প্রসঙ্গটি এভাবে এড়িয়ে গেলেন! বিষয়টি কেমন বে-খাপ্পা মনে হয় না? প্রকৃত বাস্তবতা হচ্ছে,

(ক) তাঁদের যেমন ছিল যথাযথ ইলমী যোগ্যতা, তাকওয়া, ইখলাস, দূরদর্শীতা (ফারাসাত); তেমনি ছিল নামায এর হাকীকত-বৈশিষ্ট্য তথা ধ্যান-খেয়াল, হুজুরী ক্বলব এবং মহান আল্লাহর সামনে তাঁর শাহী দরবারে কাকুতি মিনতি, অনুনয়-বিনয় সহকারে হাজিরা দেওয়ার বাতেনী বা

www.e-ilm.weebly.com

আধ্যাত্মিক চেতনা ও আদব-শিষ্টাচার এর অনুরূপ জরুরী লক্ষণীয় বিষয়গুলো।

(খ) তাঁরা শরীয়তের জাহেরী ও বাতেনী উভয়দিক অক্ষুন্ন রেখে ওযর বা প্রয়োজনের সমাধান বের করেছেন। আর আমরা নিজেদের সুবিধা বা ইচ্ছা-অনিচ্ছার সুযোগ বের করার জন্য গবেষণা করছি।

(গ) তাঁরা ইজতিহাদ-গবেষণার ক্ষেত্রেও শরীয়তের আলোকে খোদ ইজতিহাদের সংজ্ঞা-সীমা ও বাধ্যবাধকতার প্রতি যত্নবান ছিলেন। আর আমরা ২/৪টি মূলনীতিকে সামনে রেখে গণহারে সর্বত্র ইজতিহাদের দোহাই দিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যা-প্রদত্ত বা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত বিধানটিকেও বিকৃত করে খেয়াল-খুশীমত আমল করছি বা ফাতওয়া দিচ্ছি।

৪।ইজতিহাদ বা নতুন বিধান রচনার সুযোগ কোথায়?

সাম্প্রতিক সময়ে জামেয়া আল-আজহার, কাহেরার 'দারুল হাদীস' প্রকাশনী থেকে ছাপা হয়েছে বিজ্ঞ পন্ডিত কাহেরা ইউনিভার্সিটির সাবেক উস্তাদ আবদুল ওয়াহহাব আল খাল্লাফ এর সংকলন-রচনা, 'ইলমু উসূলিল ফিকহি' নামক মূল্যবান গ্রন্থখানা। গ্রন্থটির ৪র্থ ভাগের তৃতীয় মূলনীতিটি হচ্ছে

(اَلْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ: فِيْمَا يَسُوْغُ الْاِجْتِهَادُ فِيْهِ)

"তৃতীয় মূলনীতি : কোন কোন বিষয়/ক্ষেত্রে ইজতিহাদের অবকাশ রয়েছে।" মূলনীতিটির আলোচনা পর্যালোচনায় বিজ্ঞ গ্রন্থকার অধ্যায়ের শুরুতেই বিশেষ বন্ধনীর দ্বারা শিরোনাম করেছেন এভাবে–

لَامَسَاغَ لِلْاِجْتِهَادِ فِيْمَا فِيْهِ نَصٌّ صَرِيْحٌ قَطْعِيٌّ

"যে বিধান-বিষয়ে সুস্পষ্ট অকাট্য 'নস্' (দলীল/বর্ণনা/ভাষ্য) বিদ্যমান তাতে ইজতিহাদ বৈধ নয়।" অতঃপর গ্রন্থকার উসূলবেত্তাদের পরিভাষায় ইজতিহাদ এর সংজ্ঞা বর্ণনার পর বলেছেন -

(فان كان الواقعة التى يراد معرفة حكمها قد دل على الحكم الشرعى فيها دليل صريح قطعى الورود والدلالة فلا مجال للاجتهاد فيها - والواجب ان ينفذ فيها ما دل عليه النص)

"বিধান নির্ণয় সংক্রান্ত ঘটনা/সমস্যাটি যদি এমন হয় যে, তাতে শরীয়তের হুকুম-বিধানটি এমন সুস্পষ্ট দলীল দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যা পৌঁছার ক্ষেত্রে, অর্থ বোঝার ক্ষেত্রে অকাট্য। তাহলে সেই বিষয়-বিধানে ইজতিহাদ বৈধ নয়। তাতে সংশ্লিষ্ট 'নস্' (কুরআন ও সুন্নাহর সংশ্লিষ্ট মূল ভাষ্য) দ্বারা যা, যতটুকু বোঝা যায় তা প্রয়োগ/বাস্তবায়ন (ফাতওয়াদান) ওয়াজিব।" (ইলমু উসূলিল ফিকহি: পৃ- ২৪৯)।

অতঃপর বিস্তারিত আলোচনান্তে উপসংহার টেনে বলেছেন –

فالخلاصة : ان مجال الاجتهاد امران : مالا نص فيه اصلا، وما فيه نص غير قطعى، ولا مجال للاجتهاد فيما فيه نص قطعى -

"সুতরাং সার-সংক্ষেপ কথা হচ্ছে, ইজতিহাদের সুযোগ আছে দু'ক্ষেত্রে : (১) যাতে আদৌ কোন নস্/দলীল নেই; (২) যাতে দলিল আছে বটে, তবে অকাট্য নয়। আর যাতে অকাট্য দলীল/নস্ বিদ্যমান তাতে ইজতিহাদের অবকাশ নেই।" (প্রাওক্ত: পৃ-২৫০)।

এ পর্যায়ে আমরা দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারি যে, একজন রোগী বা অসুস্থ মা'যুর ব্যক্তি কিভাবে নামায আদায় করবেন, তার বিধান (যার সার-সংক্ষেপ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মুফতির প্রদত্ত ফাতওয়াটির প্রথম প্যারার ৭ লাইনের মধ্যে আলোচিত হয়েছে) কুরআন-তাফসীর, হাদীছ-সুন্নাহ্ ও ফিকাহ-ফাতাওয়ার গ্রন্থাদিতে এতো সুস্পষ্টভাবে ব্যাপক ও বিস্তারিতভাবে আলোচিত হওয়ার পরও কি আমরা বলতে পারি যে, বিধানটি منصوص عليه নয়? বা صريح নয়? বা قطعى নয়? সুতরাং নতুন বিধান বা ব্যাখ্যা আবিস্কারের সুযোগ কোথায়? একজন রোগীর পক্ষে বর্ণিত বিধানের বহুমূখী সুযোগ-অবকাশ তথা দাঁড়িয়ে হোক বা বসে হোক বা শুয়ে হোক বা ইশারা ইঙ্গিতে হোক ব্যাপক সুযোগ দেওয়ার পরও চেয়ারে বসে পড়ার সুযোগ বের করা এবং তার পক্ষে নতুন বিধান-ব্যাখ্যা আবিস্কার করা মানেই হলো শরীয়তে যা বলা হয়েছে তা যথাযথ নয়, অসম্পূর্ণ, অপরিপূর্ণ?

তাছাড়া, একইভাবে অপরাপর ফরয-ওয়াজিব, মাকরূহ-হারামসহ বিভিন্ন বিধানের ক্ষেত্রেও সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও সুযোগ সন্ধানী অলসতাপ্রিয় মুসলমানগণ নিজেদের কাঙ্খিত ফাঁক-ফোকর ও

www.e-ilm.weebly.com

সুবিধামত ছাড় পেতে উদ্যোগী হবেন আর মুফতিরা টানা-হেঁচড়া করে সে অনুযায়ী ফাতওয়া দিতে থাকবেন? তাহলে তো এক পর্যায়ে শরীয়তের সকল (منصوص عليه) বিধি-বিধানই হাতের খেলনায় পরিণত হবে।

৫।বসার ক্ষেত্রে চেয়ারে বসার বিকল্প সুযোগটি কেন উল্লেখ করা হলো না?

মনে রাখতে হবে, নামাযের বাইরে সাধারণ বসা এবং নামাযে বসার (منصوص عليه) ব্যাখ্যা ও প্রকৃতি এক নয়। যে কারণে নামাযের বাইরে একজন নামাযী ব্যক্তি স্বাধীনভাবে নিজের সুবিধামত যে কোনো আসনে উঁচু-নিচুতে বসলে সেটা দোষণীয় হয় না। সারাদিন চেয়ারে বসে থাকলে কোনো পাপ বা বে-আদবী হয় না। কিন্তু নামাযের ভিতরে বিশেষ কায়দায় বসার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এখানে মহান আল্লাহর শাহী দরবারে হাজিরার আদব-কায়দা, সুস্থ-অসুস্থ সবার ক্ষেত্রে যথাসাধ্য লক্ষণীয়। তাছাড়া, এটাকে একটা বিকল্প বসার বৈধ সুযোগ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করলে এই বৈধতার সুযোগের কি মারাত্মক, সার্বিক ও ভবিষ্যত ফলাফল দাঁড়াবে তা বিগত ১৪০০ বছরের বিশেষজ্ঞগণের মাথায় ও দূরদর্শিতায় (ফারাসাত) ছিল; যেসব সমস্যা বর্তমানে আমরাও মসজিদগুলোতে দেখতে পাচ্ছি। সে কারণে চেয়ার-টুল ইত্যাদি তাদের সমাজে বিদ্যমান থাকা সত্বেও তাঁদের ফাতওয়া বা গবেষণা সেদিকে মোড় নেয়ার দুঃসাহসিকতা প্রদর্শন করেনি।

৬। চেয়ারে বসাও বসার একটা প্রক্রিয়া

যারা নামাযের আদবপূর্ণ বসা ও নামাযের বাইরের সাধারণ বসার পার্থক্য মুছে ফেলে বলতে চান, "চেয়ারে বসাও একটা প্রক্রিয়া" এবং একজন রোগীকে সেই সুযোগ দেয়া উচিৎ। তাঁদের কাছে বিনীত আরয, এই ব্যাখ্যা বা প্রক্রিয়া ফিকাহ-ফাতওয়ার কোন্ প্রামাণ্য গ্রন্থে আছে তা মেহেরবাণী করে পেশ করুন। নতুবা এভাবে মনগড়া ব্যাখ্যা-প্রক্রিয়ার কথা বলা ধর্মকে ও ধর্মের বিধানাবলীকে বিকৃত করা বা অপব্যাখ্যার আওতায় কি পড়ে না?

৭। "যেভাবে চায়" বা সুবিধা হয় (كيف شاء)

'আদদুরুল মুখতার' গ্রন্থকারের উদ্ধৃত ব্যাখ্যা বাদে মূল ইবারত হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

من تعذر عليه القيام لمرض قبلها او فيها او خاف زيادته او بطئ برئه بقيامه او دوران رأسه او وجد لقيامه ألما شديدا صلى قاعدا كيف شاء ... وان تعذر القعود أومأ مستلقيا ... ولايرفع الى وجهه شيئا يسجد عليه (فانه يكون تحريما) الخ

'আল-বাহরুর রায়িক' গ্রন্থকারের মূল (কান্য) ইবারত হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

تعذر عليه القيام او خاف زيادة المرض صلى قاعدا يركع ويسجد ومؤميا إن تعذر وجعل سجوده اخفض ولايرفع الى وجهه شيئا يسجد عليه ... وان تعذر القعود او مأ مستلقيا او على جنبه الخ

(ক) প্রথম উদ্ধৃতির নিচে দাগ দেয়া অংশের প্রসঙ্গটি শুধু বসার সঙ্গে সম্পৃক্ত যে, দাঁড়ানো যে কোনোভাবে কষ্টকর হলে "বসে যেভাবে ইচ্ছে নামায আদায় করে নেবে।" আল্লামা হাসকাফীর ব্যাখ্যা মতে বসার ক্ষেত্রে প্রয়োজনে ঠেস বা হেলান দিলেও সমস্যা নেই। আর আল্লামা ইবনু আবেদীন শামী (র.)-এর ব্যাখ্যা মতে, "আসন পেতে বসে বা অন্য যে-ভাবে বসা সহজ হয়।" কিন্তু এ থেকে চেয়ারে বসার কথা/ব্যাখ্যা/ব্যাপকতা এ যাবত কোনো ফকীহ বুঝেছেন বা আবিস্কার করেছেন মর্মে কোথাও আমরা পাইনি। কেবল সংশ্লিষ্ট বৈধতাদানকারী মুফতি বা ২/১ জন আলেম তা ইজতিহাদেও নিয়ম-নীতি অতিক্রম করে বের করেছেন।

(খ) আল্লামা হাসকাফী (র.)-এর উদ্ধৃত ইবারতের শেষের অংশের মূল ভাষ্য হচ্ছে "একজন রোগী বিধি মোতাবেক সিজদা দেওয়ার ক্ষেত্রে অপারগ হলে ইশারার মাধ্যমে সিজদা করবে। কোনো কিছু (বালিশ/কাঠ/টুল/টেবিল) সামনে উঁচু করে তাতে সিজদা করবে না।" (কেননা তা মাকরূহে তাহরীমী) ...। অথচ কোনো কোনো মতামত পেশকারী লিখেছেন, "চেয়ারে বসে সামনে টেবিল রেখে তাতে সিজদা করবে .....।" আল্লামা হাসকাফী (র.)-এর উদ্ধৃত 'মাকরূহে তাহরীমী' বাক্যটির প্রতিও তাকাননি! একদিকে চেয়ারে বসার বৈধতা নিজের ইচ্ছে

www.e-ilm.weebly.com

মতো বর্ণনা করছেন, আরেকদিকে মসজিদে চেয়ারের সঙ্গে টেবিল ঢুকানোর পথও উন্মুক্ত করে দিচ্ছেন। আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত হিফাজতের মালিক আর কেউ নেই!

মোটকথা নামাযে বসার বিশেষ প্রক্রিয়া তথা দু'পা গুটিয়ে পূর্ব বা পিছন দিকে লম্বা করে বাম পায়ের উপর বসা এবং ডান পা খাড়া রেখে তার বৃদ্ধাঙ্গুলও পশ্চিমরোখ করে রাখা অর্থাৎ তাশাহহুদের সুরতে বসার যে সাধারণ নিয়ম রয়েছে। সেই প্রক্রিয়া কষ্টসাধ্য হলে তার পরিবর্তে দু'পা-ই বিছায়ে দেওয়া বা দু'পা ডানে-বামে বের করে দিয়ে কেবল নিতম্বের উপর বসা, বা আসন গেঁড়ে বা যেভাবে সুবিধা হয় বসতে পারে। কিন্তু "যেভাবে চায়"-এর মধ্যে চেয়ারে পা ঝুলিয়ে বসার সুরত কোনোভাবেই অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। কারণ, নামাযের আদবপূর্ণ বিনয়ী বসার সুরত আর নামাযের বাইরের আড়ম্বরপূর্ণ বসার প্রতীক চেয়ারে বসার সুরত এর মাঝে মোটেও সামঞ্জস্য নেই। আবার তা যখন খোদ মসজিদে প্রচলিত হয়ে যায় তখন আরও বে-আদবীর প্রসার ঘটে।

উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক সময়ের সংকলিত 'আহসানুল ফাতাওয়া' গ্রন্থটির ৪র্থ খন্ড, ৫১ পৃষ্ঠার প্রতি গভীরভাবে মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলে (ফাতাওয়াটির ব্যাপারে অনেকে বলে থাকেন যে, তা বোধগম্য নয়; পেঁছানো বা প্রশ্ন একরকম, উত্তর আরেক রকমের) বুঝতে কষ্ট হবে না যে, তাতে হযরত (র.) উত্তরে বলেছেন, হাঁটু গুটিয়ে এক চেয়ারে বসে সামনে রাখা চেয়ারটির উপর সিজদার অবস্থা। অর্থাৎ হাঁটু ও পা নিচের দিকে না ঝুলিয়ে চেয়ারে বসার অবস্থা। "হাঁটু-পা ঝুলিয়ে বসে সামনে রাখা চেয়ারে সিজদা করলে নামায দোহরায়ে পড়া ওয়াজিব হবে।" তার পূর্বে বলেছেন, হাঁটু-পা না ঝুলানো অবস্থায় পড়লেও তাতে পাপ হবে। তাকে মাটিতে বসেই নামায আদায় করতে হবে। – ফাতওয়াটিতে ইশারা করা, না করার প্রসঙ্গ আদৌ প্রশ্নে নেই। তবে তিনি তদন্ত করে জেনেছেন, কেউ কেউ চেয়ারে বসে ইশারা করে নামায পড়ে থাকেন। তাই সেটিও উত্তরের মধ্যে উল্লেখ করে দিয়েছেন যে, "মাটিতে বসার ক্ষমতা থাকলে, চেয়ারে বসে ইশারায় নামায হবে না।" মোটকথা (كيف شاء) ব্যাখ্যাংশ মূল নস তথা কোনো হাদীছের অংশ নয়; এটা ফকীহগণের ব্যাখ্যা মাত্র।

৮। চেয়ারে বসে নামায জায়েয হলে তা মসজিদে ঢুকাতে সমস্যা কোথায়?

উপরিউক্ত বিস্তারিত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, যেখানে সালাতের শরীয়ত নির্দেশিত আদবপূর্ণ বিশেষ কায়দার বৈঠকে চেয়ারে আসন পাতার বৈঠক অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না সেখানে চেয়ারে বসাকে বৈধ ধরে নিয়ে তার সঙ্গে আবার টুল-টেবিল, পিড়ি, মোড়া সবকিছু জায়েয বলতে গেলে, এই জায়েয বলার সূত্র ধরে বর্তমানকার নামধারী অলস ও সুযোগ সন্ধানী মুসল্লিরা কেবল চেয়ার কেন, এগুলো সবই মসজিদে প্রবেশ করাতে শুরু করবে না? তাতে মসজিদের পরিবেশ ব্যাহতকারী চেয়ারের জ্বালাতন এর সঙ্গে টুল-টেবিল ইত্যাদির জ্বালাতনও যোগ হবে না? এ ছাড়া জনাব কাসেমীর অনুরূপ কেউ কেউ "চেয়ারে বসে নামায" ও "তার জন্য চেয়ার মসজিদ ঢুকানো" বিষয় দু'টিকে পৃথক করার চেষ্টা করে একটি 'জায়েয', অন্যটি 'নাজায়েয' বলতে চাইলেও উদ্দেশ্য যেহেতু চেয়ারের বৈধতা বের করা, তাই মসজিদে চেয়ার ঢুকানো জায়েয নয় মর্মে ইচ্ছা থাকা সত্বেও শক্তভাবে কিছু বলতেও পারছেন না। কারণ, তখন আবার সংশ্লিষ্ট চেয়ার ব্যবহারকারীরা বলবেন, "চেয়ারে বসে নামায পড়াই যেহেতু জায়েয সেহেতু চেয়ার মসজিদে ঢুকালে তা না-জায়েয হবে কেন?" 'শ্যাম রাখি না কুল রাখি অবস্থা'।

৯।আসল সমস্যা কি?

(ক) আমাদের মনে রাখা উচিত যে, উযু, গোসল, নামায-রোযা এসব ইবাদত মূলতঃ (امر تعبدى) এমন ইবাদত যাতে যুক্তি-বুদ্ধি, তর্ক-বাহাস মৌলিক বিবেচনায় কাম্য নয়। যেভাবে যা, যতটুকুর নির্দেশ মহান আল্লাহ ও প্রিয়নবী (স.) প্রদান করেছেন সেভাবেই, তা ততটুকু পালন করে যেতে হয়। (নূরুল আনোয়ারসহ উসূলের গ্রন্থাদি দ্রষ্টব্য)

বিশেষ করে যেখানে বিধানটিও স্পষ্ট, তার ব্যাখ্যা-প্রক্রিয়াও স্পষ্ট এবং তা খোদ কুরআন, সুন্নাহ ও ফিকাহর গ্রন্থাদিতেই ব্যাখ্যাসহ বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। তেমন একটি বিধান-বিষয়ের (রোগীর নামায) ফাতওয়াদান বা নিজেকে গবেষক হিসাবে জাহির করতে গিয়ে অতিরিক্ত

www.e-ilm.weebly.com

যোগ-বিয়োগ করার দুঃসাহস প্রদর্শন কতটুকু যৌক্তিক হতে পারে তা ভেবে দেখা দরকার।

যদি ব্যাপারটি এমন হতো যে, শরীয়ত মা'যুরের বিধানটি সবিস্তারে ব্যাখ্যা-প্রক্রিয়া ব্যতীত শুধু এটুকু বলেছে (كيف شاء) "যেভাবে চায়।" তাহলে সেক্ষেত্রেও চেয়ার ঢুকিয়ে দেয়া যেত। অথবা যদি এমন হতো যে, শুধু দাঁড়িয়ে বা শুধু বসা অবস্থার কথা বলা হয়েছে; শায়িত অবস্থার কথা বলা হয়নি। তাহলেও বলা যেত যে, একেবারে চূড়ান্ত অসহায় রোগীর অবস্থাটি বাদ পড়েছে; তাই কিছুটা গবেষণার সুযোগ আছে? আমরা প্রত্যেকে নিজেকে প্রশ্ন করি যে, বাস্তবে এমন কোনো রোগীর কথা কল্পনা করা যায় যিনি দাঁড়াতেও পারেন না, চেয়ার ব্যতীত যে কোন প্রক্রিয়ায় বসতেও পারেন না এবং চেয়ার ব্যতীত শায়িত অবস্থায়ও থাকতে পারেন না? তারপরও কি বলবো বিধানটি অসম্পূর্ণ? ব্যাখ্যা-প্রক্রিয়া আরও বর্ণনা করা দরকার ছিল? তাহলে ইজতিহাদ করতে যাবো কোন যুক্তিতে? আবার যারা বহুমূখী সমস্যা থেকে মসজিদ, নামায, জামাতকে ফিতনামুক্ত রাখার লক্ষ্যে ইজতিহাদের সীমা রক্ষা করতে চান, তাদেরকে ইজতিহাদে অক্ষম বলতে যাবো?

(খ) ব্যতিক্রম বা কারও বিধি-বহির্ভূত আমল এবং ফাতওয়ার অবস্থান

এ রকম কিছু সংখ্যক মুসলমান সর্বযুগে ছিলেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবেন যারা নিজেদের ইবাদত-আমল না জানার কারণে ভুল-ব্যতিক্রম করে থাকেন। অথবা জানা থাকা সত্ত্বেও কিছুটা সংশয়ে নিমজ্জিত হয়ে কিংবা নিজের সুবিধার্থে একটু হেরফের করে আমলটি করতে থাকেন। এমন ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যতিক্রমকারী যদি সাধারণ মানুষ হয় তাহলে তেমন সমস্যা হয় না, ক্ষতি তার নিজের মধ্যে সীমিত থাকে। কিন্তু তিনি যদি আলেম/পীর বা কারও উস্তাদ হন তাহলে অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব হওয়ার কারণে সেখানে সাধারণ জনতা যেমন ভুলের শিকার হয়ে পড়ে তেমনি তাঁর সুবাদে শিষ্যরাও বিড়ম্বনায় পড়েন। কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় কিছু বলাও যায় না। যারা অনুসন্ধানের যোগ্যতা রাখেন তারাও অপরাপর

অর্পিত বিভাগীয় দায়িত্ব পরিহার করে পীর/উস্তাদের ভুল বের করার বিষয়টি এড়িয়ে যান। এভাবে এক পর্যায়ে সেটি প্রথায় পরিণত হয়ে যায়। তারপর এক পর্যায়ে দূরে দূরে কিছু আলোচনা-সমালোচনা শুরু হলে, সংশ্লিষ্ট মুফতিদের আপসে পূর্ব-দলাদলি থাকায় দু'পক্ষই পক্ষে-বিপক্ষে কিছু দলীল প্রমাণ সংগ্রহ করে নিজ নিজ বক্তব্যকে সঠিক প্রমাণ করতে চায়। এক পর্যায়ে ধূম্রজাল সৃষ্টি হয়ে সঠিক ও নিরপেক্ষ বিধানটি চাপা পড়ে যায়। আবার কোনো ক্ষেত্রে পূর্ব-দলাদলি না থাকলেও এক পক্ষে নিষ্ঠাপূর্ণভাবে সহীহ বিধানটি প্রকাশ এবং ভুল ও ক্ষতিকর বাস্তব ফলাফল থেকে সর্বসাধারণ মুসলমানকে বাঁচানোর তাগিদে সচেষ্ট হন: আরেক পক্ষ নিজ পীর/উস্তাদের প্রতি অতিভক্তির দরুন সেটিকে মান-হানিকর বিবেচনা করে সেটি (কৃত আমল বা প্রক্রিয়া) ঠিক ছিল বা ন্যূনতম পক্ষে জায়েয ছিল বলে প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়ে পড়েন। অথচ সংশ্লিষ্ট পীর-উস্তাদ খাঁটি আল্লাহওয়ালা হয়ে থাকেন এবং অপরাপর কর্মকান্ড, দীনী সফর, তা'লীম-তারবিয়্যাত ও মোরাকাবা-মোশাহাদায় কর্মব্যস্ত থাকার দরুন বিষয়টির গভীরে যাওয়ার যেমন ফুরসত পান না তেমনি ওই ব্যতিক্রমী আমলের বাস্তব মন্দ ফলাফল বা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াজনিত কি কি কু-প্রভাব সমাজে পড়ছে তা আপন মহল থেকেও তাঁদের দৃষ্টিগোচর করানো হয় না। নতুবা বিরোধ সংশ্লিষ্ট দু'পক্ষেরই যদি ইখলাস থাকে এবং একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা হয় এবং দু'পক্ষই ইজতিহাদের নিয়ম-নীতি/সীমাবদ্ধতা রক্ষাকারী ও যোগ্যতাসম্পন্ন হন তাহলে তো সমস্যার কিছু ছিল না; বরং উভয় পক্ষই সওয়াব প্রাপ্ত হবেন।

আমাদের মনে রাখতে হবে, ব্যতিক্রম ব্যতিক্রমই হয়ে থাকে। সেটি সাধারণ ও ব্যাপক বৈধতার আওতায় আসে না বা গণ্য হয় না। উদাহরণত শূকরের মাংস ভক্ষণ করা বা মদ পান করার বিষয়ে সাধারণ ও ব্যাপক আইন হচ্ছে তা অকাট্যভাবে হারাম ও নিষিদ্ধ। কিন্তু কেউ নিরুপায় হয়ে বিকল্প কিছু না পেয়ে যদি প্রাণ-বাঁচানো পরিমাণ আহার করে সেটিকে বলা হবে ব্যতিক্রম, ক্ষমাযোগ্য, বিপদগ্রস্তের সাময়িক বাঁচার উপায়। আশা করা যায়, মহান আল্লাহ তাকে পাকড়াও করবেন না। কিন্তু মদ পান বা শূকরের মাংস আহার করা জায়েয মর্মে ব্যাপকহারে ফাতওয়া দেয়া যাবে না।

www.e-ilm.weebly.com

ব্যতিক্রমকে ব্যতিক্রমের অবস্থানেই থাকতে দিতে হবে। আবার এটাও মনে রাখতে হবে যে, সংশ্লিষ্ট নিরুপায় ব্যক্তি কি আসলেই নিরুপায়? তার সামনে কি ওই মুহূর্তে ঘাস-পাতা-লতা কিছুই ছিল না? কেননা, মহানবী (স.) নির্যাতিত সাহাবাদের নিয়ে মক্কার কাফিরদের তিন বছরের সামাজিক বয়কটের সময় বিপদকালীন গাছের পাতা-লতা আহার করেছিলেন এবং ছাগলের অনুরূপ মলমূত্র ত্যাগ করেছিলেন বলে সহীহ হাদীসগুলোতে বর্ণিত হয়েছে। তবুও হারাম কিছু গ্রহণ করেননি।

উক্ত বাস্তবতার নিরীখে আমরা কিয়াস করি যে, (যদি গবেষণা করা বৈধ হয়) আমার সংশ্লিষ্ট রোগী কি এমন নিরুপায় হয়ে গেছেন যে, দাঁড়াতেও পারছেন না, সুবিধামত বসতেও পারছেন না এবং শায়িত অবস্থায়ও থাকতে পারছেন না? হেলান দিয়ে বা ঠেস লাগানোর সুযোগ থাকা সত্ত্বেও?

প্রাতিষ্ঠানিক ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে উত্তীর্ণ হয়ে প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করে যাঁরা ফাতওয়া লিখেন তাঁদের জানা আছে যে, "সব মাসয়ালাই ফাতওয়া হয় না, তবে সব ফাতওয়াই মাসআলা নির্ভর হয়ে থাকে"– অর্থাৎ মাসয়ালার কিতাবের অনুরূপ ফাতাওয়ার প্রামাণ্য গ্রন্থাদিতেও একটা বিষয় সংশ্লিষ্ট বহুমূখী এমনকি বিপরীতমূখী বিধান ও ব্যাখ্যা মজুদ থাকে কিন্তু একজন বিজ্ঞ মুফতি নিজ উদ্দিষ্ট প্রয়োজনে ইতিবাচক-নেতিবাচক সবগুলো বিধানকে সামনে রেখে, স্থান-কাল-পাত্র ও নীতিমালা এবং সার্বিক বিবেচনা কাজে লাগিয়ে কোনো একটি মাসয়ালাকে সামনে রেখে ফাতওয়া দিয়ে থাকেন। অর্থাৎ মাসয়ালাগুলো প্রাথমিক বিবেচনার সূত্র বা মাধ্যম হয়ে থাকে কিন্তু ফাতওয়াটি হয় প্রান্তিক বা চূড়ান্ত।

সুতরাং যদি ধরে নেই যে, নিরুপায় হিসাবে চেয়ারে বসে নামায পড়ার একটা মাসয়ালা কোনো প্রামাণ্য গ্রন্থে আছে (?); তবুও তো সার্বিক বিবেচনায় তথা মসজিদের পরিবেশ বিনষ্ট, জামাত-কাতারের সমস্যা, হোক না তা ছোট সমস্যা যেমন মাকরূহ বা বড় সমস্যা যেমন অমুসলিমদের সঙ্গে সাদৃশ্য যা কিনা হারাম; কিংবা শাহী দরবারের সঙ্গে বে-আদবী এবং সত্যিকারার্থে নিরুপায় কারও ক্ষেত্রে বৈধ বলার ফলশ্রুতিতে অন্যান্যরাও বুঝে-না-বুঝে ব্যাপকহারে তার সুযোগ গ্রহণ করে

মসজিদে চেয়ার ঢুকাতে শুরু করে দেয়; ইত্যাদি কারণে একজন বিজ্ঞ মুফতী চেয়ারে বসে নামায পড়ার ফাতওয়া দিতে পারেন না। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে, চেয়ারে বসে নামায আদায় জায়েয মর্মে তেমন সামান্যতম প্রমাণ বা ছোট একটি মাসয়ালাও (جزئيه) বিগত ১৪০০ বছরের প্রণীত গ্রন্থাদিতে বা শরীয়া আইন বিশেষজ্ঞদের পরস্পর আচরিত রীতিতে (তা'আমুল বা উরফ) নেই।

"ব্যতিক্রমী বৈধ" বলবো?

ব্যতিক্রমী বৈধ বলার জন্যও তো দলীল লাগবে। যেমন কিনা শুকরের মাংস, মৃত জন্তু ও মদ ইত্যাদি ব্যতিক্রমী বৈধ হওয়ার ক্ষেত্রে বা প্রমাণের ক্ষেত্রে খোদ পবিত্র কুরআনে তার দলীল মজুদ।

(গ) অজ্ঞতার সমস্যা

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মুফতী অফিসিয়াল দায়িত্বের অন্যতম হিসাবে একাধারে দীর্ঘ ৮ বছর পর্যন্ত সপ্তাহে দু'দিন বাদ যোহর বায়তুল মোকাররম মসজিদের দক্ষিণ বারান্দায় মৌসুমী পর্ব সংক্রান্ত মাসাইলসহ উযু-গোসল, নামায-জামাত, সিজদা-সাহু ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনাকালীন যখন 'চেয়ারে নামায পড়া' সম্পর্কিত প্রশ্ন (প্রশ্নোত্তর পর্বে) উত্থাপিত হচ্ছিল। তখন প্রথমদিকে তিনি সুধারণা, ওযরের অজুহাত এবং বিশেষত দেশের ২/১ জন স্বনামধন্য উস্তাদ ও পীর মাশায়েখের আমলকে সামনে রেখে বিনা অনুসন্ধানেই সংশ্লিষ্টদের ইতিবাচক জবাব প্রদান করে গেছেন। তারপর

(১) একদিকে মসজিদে তা'লীম-অনুষ্ঠানের সামনেই পূর্বদিকে দিন দিন চেয়ারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে পরিলক্ষিত হচ্ছিল।

(২) বিভিন্ন মসজিদের ইমাম, খতীব ও মুসল্লিগণ ফোনের মাধ্যমে জানার জন্য প্রশ্নের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

(৩) একইভাবে উপস্থিত শ্রোতারা নিজ নিজ মসজিদের তর্ক-বিতর্ক চেয়ারে বসা বৈধ মর্মে কোনো ফাতওয়া প্রতিষ্ঠান ও মাসিক পত্রিকার ফাতওয়া এবং তা নিয়ে বিতর্ক।

(৪) আবার এসব ফাতওয়া বা প্রত্রিকার লেখার মধ্যেই বলা আছে যে, যারা দাঁড়াতে সক্ষম কিংবা বসে নামায আদায়ে সক্ষম, তাদের পক্ষে

www.e-ilm.weebly.com

চেয়ারে বসে নামায পড়া জায়েয হবে না। অথচ যারা চেয়ারে নামায পড়ছেন বা চেয়ার নিয়ে টানাটানি করছেন তারা ২/১ জন ব্যতীত সকলেই সুস্থ-সবল, হাঁটতে-দাঁড়াতে-বসতে সবকিছুতেই সক্ষম। এসব নিয়েও মুসল্লি বা শ্রোতাদের মাঝে কানাঘুষা, প্রশ্ন উঠছিল নিয়মিত।

(৫) একদিন চেয়ারে বসা নামাযিদের সামনেই ওযর অবস্থায় দাঁড়িয়ে বা বসে কিভাবে রুকু-সিজদাসহ নামায বা তা ইশারায় কিভাবে সুবিধা মতো বসে পড়তে হয়, সরজমিনে দেখিয়ে দিলে কয়েকজন মুসল্লি খুশি হলেন এবং তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় বললেন, "মাসয়ালায় যদি এভাবে বসার এবং এভাবে রুকু সিজদার সুযোগ থাকে তাহলে তো আমাদের চেয়ারে বসার প্রয়োজন নেই।"

বায়তুল মোকাররমের মুয়াজ্জিন জনাব ক্বারী মাসউদুর রহমানও তাঁর জানাশোনা কয়েকজনকে বুঝানোর জন্য আমার অফিস কক্ষে নিয়ে এলেন। এদেরকে চেয়ারে না বসেও সহজে কিভাবে নামায পড়া যায় তা দেখিয়ে দিলে তারা খুশি হয়ে চলে যান। এ থেকে আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা হলো যে, আসলে অনেকে না-জেনে চেয়ারে বসে থাকেন। আবার কেউ কেউ ওই পীর-উস্তাদকে ফলো করে বা অমুক মুফতী বা পত্রিকায় চেয়ারে বসাও জায়েয আছে মর্মে লিখেছে বা ফাতওয়া দিয়েছেন– তা শুনে বিস্তারিত ব্যাখ্যা- প্রক্রিয়া না জেনে আরাম কেদারায় বসে মনের সুখে আরামে নামায পড়ে যাচ্ছেন। অথচ নামাযের কিয়াম ফরয, বিধি মোতাবেক রুকু ও সিজদা ফরয, শেষ বৈঠক ফরয, এসবের কোনো খবর নেই। তার পাশাপাশি মসজিদের পরিবেশ নষ্ট হয়ে গির্জার আকৃতি নিচ্ছে, মসজিদ ও বারান্দায় বসে পা ঝুলিয়ে গল্প-গুজব হচ্ছে, মুয়াজ্জিন-খাদেমকে চেয়ার এগিয়ে না দেয়ায়, সময়মত বিছিয়ে না দেয়ায় ধমক ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হচ্ছে– এসবের খবরও রাখেন না সংশ্লিষ্ট ফাতওয়াদাতা মুফতী বা তাঁর ওস্তাদ-পীর সাহেব হযরত।

(ঘ) গভীরে না যাওয়ার সমস্যা

একজন মুফতী বা গবেষক হিসাবে অর্পিত নীতিগত ও আইনগত দায়িত্ব হচ্ছে, উদ্ভূত বিষয়টিতে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা। তারপর

ইজতিহাদ-গবেষণা সংক্রান্ত সবরকম দলীল-প্রমাণ ও ফিকহী আইন গবেষনার মূলনীতি সামনে রেখে সার্বিক বিবেচনান্তে বিষয়টির বিধান বা ব্যাখ্যা স্পষ্ট করতে সচেষ্ট হওয়া। কিন্তু বাস্তবে সমস্যা হচ্ছে :

(১) বর্তমানে আমরা অনেকেই বাস্তবে মুফতী না হয়েও ফাতওয়া দিয়ে বসি।

(২) অনেকেই 'ভূয়া মুফতী' তথা যথাযথ প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানার্জন ও অভিজ্ঞতা ব্যতীতই নিজেদেরকে মুফতী হিসাবে উপস্থাপন করি এবং প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে ফাতওয়াদান কর্মে জড়িয়ে পড়ে অনধিকার চর্চা করে থাকি। অথচ কে না জানে যে, একজন আইনজীবী হিসাবে আইনী ব্যাখ্যা প্রদানে বা তাতে আইনী লড়াই করতে গেলে অবশ্যই তাঁর সুনির্দিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার সনদ যেমন থাকতে হয় তেমনি কোনো নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠানের অনুমোদনও থাকতে হয়।

(৩) আবার অনেকেই এমন আছি যে, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সনদপ্রাপ্ত মুফতী বটে; কিন্তু বাস্তবে সারা জীবন বা বেশীরভাগ সময়ই হাদীসের খেদমত বা তাফসীরসহ অপরাপর বিষয়ের শিক্ষাদান ও সেবায় এতো বেশী নিমগ্ন হয়ে পড়ি, যার কারণে নামে-সনদে মুফতী হয়েও ফাতওয়া বিষয়ক জ্ঞান-গবেষণায় গভীরে যাওয়ার সময়-সুযোগ পাই না। যে কারণে আমরা এমনসব মুফতিরাই বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভাসা ভাসা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ফাতওয়া জারি করে উদ্ভূত সমস্যাটির সুষ্ঠু সমাধানের পরিবর্তে আরও অধিক সমস্যার জন্ম দিয়ে থাকি।

(ঙ) ভুল বোঝাবুঝির সমস্যা

(১) (منصوص عليه) বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে যেহেতু ইজতিহাদ-গবেষণার প্রয়োজন বা অবকাশ নেই তাই তাতে গবেষণা সম্পর্কিত এবং গবেষণার সুবিধার্থে রচিত/উদ্ভাবিত-মূলনীতি প্রয়োগের আদৌ প্রয়োজন নেই। সুতরাং গবেষণালব্ধ মূলনীতি প্রয়োগে যেমন– 'হালাল-হারাম'/' জায়েয-নাজায়েয'/ 'মুবীহ-মুহরিম' বিরোধ নিয়ে গবেষণাকালীন সাধারণত ইবাদত-বন্দেগী বিষয়ক সমস্যায় সুনির্দিষ্ট বিধান ও তার বর্ণিত ব্যাখ্যার

www.e-ilm.weebly.com

বাইরে গিয়ে ব্যাপকতার অনুসন্ধান অর্থাৎ ইবাদতের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে হালাল বা ব্যাপকভাবে জায়েয বা ব্যাপকভাবে মুবাহ-এর সুযোগ কল্পনা করা যায় না। পক্ষান্তরে, পানাহার বা জাগতিক বিষয়াদির ভোগ-ব্যবহারের ক্ষেত্রে এবং লেনদেন/ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট ভাবে বর্ণিত হারাম এর বাইরে ব্যাপকভাবে মুবাহ/জায়েয/হালাল কল্পনা করা হয়ে থাকে। যে কারণে গবেষণাকালীন উক্ত পার্থক্য অবশ্যই লক্ষণীয়।

(২) একই কারণে ইবাদত-বন্দেগী সংক্রান্ত বিষয়ে صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِىْ أُصَلِّى হাদীছাংশের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে এবং পানাহার ইত্যাদি বিষয়ে قُلْ لَّآ اَجِدُ فِىْ مَآ اُوْحِىَ اِلَىَّ مُحَرَّمًا الاية (সূরা আনআম: আয়াত নং- ১৪৫)-এর প্রতি লক্ষ্য রেখে ইজতিহাদ করতে হবে। নতুবা ভুল বোঝাবুঝি ও বিড়ম্বনায় পড়তে হবে।

১০। ফাতওয়াদানে বাস্তব অবস্থা বিবেচনা

একজন মুফতির পক্ষে জরুরী হচ্ছে, ফিকহ্ সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ে ফাতওয়াদানের পূর্বে বিষয়টির পক্ষে-বিপক্ষে, ভালো-মন্দ উভয় দিক সংক্রান্ত দলীল-প্রমাণ অনুসন্ধানের পাশাপাশি ফাতওয়াটির বাস্তব ফলাফল কি দাঁড়াবে? ব্যতিক্রম হিসাবে বৈধতা উল্লেখ করলে, সেটিকে পুঁজি করে আম-জনতা সংশ্লিষ্ট ইবাদত-আমলটিকে বিকৃত বা তার আদায়যোগ্য ফরয/ওয়াজিব ছেড়ে দেয়া শুরু করে কি না? তা অবশ্যই ভাবতে হবে।

১১। সৌদী আরবে/হজ্জের সময় কেউ কেউ চেয়ারে বসেন প্রসঙ্গ

(ক) একজন মুফতির নৈতিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব হচ্ছে, জিজ্ঞাসিত বিষয়টি সামনে রেখে কুরআন-সুন্নাহর দলীল মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধানটি স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া। আর এই দলীল-প্রমাণের ক্ষেত্রে কোন্ দেশের মানুষ কি করলো, সেটা দলীল বলে গণ্য হয় না; দলীল হয়ে থাকে শরীয়তের আইনী উৎসগুলো।

(খ) এছাড়া, হজ্জের মৌসুমের ক্রমবর্ধমান বিশাল সমাবেশের ক্ষেত্রে ও কারণে এবং সাধ্যাতীত নিয়ন্ত্রণরুপী বাস্তব পরিস্থিতির বিবেচনায় সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণিত (منصوص عليه) অনেক বিধানও যথানিয়মে পালন

সম্ভব হয় না বিধায় তা এদিক-সেদিক বা আগে-পরে করার জন্য খোদ শরীয়া বোর্ড ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ শিথিল করে দিয়ে থাকেন। তেমন ঠেকা বা অসম্ভব পরিস্থিতি অন্যত্র বা সাধারণভাবে চেয়ারে বসার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না এবং সেটাকে দলীল বানানো যায় না।

দ্বিতীয়ত, কেউ যদি না জেনে, না বুঝে নিজেকে মা'যুর ধরে নিয়ে চেয়ারে বসে নামায পড়েন এবং তাকে কেউ বলার পরেও 'নস' বা মূল দলীলে বিবৃত প্রক্রিয়ায় ফিরে না আসেন, তাহলে সেক্ষেত্রে তার ব্যাপারটি আমরা তার ও মহান আল্লাহর বরাবরে ছেড়ে দিতে পারি যে, তার নামায আল্লাহ পাক কবূল করেন বা না করেন বা তাকে ক্ষমা করে দেন, সেটা তাঁর ইচ্ছে। কিন্তু সেক্ষেত্রে আমরা আইন পাশ করতে পারি না বা সেটাকে বৈধ বলে মাসয়ালা প্রণয়ন করতে পারি না কিংবা ফাতওয়া জারি করতে পারি না। যা কালক্রমে মসজিদে বহুমূখী ফিতনার দ্বার উম্মুক্ত করে দেবে। যেমনটি সাম্প্রতিক অহরহ পরিলক্ষিত হচ্ছে।

১২। مثبت বা عدمى/ وجودى ও منفى (মুছবিত/মুনফী) দলীল পেশ করার দায়িত্ব কার?

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মুফতির ফাতওয়াটি ১/৬/২০১৫ ইং তারিখে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পর কেউ প্রতিবাদ করেছেন রাজনৈতিক বিবেচনায় বা প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে; কেউ প্রতিবাদ করেছেন কর্তৃপক্ষের প্রতি বিদ্বেষবশত: কেউ প্রতিবাদ করেছেন ইতোপূর্বে নিজেদের ভুল প্রদত্ত ফাতাওয়াটি সঠিক সমুন্নত রাখতে এবং বাংলাদেশে তাঁদের পীর-উস্তাদের মাধ্যমে চেয়ারে বসে নামায পড়ার রেওয়াজ প্রচলিত হওয়াতে তা ধামা-চাপা দেওয়ার সুবিধার্থে; আবার কেউ বা প্রতিবাদ করেছেন ফাতওয়াটি ভালো করে না পড়ে, না বুঝে। যার প্রমাণ বা সত্যতা ওয়াকিফহাল মহলের কাছে সুস্পষ্ট। আর যারা অধিক জানতে আগ্রহী তাঁরা বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-এর সম্মানিত সিনিয়র পেশ ইমাম খতীব শায়খুল হাদীছ মাওলানা মুহাম্মদ আবুল ফাতাহ ভূঁইয়ার অনুসন্ধানমূলক বিস্তারিত- ভাবে লিখিত প্রবন্ধটি পড়তে পারেন; যা তিনি ইফার ১১/১১/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় এবং তার পূর্বেও সংশ্লিষ্ট গবেষণা

www.e-ilm.weebly.com

বিভাগে জমা করেছেন। যদিও বিশেষ বিবেচনায় তিনি কারও কারও নাম উল্লেখ করেননি।

উক্ত প্রবন্ধে তিনি প্রতিবাদকারী/বিবৃতিদানকারী অনেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও যোগাযোগ করলে তাঁদের কেউ বলেছেন, "আমি স্বাক্ষর করিনি আমার নাম ব্যবহার করা হয়েছে।" কেউ বলেছেন, "কর্তৃপক্ষ বিদআতী, তাঁর ফাতওয়া মানা যায় না।" ভূঁইয়া সাহেব বলেছেন, "ফাতওয়াটি তো মুফতী সাহেব দিয়েছেন, কর্তৃপক্ষ দেননি। আর মুফতী সাহেব তো বিদআতী নন; বরং আমাদেরই একজন।" তখন তিনি ক্ষান্ত হন। আবার কেউ বলেছেন, "আওয়ামী লীগের মুফতী দিয়েছেন, তাই সেটা মানা যায় না।" আবার ফাতওয়া বোর্ডের নামে যাদের নাম ছাপা হয়েছে তাঁরা কেউ বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেননি ...।

যাহোক উক্ত বিবৃতির ভাষ্যে কেউ কেউ বলেছেন, "চেয়ারে বসে নামায পড়তে কোনো হাদীছে তো নিষেধ করা হয়নি।"

সঙ্গত কারণেই এখানে একজন সাধারণ পাঠকের প্রশ্ন হতে পারে যে, কোনো বিধানকে ইতিবাচক বা নেতিবাচক হিসাবে প্রমাণের ক্ষেত্রে কোথায়, কোন্ পক্ষকে দলীল পেশ করতে হয়? তার জবাব লক্ষ্য করুন ঃ

নিষিদ্ধের দলীল

(ক) কুরআন-সুন্নাহর মূল নস্-এ যে দলীল আছে উদাহরণত যোহরের ফরয নামায ৪ রাকাত। এক্ষেত্রে কেউ যদি বলে তা ৫ রাকাত, তাহলে যিনি ৪ রাকাত বলেছেন এবং তাতে সীমিত থাকতে চান সেক্ষেত্রে ৫ রাকাত নিষিদ্ধের প্রমাণ কি তাঁকে দিতে হবে? না যিনি সংখ্যা বাড়িয়ে ৫ রাকাত বলতে চান তাকেই দলীল পেশ করতে হবে? দলীল-প্রমাণ ও ইজমা দ্বারা ৪ রাকাত সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত থাকাই খোদ দলীল হচ্ছে ৫ রাকাত পড়া যাবে না। তার জন্য পৃথক প্রমাণ পেশ করা আদৌ জরুরী হয় না।

(খ) একইভাবে ইবাদত-আমলের বাস্তবরূপ/কাইফিয়্যাত/প্রক্রিয়া-পদ্ধতি খোদ শরীয়ত সহীহ হাদীছের মাধ্যমে যা নির্ধারিত করে দিয়েছে এবং মুতাওয়াতির হিসাবে তা যেভাবে চলে আসছে এবং ১৪০০ বছরের

নীরব ইজমা যেভাবে চলে আসছে অর্থাৎ মুসলিম উম্মাহর নবী-সাহাবী, গবেষক ইমামগণ, ওলী-আউলিয়া, মুফতিগণ-আলেমগণের কারও চেয়ারে বসে নামায না পড়া এবং বসার ব্যাখ্যার মধ্যে 'চেয়ারে বসা'ও গণ্য বলে অভিমত পেশ না করাই দলীল হচ্ছে যে, সালাতের আদবপূর্ণ বিশেষায়িত বসার মধ্যে 'চেয়ারে বসা' অন্তর্ভুক্ত নয় এবং তা হতে পারে না। একান্ত বিধি মোতাবেক বসায় অক্ষম বা কষ্টকর হলে সেখানেও সুবিধামত আরও সুনির্দিষ্ট ছাড় দেয়া হয়েছে। আর তা-ও কষ্টসাধ্য হলে শায়িত অবস্থায়ই ফরয সালাত শেষ করে নেবে। আর তেমন মা'যুর রোগীর উপর তো সুন্নাত-নফল পড়াও আবশ্যক থাকে না। তদুপরি তেমন রোগীর মসজিদে যাওয়ার কল্পনা উদ্ভট চিন্তাই বটে।

(গ) ইবাদত-আমলের (منصوص عليه) মূল দলীলে বর্ণিত আসল রূপ-পদ্ধতির পক্ষে যিনি অবিচল থাকতে বলবেন তাঁর জন্য কি অতিরিক্ত কিছুর প্রমাণ পেশ করা জরুরী? না কি যিনি অতিরিক্ত ব্যাখ্যা ইত্যাদি যোগ করবেন, তাঁকে প্রমাণ পেশ করতে হবে? গবেষক মুফতী ও আলেমগণ জানেন যে, উসূলে (মূলনীতি) হাদীছ ও উসূলে ফিকাহ-ফাতওয়া এর গ্রন্থাদিতে বলা হয়েছে, "যিনি অতিরিক্ত কিছুর/ব্যাখ্যার দাবী করবেন। তার প্রমাণ-দলীল তাঁকেই পেশ করতে হবে।" তাছাড়া–

(১) البينة على المدعى الخ (২) البينة لمن يثبت الزيادة
(৩) البينة لاثبات خلاف الظاهر الخ

হাদীছ/মূলনীতিগুলো তো সবার জানাই আছে। (কাওয়াইদুল-ফিকহিঃ মুফতি আমীমুল ইহসান (র.), পৃ-৬৬, আশরাফী বুক ডিপো, দেওবন্দ ভারত)।

(ঘ) সহজ বোধগম্যতার জন্য একটি উদাহরণ সামনে রাখতে পারেন। যেমন আপনি কোনো অফিসে কর্মরত আছেন। সেই অফিসের অন্যতম বিধান হচ্ছে, সকাল নয়টায় অফিসে আসতে হবে। এমতাবস্থায়, আপনি এগারটায় অফিসে এলেন। আপনাকে কর্তৃপক্ষ বা কেউ প্রশ্ন করলে, আপনি কি এমনটি বলতে পারেন যে, "কেন? সমস্যা কোথায়? ৯টায় আসার আদেশ আছে বটে; তবে ১১ টায় আসতে তো নিষেধ নেই?"

www.e-ilm.weebly.com

তেমনটি বলার অবকাশ নেই। কারণ ৯টায় অফিসে পৌঁছার অফিস আদেশই সুস্পষ্ট, সংশয়হীন ও অত্যাবশ্যকীয় দলীল যে, **১১** টায় আসা বে-আইনী। এর জন্য **১১** টায় আসা যাবে না মর্মে পৃথক দলীল থাকা বা দাবী করা অজ্ঞতা বা ঔদ্ধত্যের প্রমাণ বহন করে।

(ঙ) আরব-অনারব উভয় অঞ্চলে ব্যাপকভাবে খ্যাত আল্লামা ইবন কাইয়্যিম (রহ.) তাঁর জগতবিখ্যাত গ্রন্থ ইলামুল-মুকিঈন : খ-১, পৃ.-৩৮৫ এ লিখেছেন–

"اِنَّ الاصلَ فی المعملات والعقود الاذن والإباحة اِلَّا مَا جَاءَ نَصٌّ صَرِیْحُ الثبوت صریحُ الدَّلَالَةِ یمنعه ویُحَرِّمُهُ فیوقف عنده .... وهذا بخلاف العبادات التی تَقَدَّرَ : اَنَّ الْاَصْلَ فیها المنع حتی یَجِئَ نَصٌّ مِنَ الشَّارع لِعَلَّا یَشْرَعَ النَّاسُ فی الدِّیْنِ (ای العبادة) مَالَمْ یأذن بِهِ اللّٰهُ".

অর্থাৎ "লেনদেন (ক্রয়-বিক্রয়/ ব্যবসায়-বাণিজ্য) ও পারস্পরিক চুক্তির ক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে, অনুমতি ও (ব্যাপক) বৈধতা। অবশ্য যদি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত ও সুনির্দিষ্টভাবে হারাম ও নিষেধাজ্ঞা বোঝা যায় এমন কোনো দলীল পাওয়া যায় তাহলে সেক্ষেত্রে স্থগিত হতে হবে অর্থাৎ তা বৈধ হবে না। ...... তবে ইবাদত সংক্রান্ত বিষয়ে এর বিপরীতটাই প্রযোজ্য : এ ক্ষেত্রে গবেষণার মূলনীতি হচ্ছে ব্যাপকভাবে তা নিষিদ্ধ ও অবৈধ হওয়া, যতক্ষণ পর্যন্ত না বিধানদাতার পক্ষ থেকে 'নস' **(text)** বা দলিল প্রতিষ্ঠিত বা পাওয়া যায়। যাতে করে মানুষ ধর্মীয় ইবাদত বিষয়ে এমন কিছুই প্রবর্তন না করে যার অনুমতি মহান আল্লাহ্ প্রদান করেননি।"

উক্তরূপ একই রকম বক্তব্য হাজার বছর ধরে প্রচলিত ধর্মীয় পাঠ্য-পুস্তক 'নূরুল আনওয়ার' উসূলে শাশী, 'আল-আশবাহ্ ওয়ান নাজায়িব', 'উসূলে বাযদূবী' ইত্যাদিতেও রয়েছে; এবং মুফতিদের পাঠ্যপুস্তক শায়খ মুফতী সৈয়দ আমীমুল ইহসান মুজাদ্দিদী (রহ.)-এর রচিত কাওয়াইদুল ফিকহি গ্রন্থটিতেও বিদ্যমান।

মূল বক্তব্যটিকে আরেকটু সহজবোধ্যভাবে বলা যায়, শরীআ বিষয়ক ইবাদত-বন্দেগী সংক্রান্ত কোনো বিষয়-বিধান নিয়ে গবেষণা করতে হলে এবং ইবাদতসমূহের ক্ষেত্রে নতুন কিছু সংযোজন বা বিয়োজন বা নতুন

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সংযুক্ত করতে গেলে তার অনুকূলে দলিল পেশ করতে হয়; তবে তেমনকিছু নিষেধ করতে গেলে দলিলের প্রয়োজন পড়ে না। পক্ষান্তরে ব্যবসায়-বাণিজ্য, লেনদেন ও পারস্পরিক চুক্তি-অঙ্গীকার ইত্যাদি ক্ষেত্রে নতুন কিছু বৈধ প্রমাণের জন্য দলিল প্রয়োজন হয় না; তবে তেমনকিছু নিষেধ বা অবৈধ বলতে হলে অবশ্যই দলিল পেশ করতে হবে।

(চ) আরেকটি চমকপ্রদ মূলনীতি লক্ষ্য করি, হযরত মুফতী সৈয়দ আমীমুল ইহসান (রহ.) তাঁর 'আদবুল-মুফতী' নামক গ্রন্থে আলোচনা করেছেন, "যখন একটি উদ্ভূত বিষয়/সমস্যায় দু'জন মুফতিকে প্রশ্ন করা হয়। আর তাতে একজন বিষয়টিকে সঠিক মর্মে ফাতওয়া প্রদান এবং অন্যজন বেঠিক মর্মে ফাতওয়া দেন; অথবা একজন হালাল মর্মে অন্যজন হারাম মর্মে ফাতওয়া দেন। তাহলে এমন পরিস্থিতিতে সর্বসাধারণ কোন্‌টি গ্রহণ করবে? তার জবাব হচ্ছে, বিষয়টি যদি 'ইবাদত' শ্রেণীর অন্তর্গত হয় তাহলে জনগণ ওই মুফতির ফাতওয়া অনুসরণ করবেন যিনি বেঠিক ও হারাম-নিষেধ মর্মে ফাতওয়া দেবেন। আর বিষয়টি যদি লেনদেন ও ব্যবসায়-বাণিজ্য সংক্রান্ত হয় তাহলে জনগণ সেই মুফতির ফাতওয়া মান্য করবেন যিনি তা বৈধ ও সঠিক মর্মে ফাতওয়া দেবেন।" -(কাওয়াইদুল-ফিকহি : পৃ.-৫৭৯, আশরাফী বুক ডিবো, দেওবন্দ, ভারত)

সম্মানিত পাঠক! আমরা চুড়ান্ত পর্যায়ের একটা দিক-নির্দেশনা পেয়ে গেলাম, আলোচ্য বিতর্কিত সমস্যায় আমরা কার ফাতওয়ার অনুসরণ করবো। আমাদের উদ্ভূত সমস্যাটি যেহেতু 'সালাত আদায়ে চেয়ার ব্যবহারের বৈধতা-অবৈধতা নির্ণয়; আর সালাত নিশ্চিতভাবেই অন্যতম, এমনকি ঈমানের পর প্রথম ও প্রধান 'ইবাদত' তাই এ ক্ষেত্রে যিনি চেয়ারে বসে সালাত আদায় সঠিক নয় মর্মে ফাতওয়া দেবেন; বিধি মোতাবেক তাঁর প্রদত্ত ফাতওয়াই আমাদের মেনে চলতে হবে।

وَاللّٰهُ یَهْدِی الْحَقَّ وَاِلَیْهِ الْمَرْجعُ وَالْمَأبُ

সুতরাং 'সালাত' নামক ইবাদত পালনে একজন রোগীর ক্ষেত্রে শরীয়তের দেখানো ও বাতলানো পন্থা-পদ্ধতি বা সুযোগ-অবকাশ গ্রহণ না করে স্বীয় বাসনা মোতাবেক বিকল্প পন্থা বা সুযোগ গ্রহণ করা এবং তা

www.e-ilm.weebly.com

শরীয়তসম্মত নয় যারা বলেন, তাঁদের কাছে নিষেধের প্রমাণ দাবী করাও ঔদ্ধত্য প্রদর্শনের নামান্তর।

দলীল-প্রমাণ পেশ করা বা দাবী করা সংক্রান্ত উপরিউক্ত বিস্তারিত বাস্তব আলোচনা ও নিয়ম-বিধি যারা জানেন ও বুঝেন তেমন মুফতিদের জন্য ইফার মুফতির তথ্যসূত্রে প্রদত্ত অকাট্য দলীলগুলো সংশয়মুক্তভাবে বোঝা মোটেও কষ্টকর হবার কথা নয়। তাছাড়া ইফার মুফতী ফাতওয়াটির শুরুর দিকের (সাত) ৭ লাইনে উল্লেখকৃত মূল টেক্সট এর পরে ক্রমিকাকারে যে ১২টি পয়েন্ট উল্লেখ করেছেন তা মূল বিধানের দলীল হিসাবে উল্লেখ করা হয়নি; বরং টেক্সট এর সহায়ক ও সাধারণ পাঠকদের কাছে বিষয়টির যৌক্তিকতা ফুটিয়ে তোলার জন্য উল্লেখ করেছেন। যদিও মূল নস্ না থাকার ক্ষেত্রে এমন যৌক্তিক ও শরীয়তসম্মত বিষয়গুলোও দলীল-প্রমাণের কাজ দিয়ে থাকে।

১৩। পাঠক-গবেষকদের বোঝার সুবিধার্থে আরও আরজ করছি। আপনারা জানেন ইসলামী শরীয়ার আইনী গ্রন্থাদি ও তার ব্যাখ্যা সম্বলিত গ্রন্থাদিতে এবং তার মূলনীতিতেও বলা হয়েছে যে, "কুরআন-সুন্নাহর সরাসরি দলীল-প্রমাণ দ্বারা (منصوص عليه) প্রমাণিত, শুধু জায়েয তা নয়; বরং নফল/মোস্তাহাব হিসাবে প্রমাণিত এমন কোনো বিধান/ আমল/ ইবাদতও যখন সর্বসাধারণ বাড়াবাড়ি পর্যায়ে নিয়ে যায় বা ভুল বোঝাবুঝিতে লিপ্ত হয় বা তার সূত্র ধরে বিদআত কর্মে জড়িয়ে পড়ে তখন তা আইনত নিষিদ্ধের কাতারে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।" অথচ বিষয়টির শুধু বৈধতা নয়; বরং তার পক্ষে শরীয়তের সহীহ দলীল-প্রমাণ বিদ্যমান থাকে।

এ থেকে আমরা মহান আল্লাহকে হাজির নাজির জেনে বিবেচনা করতে পারি যে, চেয়ারে বসে নামায পড়ার বিষয়টি (غيرمنصوص عليه) আদৌ মূল দলীল (نص) বা তার ব্যাখ্যার মধ্যে কোথাও প্রমাণিত নেই। নফল - মোস্তাহাব হওয়ার তো প্রশ্নই উঠে না। আবার তা দু'একজনের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম বৈধ বলতে গেলে, তার ছুতো ধরে বা সেটিকে বৈধতার

সনদ গণ্য করে সর্বসাধারণ ব্যাপকহারে ভুল-বোঝাবুঝিতে লিপ্ত হয়ে মসজিদ / নামায-জামাতে বহুমূখী সমস্যার সৃষ্টি করে থাকে। এমন বাস্তব অনাকাঙ্খিত অভিজ্ঞতা প্রাপ্তির পরও (যাদের সন্দেহ আছে তাঁরা ঢাকার গুলশান ধানমন্ডিসহ শহরের বিভিন্ন মসজিদগুলোতে সংশ্লিষ্ট চেয়ার ব্যবহারকারী মুসল্লিদের অবস্থা জরিপ করতে পারেন) কি একজন বিজ্ঞ মুফতী হিসাবে চেয়ারে বসে নামায পড়া বৈধ মর্মে ফাতওয়া দিতে পারেন? এ তো বললাম নফল-মোস্তাহাব হিসাবে প্রমাণিত বিধানের কথা। আরেকটু অগ্রসর হয়ে দেখি, হানাফী মাযহাবের সর্বাধিক প্রামাণ্য ও উল্লেখযোগ্য ফাতওয়া গ্রন্থের গ্রন্থকার আল্লামা ইবনু আবেদীন শামী (র.) অনুরূপ সমস্যার ক্ষেত্রে কি বলেন? গ্রন্থটির ৬২৪ পৃঃ ১ম খন্ডে, তিনি বিধান সংক্রান্ত এমন একটি মূলনীতি اذا تردد الحكم بين سنة و بدعة كان ترك السنة اولى অর্থাৎ "যখন একটি বিধান সুন্নাত সাব্যস্তকরণ ও বিদআত সাব্যস্তকরণ (গবেষণার ক্ষেত্রে) নিয়ে সংশয়/বিরোধ হয়ে যায় তখন সুন্নাতটি পরিহার করাই উত্তম"– উল্লেখ করেছেন।

উক্ত মূলনীতিকে সামনে রেখে আমরা বিবেচনা করতে পারি, যেখানে বিরোধ বা সংশয়ের কারণে সুন্নাত ছেড়ে দেওয়া উত্তম বলে গণ্য সেখানে সালাত আদায়কালীন চেয়ারে বসা কতটুকু সমর্থনযোগ্য? অথচ সংশ্লিষ্ট বৈধতার পক্ষের কোনো মুফতিও তো সেটাকে সুন্নাত বলেন না। কেবল জায়েযই বলতে চান। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে বিরোধটা কেবল ন্যূনতম জায়েয প্রমাণ করতে গিয়ে হচ্ছে।

অনুচ্ছেদ ২ ঃ ইজমা প্রতিষ্ঠিত বিষয়াদিতে গবেষণা চলে না

সরকারী-বেসরকারী সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে যুগ যুগ ধরে পঠিত ও শরীয়া আইন বিষয়ক সর্বজনগ্রাহ্য নীতিমালা সংক্রান্ত গ্রন্থ 'নূরুল-আনওয়ার' এর 'ইজতিহাদ' আলোচনা পর্বে বিজ্ঞ গ্রন্থকার বলেছেন–

وشرط الاجتهاد ... وانما يحتاج اليه لان يعلم المسائل الاجماعية فلايجتهد فيها بنفسه

www.e-ilm.weebly.com

"ইজতিহাদ (গবেষণা) এর অন্যতম শর্ত হচ্ছে– তাঁর অবশ্যই জানা থাকতে হবে ইজমা প্রতিষ্ঠিত মাসাইলগুলো, যেন তাতে নিজের তরফ থেকে ইজতিহাদ শুরু না করেন"। (পৃ. ৩৫৬)

অর্থাৎ যেসব বিষয়/বিধানে মুসলিম উম্মাহর ইজমা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, তাতে নতুন করে গবেষণার সুযোগ নেই। আর এ ক্ষেত্রে দু'প্রকার 'ইজমা' তথা (قولى وسكوتى) 'ব্যক্ত' ও 'নীরব' এর মধ্যে পার্থক্য করা হয়নি। সুতরাং বিগত ১৪০০ বছরের বাস্তব ও নীরব ইজমা হচ্ছে, চেয়ারে বসে নামায পড়া মর্মে কেউ বলেননি, লেখেননি, গবেষণা করেননি, ফাতওয়া দেননি। একইভাবে তার 'বসা' এর ব্যাখ্যার মধ্যে 'চেয়ারে বসা'ও অন্ত র্ভুক্ত মর্মে কেউ ব্যাখ্যা দেননি। সুতরাং এটাই বাস্তব 'ইজমা' যে, চেয়ারে বসে নামায আদায় একজন রোগীর ক্ষেত্রেও জায়েয নয়।

এ পর্যায়ে আমরা বেশী দূর না গিয়ে আরব-অনারব ও সরকারি-বেসরকারী সবার কাছে গ্রহণযোগ্য ও সকলের সু-পরিচিত শ্রদ্ধেয় মনীষী শায়খ মুফতি আমীমুল ইহসান আল-মুজাদ্দেদী (র.)-এর ফিকহ গবেষণার মূলনীতি বিষয়ক প্রামাণ্য গ্রন্থটির প্রতি দৃষ্টিপাত করি। গ্রন্থটির ১১০ পৃষ্ঠায় তিনি এই মূলনীতিটি উল্লেখ করেছেন– (لا يجوز مخالفة الاجماع) 'ইজমা প্রতিষ্ঠিত বিষয়ের বিরোধিতা করা জায়েয নয়।" একই গ্রন্থের ৫৭ নং পৃষ্ঠায় শায়খ আরেকটি মূলনীতি উল্লেখ করেছেন যথা– (اذا اقضى بشئ مخالف للاجماع لا ينفذ) "একজন বিচারক যখন (যদি) ইজমা পরিপন্থী কোনো বিষয়ে ফায়সালা দেন, তা প্রয়োগযোগ্য/ গ্রহণযোগ্য/ কার্যকরী করা হবে না।" আর একজন মুফতির মর্যাদা-অবস্থান বিচারকের উপরে না নিচে?

চেয়ারে বসে নামায পড়া একদিকে ইজমা পরিপন্থী, অন্যদিকে রোগীর সালাত আদায়কালীন 'বসা' এর ব্যাখ্যার মধ্যে চেয়ারে বসাকেও অন্তর্ভুক্ত করাও ইজমা পরিপন্থী। তাছাড়া, বিধানটি ও তার ব্যাখ্যা যেহেতু মূল দলীলে ব্যাপকভাবে বর্ণিত রয়েছে তাই সেটিতে গবেষণার অজুহাত দেখানোও গবেষণা সংক্রান্ত মূলনীতি-বিরুদ্ধ কর্ম বলে পরিগণিত হবে।

যেমনটি শায়খ মুজাদ্দেদী (র.) গ্রন্থটির ১০৮ পৃষ্ঠায় এভাবে উল্লেখ করেছেন (لا مساغ للاجتهاد فى مورد النص) "নস্ প্রাপ্ত বা অবতীর্ণ বিষয়ে ইজতিহাদের সুযোগ নেই।" (পৃ-১০৮)

সম্মানিত পাঠক ও নিরপেক্ষ মুফতী সাহেবান! এ বার ফায়সালার ভার আপনাদের সমীপে অর্পন করলাম। আপনারাই বিবেচনা করুন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মুফতির ফাতওয়াটি ও বিরোধিতাকারীদের ফাতওয়ার মধ্যে!

অনুচ্ছেদ - (৩) আরও কয়েকটি মূলনীতি

(১) এ পর্যায়ে আমরা গবেষণা সংক্রান্ত আরও কয়েকটি মূলনীতি সামনে রাখতে পারি। যাতে করে আলোচ্য বিষয়টি বা বিরোধ প্রশ্নে আমরা আরও সংশয়মুক্ত হতে পারি। হযরত শায়খ মুজাদ্দেদী (র.) গ্রন্থটির ১৪৪ পৃষ্ঠায় এই মূলনীতিটি (يؤخذ فى العبادة بالاحتياط) "ইবাদত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সতর্কতার দিকটি গ্রাহ্য হবে"– উল্লেখ করেছেন।

যেখানে ২/১ জন মুফতির ইতিবাচক ফাতওয়াদানের ফলে মসজিদগুলোতে ব্যাপক হারে চেয়ারের ছড়াছড়ি/টানাটানির সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে এবং দাঁড়িয়ে ও বসে সালাত আদায়ে সক্ষম লোকজনও জেনে বা না জেনে নিজেদের সালাত বিনষ্ট করছেন। এমতাবস্থায়, গবেষণার নীতিমালা অনুযায়ী নির্দেশিত সতর্কতা অবলম্বিত হচ্ছে কার ফাতওয়ায়?

(২) আরেকটি মূলনীতি লক্ষ্য করি, (المشقة والحرج انما يعتبر فى غير المنصوص اما فيه فلا) "কষ্ট ও সমস্যা অবশ্যই ধর্তব্য হবে 'নস্' (দলীল) অবতীর্ণ হয়নি এমন বিষয়ে, আর যে বিষয়ে নস্ বিদ্যমান, তাতে সেটা গ্রহণযোগ্য হবে না।" (প্রাগুক্ত: পৃ-১২২)

সুতরাং রোগীর কষ্টের অজুহাত দেখিয়ে নতুন বিধান বা তার নতুন ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

(৩) আরেকটি মূলনীতি লক্ষ্য করি, (الشئ اذا ثبت مقدرا فى الشرع لايعتبر الى تقدير اخر) "শরীয়তে একটি বিষয়/বিধান যে ক্ষেত্রে নির্দিষ্টভাবে প্রমাণিত থাকে; সেক্ষেত্রে আরেকটি নির্দিষ্ট করতে গেলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।" (প্রাগুক্ত: পৃ-৮৯)

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। আপনারাই ফায়সালা করুন।

www.e-ilm.weebly.com

(৪) আরেকটি মূলনীতি লক্ষ্য করি, (لايجرى العموم فى مقتضى النص)

"নস্ (দলিল-মূল টেক্সট) এর চাহিদার মধ্যে ব্যাপকতা চালিয়ে দেওয়া ঠিক নয়।" (প্রাগুক্ত: পৃ-১০৯)

সুতরাং হাদীছ দলীলে একজন রোগীকে যথাসাধ্য আদবপূর্ণ এতগুলো সুযোগ দেয়ার পরও বিধানটির আরও বিকল্প বের করা এবং অপব্যাখ্যা দিয়ে এমনটি বলা যে, "এতো সুযোগদানই প্রমাণ করে যে, চেয়ারে বসে নামায পড়াও জায়েয"– কেবলই ঔদ্ধত্যের নামান্তর এবং 'ইলম' এর বাহাদূরী প্রদর্শন ছাড়া আর কিছুই নয়।

(৫) আরেকটি মূলনীতি লক্ষ্য করি, (لاعموم لدلالة النص)

"মূল দলীল দ্বারা যা (যতটুকু) বোঝা যায়, তাতে (আরও) ব্যাপকতা দান চলে না।" (প্রাগুক্ত: পৃ-১০৮)

মন্তব্য নিস্প্রয়োজন। ক্রমিক নং ৪-এর সঙ্গে যোগ করি ।

(৬) গবেষণার আরেকটি মূলনীতি লক্ষ্য করি, (من ساعده الظاهر فالقول قوله والبينة على من يدعى خلاف الظاهر)

"বাহ্যিক অবস্থা (চলমান/উরফ/তা'আমুল/ইস্তিসহাবে-হাল) যার বক্তব্যের সহায়ক হবে তার অভিমত/বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য হবে। আর যিনি তার বিপরীত দাবী করবেন, তাঁকে প্রমাণ পেশ করতে হবে।" (প্রাগুক্ত: পৃ-১২৯)

বিগত ১৪০০ বছরের বাস্তবতা হচ্ছে, চেয়ারে বসে নামায না পড়া এবং 'বসা'-এর ব্যাখ্যার মধ্যে 'চেয়ারে বসা' অন্তর্ভুক্ত না থাকা। আর ইফার মুফতী তা-ই ফাতওয়ায় বলেছেন। সুতরাং নেতিবাচক আরও অতিরিক্ত প্রমাণ পেশ করা তাঁর উপর বর্তায় না। যারা উক্ত বাস্তবতার বিপরীত বা নতুন কিছু দাবী করবেন, তার দলীল তাঁদেরকেই পেশ করতে হবে। অথচ বাস্তবে তাদের তেমন ইতিবাচক কোনো দলীল/প্রমাণ নেই।

৭। ইজতিহাদের আরেকটি মূলনীতি লক্ষ্য করি,– (اَلزِّيَادَةُ عَلَى النَّصِّ فِيْ مَعْنَى النَّسْخِ) "নস'-এর (বক্তব্য-বর্ণনার) উপর বৃদ্ধি-সংযোজন নসটিকে রহিত করার নামান্তর।" (প্রাগুক্ত: পৃ. ৮৩)

মন্তব্য নিস্প্রয়োজন। সম্মানিত বোদ্ধা পাঠক! আপনারাই সিদ্ধান্ত নিন রোগীর সালাতের প্রশ্নে শরীয়তের বর্ণিত 'নস'-এ কারা অতিরিক্ত সংযোজনের আশ্রয় নিচ্ছেন?

৮। গবেষণার আরেকটি মূলনীতির প্রতি লক্ষ্য করি,– (اِذَا تَعَارَضَ الْمَانِعُ وَالْمُقْتَضِيْ يُقَدَّمُ الْمَانِعُ) "বিতর্ক/বিরোধের ক্ষেত্রে যখন নেতিবাচক ও ইতিবাচক (নস / বক্তব্য / অভিমত) উভয়টি পরস্পর বিরোধপূর্ণ হয় তখন নেতিবাচকটি প্রাধান্য দিতে হয়।" (প্রাগুক্ত: পৃ. ৫৬)

উক্ত নীতিমালা মোতাবেকও ইফার মুফতির ফাতওয়া প্রাধান্য পায়। যদি এমনটি মেনে নেওয়াও হয় যে, তার বিপরীতে ফাতওয়াদানকারীদের কাছেও কোনো নস/দলীল আছে। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে তাঁদের কাছে তেমন কোনো দলীল আদৌ নেই। সুতরাং কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য হতে পারে, তা আপনারাই ফায়সালা করুন।

৯। আরেকটি মূলনীতি লক্ষ্য করি,– (اِذَا اِجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ او المحرم وَالْمُبِيْحُ غَلَبَ الْحَرامُ وَالْمُحْرِمُ) "যখন বৈধ ও নিষিদ্ধ অথবা নিষিদ্ধ প্রমাণকারী ও বৈধতাদানকারী একাট্টা হয়ে যায় তখন নিষিদ্ধ বা অবৈধতা প্রমাণকারীর প্রমাণ বা বিষয়টি প্রাধান্য পেয়ে থাকে।" (প্রাগুক্ত: পৃ. ৫৫)

ইফার মুফতী অবৈধ প্রমাণ করছেন এবং অন্য ২/১ জন তা বৈধ বলছেন, গবেষণার আলোচ্য নীতিমালা মোতাবেক কারটি গ্রহণযোগ্য তা আপনারাই ফায়সালা দিন।

১০। গবেষণার আরেকটি মূলনীতি লক্ষ্য করি,– (الإحتاط فى حقوق الله لَافِى حُقُوْقِ الْعِبَادِ) "(বিধান প্রমাণে বা বর্ণনায়) আল্লাহর হকসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়, বান্দার হকের প্রশ্নে নয়।" (প্রাগুক্ত: পৃ. ৫৪) অর্থাৎ বান্দার হকের প্রশ্নে তা প্রমাণিত হলেই প্রদান করা কর্তব্য। অতিরিক্ত গবেষণার দোহাইতে সতর্কতা অবলম্বনের নামে কালক্ষেপণ না করা। কিন্তু আল্লাহর হকের প্রশ্ন যেখানে আসবে সেখানে সর্বোচ্চ ও সার্বিক সতর্কতা অবলম্বন জরুরী।

এ মূলনীতিটি ক্রমিক (১) আলোচিত মূলনীতির কাছাকাছি হলেও এতে অতিরিক্ত ভাব-বক্তব্য রয়েছে এবং ইফার মুফতির প্রদত্ত ফাতওয়াটির অতিরিক্ত সমর্থন এতে লক্ষণীয়।

১১। ইজতিহাদের আরেকটি মূলনীতি লক্ষ্য করি,– (درأالمفاسداولى من جلب المنافع) "কল্যাণ-উপকারিতা অর্জনের তুলনায় ফিতনা-অকল্যাণ দফা করা অধিক উত্তম।" (প্রাগুক্ত: পৃ. ৮১)

ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। চেয়ারে বসে সালাত আদায় এর পক্ষে ইতিবাচক ফাতওয়াদানে বে-আদবীর দ্বার উন্মুক্তসহ নামায-জামাত-মসজিদে বহুমুখী ফিতনা, বিধর্মীদের ইবাদত ও ইবাদতখানার সঙ্গে সামঞ্জস্যের অনুরূপ অর্জিত অনেক পাপের তুলনায় একজন রোগীর মসজিদে চেয়ারে বসে সালাত আদায়ের অর্জিত পূণ্য (যদি সওয়াব প্রাপ্তির কথা মানা হয়) অনেক স্বল্প বলেই বিবেচিত হবে। বিশেষত যেখানে শরীয়ত রোগীদের মসজিদে উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করেনি এবং তারা সত্যিকার সওয়াবে প্রত্যাশী হলে, নেক বাসনার ফলে বাসা-বাড়ীতে সালাত আদায়েও সেই সওয়াব পেতে পারেন, মহান আল্লাহ দিতে পারেন। তারপরও শরীয়তের সংজ্ঞা অনুযায়ী মা'যূর না হয়েও; হাঁটতে, দাঁড়াতে, বসতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও মসজিদে চেয়ার নিয়ে টানাটানি, ইবাদত ও মসজিদের পরিবেশ বিনষ্ট ও বে-আদবীর মহড়া প্রদর্শন করেও যারা সওয়াবের প্রত্যাশা করেন তেমন মা'যূর মুসুল্লিগণ ও তাঁদের পক্ষে ফাতওয়াদানকারী মুফতিদের অবশ্যই শারীরিক অসুস্থতার চেয়ে মানসিক অসুস্থতা অনেক বেশী বলতেই হবে। মহান আল্লাহর বিশেষ কোনো দয়া ব্যতীত এঁদের সুস্থতার আশা দূরাশা মাত্র। তার কারণ, পীর-মাশায়েখ ও হাক্কানী আলেমগণ জানেন যে, সহীহ হেদায়েতের অন্তরায় 'বে-আদবী' ও 'অহঙ্কার' রোগ দু'টি একান্তই মানবজাতির চির শত্রু শয়তানের দুঃশ্চরিত্রের অন্যতম প্রধান ভূষণ। যে কারণে সে এখনও হেদায়েত পায়নি, ভবিষ্যতেও না পাওয়ার নিশ্চয়তা পবিত্র কুরআনে বিবৃত হয়েছে।

প্রসঙ্গ : ক্ষতি দফা ও প্রয়োজনে অসিদ্ধকে সিদ্ধকরণ

যে-গবেষক বা মুফতি অপরিপক্ক এবং বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় জ্ঞান-গবেষণা ও অভিজ্ঞতা ছাড়াই 'বড় হুজুর' বা 'প্রধান মুফতী' হয়ে গেছেন। তাঁদের যেহেতু মুখস্ত চিন্তা-গবেষণার সময় কিছুটা থাকলেও শরীয়তের মূল উৎস ৪টি ও আনুসঙ্গিক সবদিক নিয়ে চিন্তার ফুরসত নেই; তাই তাঁরা ভাসা ভাসা ২/১টি মূলনীতি সর্বত্র কাজে লাগিয়ে শরীয়া বিষয়ে অনেক না-জায়েয বিষয়কেও জায়েয বলে ফেলেন। যেমন ফিকাহ গবেষণার একটি মূলনীতি হচ্ছে (الضرر يزال) "ক্ষতি দফা করা হবে"– (প্রাগুক্ত: পৃ. ৮৮) এটা বেশ ভালো কথা। কিন্তু এটাও তো চিন্তা করতে হবে যে, সংশ্লিষ্ট ক্ষতি বলতে কতটুকু ক্ষতি? কার ক্ষতি? একজন ব্যক্তির ক্ষতি? না শরীয়তের ক্ষতি? শরীয়তের অপরাপর মৌলিক ও সার্বিক দলীল-প্রমাণ যথাস্থানে রেখেই তো ক্ষতি দূর করতে হবে।

শরীয়ত যদি বলে, একজন রোগীর মসজিদে না এলে তার কোনো ক্ষতিও নেই, পাপও নেই। এমনকি অন্তরে সৎ আবেগ থাকলে ঘরে বসেই সওয়াব পাবেন। তারপরও যদি তিনি চেয়ার-টেবিল নিয়ে মসজিদে গিয়ে বিভিন্ন ক্ষতির জন্ম দেন, মসজিদের পরিবেশ ব্যাহত করেন। তাহলে একজন মুফতী কোন্ ক্ষতিকে বিবেচনায় নিয়ে প্রাধান্য দেবেন, তা ভাবতে হবে না?

অনুরূপ আরেকটি মূলনীতি হচ্ছে (الضرورة تبيح المحظورات) "প্রয়োজন অসিদ্ধকে বৈধতা দান করে"। (প্রাগুক্ত: পৃ. ৮৯)

এটাও শরীয়া আইনের একটি ভালো দিক। কিন্তু তাই বলে কি, তা সর্বত্র? গবেষণার অপরাপর দায়-দায়িত্ব, বিধি-নিষেধ, বাধ্য-বাধকতা অনুসরণ করতে হবে না? যে ফিকহি গবেষণার নীতিমালায় একজন মুফতী আলোচ্য মূলনীতিটি পেলেন সেই ইজতিহাদের নিয়ম-বিধি মেনে চলতে হবে না? এবং এর পাশাপাশি বিপরীত মেরুর অপরাপর মূলনীতিগুলো (যেমন উপরে আলোচিত ১১টি মূলনীতি) সামনে থাকতে হবে না? হ্যাঁ অবশ্যই। তবেই তো আপনি মহান আল্লাহর দরবারে একজন গ্রহণযোগ্য মুফতী বা গবেষক হিসাবে স্বীকৃতি পেতে পারেন। নতুবা গতানুগতিক চাপাবাজির দরুন আমরা এই আয়াতের ولاتقف ما ليس لك به علم আওতায় পড়ে যাবো।

www.e-ilm.weebly.com

অনুচ্ছেদ- (৪) : প্রাপ্ত ফাতওয়াগুলোর আলোচনা

এ পর্যায়ে আমরা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মুফতির প্রদত্ত ফাতওয়াটির সঙ্গে আংশিক দ্বিমত পোষণকারী ফাতওয়া-গুলোর অন্যতম মুফতী এনামুল হক কাসেমীর ফাতওয়াটির প্রতি দৃষ্টিপাত করি। আমাদের পর্যবেক্ষণ মোতাবেক বাংলাদেশ-ভারত অঞ্চলে যে ২/১ জন পীর-বুযুর্গের দেখাদেখি বিভিন্ন মসজিদে চেয়ারে বসে নামায পড়ার সূত্রপাত ও রেওয়াজ ঘটে তিনি তাঁদের সঙ্গে সম্পৃক্ত সাগরিদ-শিষ্য বটে। ওইসব পীর-বুযুর্গগণকে সন্দেহাতীতভাবে আমরাও ভক্তি-শ্রদ্ধা করি এবং আমাদের সরাসরি পীর-মাশায়েখ যাঁরা তাঁরাও ভিন্ন সূত্র/অন্য সিলসিলায় তাঁদের সঙ্গে বা তাঁদের মূলের সঙ্গে সম্পৃক্ত। কিন্তু আমার উপরের আলোচনা থেকে পাঠকগণ জেনেছেন যে, অনাকাঙ্খিতভাবে বা ঘটনাচক্রে চেয়ারে বসে নামায পড়ার যে প্রথা চালু হয়েছে তা যতটা না সংশ্লিষ্ট বুযুর্গের কারণে চালু হয়েছে তার চেয়ে শতগুণ ও দ্রুত রেওয়াজ পেয়েছে তাঁর শিষ্য-শাগরেদদের 'তা জায়েয' মর্মে ফাতওয়া জারির ফলশ্রুতিতে। অথচ আমরা মনে করি তাঁদের এমন ফাতওয়া জারি মৌলিক বিবেচনাতেই সহীহ হয়নি। যা উপরে আলোচিত বিস্তারিত দলীল-প্রমাণ থেকে বুঝে উঠা একজন অনুসন্ধিৎসু পাঠক বা আলেমের পক্ষে মোটেও কষ্টকর হবার কথা নয়।

১। তবে মুফতী কাসেমী যেহেতু আমাদেরকে বৈধতাদানের প্রশ্নে প্রতিপক্ষ ভেবে মনোজগতে স্থির করে রেখেছিলেন তাই তিনি সেভাবেই ইফার মুফতির ফাতওয়াটির পর্যালোচনা করেছেন। অবশ্য তিনি যদিও প্রসঙ্গটির দু'টি দিক 'চেয়ারে বসে নামায' ও 'মসজিদে চেয়ারে বসে নামায'– পৃথক করেছেন এবং পৃথক বিধান রচনা করেছেন। তা বাহ্যিকভাবে ভালো ও বাস্তব মনে হলেও আমাদের বিবেচনায় সে-ক্ষেত্রেও সমস্যা আছে। অর্থাৎ একজন প্রকৃত রোগীর ক্ষেত্রে মৌলিক বিবেচনায় যদি চেয়ারে বসা জায়েয হয় তাহলে মসজিদে চেয়ারে বসা জায়েয হবে না কেন? এমন প্রশ্নের মুখোমুখী আমরা ফাতওয়াটি লেখার পূর্বেই হয়েছি। তবে তিনি মসজিদে চেয়ার ঢুকানো ও তাতে নামায না পড়ার ক্ষেত্রে অনেকটা আমাদের কাছাকাছি অবস্থানে আছেন বলে, ধন্যবাদ।

২। (ক) জনাব কাসেমী 'মা'যূর ব্যক্তির চেয়ারে নামায'-এর আলোচনা করতে গিয়ে (প্রথম পৃষ্ঠার সর্বনিম্নের দু' লাইনে) বলেছেন,– "ব্যক্তিভেদে এ ক্ষেত্রে তিন ধরনের হুকুম রয়েছে। না জায়েয, জায়েয এবং অনুত্তম।" আমাদের প্রশ্ন হলো, এমন তিন ধরনের হুকুম কোন্ প্রামাণ্য গ্রন্থটিতে বা হাদীছ-ফিকাহ-ফাতওয়ার কোন্ কিতাবের কত পৃষ্ঠায় আছে? তা মেহেরবানী পূর্বক পেশ করুন।

(খ) মুফতী কাসেমী আমাদের শুরুরদিকে আলোচিত অনুচ্ছেদ– ১ এর ক্রমিক-১, এর 'গ'-প্যারা মোতাবেক তাঁর ফাতওয়াটি লিখেছেন। তাই ধরে নিলাম তিনি টীকা বা তথ্যসূত্র অংশে তার প্রমাণ পেশ করেছেন। সেই মোতাবেক প্রচুর ঘাটাঘাটি করেও তাঁর এমন শ্রেণীবিন্যাস ও বৈধতার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ বক্তব্যটি সম্পূর্ণ তাঁর মনগড়া ও কল্পনায় সাজানো।

(গ) এ ছাড়া, তথ্যসূত্রে তিনি বা তাঁর নির্দেশ মতে শিক্ষানবীস যে-ছাত্র ২২টি সূত্র উল্লেখ করেছেন, তাতে রয়েছে প্রচুর অসঙ্গতি-গড়মিল। তাঁর শ্রেণীবিন্যাস মতো চেয়ারে বসে নামায পড়া পবিত্র কুরআনের উল্লেখকৃত আয়াতগুলোতে আছে? না তার তাফসীরে আছে? থাকলে সেটি কোন্ গ্রন্থে, কত খণ্ডে, কত পৃষ্ঠায়? তার কিছুই উল্লেখ করেননি।

(ঘ) ৪নং তথ্যসূত্রের 'আল-জামে লি-আহকামিল কুরআন' খ-১, পৃ-১৯৮তে, তা কি মূল আরবী, না বঙ্গানুবাদ তা তিনি উল্লেখ করেননি। তারপরও আমি উভয়টি পড়ে তেমন কিছুই পাইনি।

(ঙ) ৫, ৬ ও ৭নং তথ্যসূত্রের হাদীছ গ্রন্থগুলো কি মূল আরবী? না বঙ্গানুবাদ? উপমহাদেশে অঞ্চলের ছাপাকৃত, নাকি আরব দেশের ছাপাকৃত? তারপরও আমি সাধ্যমতো আমার নিজস্ব বিশাল সংগ্রহের বাইরে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে গিয়েও অনুসন্ধান করেছি কিন্তু সেখানেও এসব প্রদত্ত তথ্যসূত্রের ৯০% কোনো মিল পাইনি। বাকী যে ২/১টিতে মিল পেয়েছি তাতে শুধু ওই রোগীর সালাতের বর্ণনা পেয়েছি যা ইফার ফাতওয়ার মধ্যেও বিদ্যমান। অথচ ইফার মুফতির প্রদত্ত ফাতওয়াটির ১১টি তথ্যসূত্র পাঠকগণ মূলের সঙ্গে সহজেই মিলিয়ে দেখতে পারেন। তাতে মূল বিধানের সাত লাইন ও পরবর্তী সহায়ক ১২টি

www.e-ilm.weebly.com

বক্তব্যের বাইরে মনগড়া কোনো বক্তব্য নেই এবং লুকোচুরির কোনো তথ্যসূত্রও নেই।

(চ) প্রদত্ত তথ্যসূত্রের ৮নং হতে ১৯নং পর্যন্ত ফিকাহ-ফাতওয়ার গ্রন্থগুলো অনুসন্ধান করে চেয়ারে বসার বৈধতা, এমনকি প্রসঙ্গই নাই; শ্রেণী বিন্যাসের তো প্রশ্নই উঠে না। তবে ইফার মুফতী যে রোগী/মা'যূরের কথা যেটুকু, যা লিখেছেন তা খণ্ডিতাকারে পাওয়া গেছে।

(ছ) ২০নং তথ্যসূত্রে অর্থাৎ 'আহসানুল ফাতাওয়ার' ৪র্থ খণ্ডে যা বলা হয়েছে তা দ্বারা কেবল নিষেধাজ্ঞাই বা অবৈধতাই প্রমাণিত হয়। যারা ভালো উরদু বুঝেন তারা গভীরভাবে পাঠ করে এবং ইফার মুফতির ইতোপূর্বে আলোচিত 'অনুচ্ছেদ-১' এর ক্রমিক নং '৭' এর (খ) প্যারার শেষের অংশ পাঠ করে মিলিয়ে দেখতে পারেন।

উল্লেখ্য, আমাদের মনে রাখতে হবে, বিগত ১৪০০ বছরের বাস্তবতা, কুরআন হাদীছের (منصوص عليه) বিধান ও ব্যাখ্যার বাস্তবতা ও ইজতিহাদ-গবেষণার বাস্তব নিয়ম-নীতি উপেক্ষা করে এযুগের কারও ব্যক্তিগত মতামত অথবা কারও চটি বই-পত্রিকার মতামত একজন গণ্যমান্য গবেষক বা মুফতী বিশেষ করে ইবাদত ও তার বিধান উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে অনুসরণ করতে পারেন না।

(জ) ২১ ও ২২নং তথ্যসূত্রের গ্রন্থদ্বয় আমি খুঁজে পাইনি এবং এগুলোর অবস্থান ও মূল্যায়ন মৌলিক গ্রন্থাদির তুলনায় কতটুকু তা আলেমদের জানা আছে। সুতরাং তা না পেলেও কোনো সমস্যা নেই।

৩। মুফতী কাসেমী (খ) প্যারার শেষ লাইনে (পৃ. ২) বলেছেন, "তবে চেয়ারে বসে নামায আদায় তার জন্য জায়েয"। প্রশ্ন হলো, এটা কোন প্রামাণ্য গ্রন্থে আছে? পেশ করুন! নতুবা একজন মুফতী হিসেবে শরীয়তের (منصوص عليه) বিধানে যোগ-বিয়োগের অধিকার তো আমাদের দেয়া হয়নি।

৪। কাসেমী সাহেব একই পৃষ্ঠায় (গ) প্যারায় বলেছেন– "তবে চেয়ারে বসে ইশারায় নামায আদায় তার জন্য অনুত্তম"– এটুকুইবা আপনি কোন্ প্রামাণ্য গ্রন্থে পেলেন, দয়া করে প্রমাণ পেশ করুন।

৫। একই পৃষ্ঠার শেষের দিকের তৃতীয় লাইনে তিনি বলেছেন– "মা'যূর ব্যক্তি ঘরে বসেই জামাতের সাওয়াব পেয়ে যাবে"– আপনাকে ধন্যবাদ।

৬। ফাতওয়াটির তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় প্যারায় বলেছেন, "কোনো মুসল্লির কারণে মসজিদের পরিবেশ যদি নষ্ট হয় বা অন্য মুসল্লিদের কষ্ট হয় .... অপ্রিতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় .... কমিটি মা'যূর ব্যক্তিদের ঘরে নামায আদায়ের কথা বলতে পারবে"– সত্য কথাটি প্রকাশ করায় আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ! কিন্তু তা-ও তো আবার ওই হুজুর যিনি বলেন যে, ঘরে নামায পড়ার কথা বলে মুফতী সাহেব সংশ্লিষ্ট মুসল্লিকে মসজিদ থেকে বারণ করে জালেম (?) হয়ে যাচ্ছেন। তাতে আবার আপনিও আমার সঙ্গী হয়ে পড়লেন?

পর্যালোচনা অংশ

১। হযরত কাসেমী পর্যালোচনার শুরুতেই বলেছেন (পৃ. নং ৩), আমি নাকি চেয়ারে বসে নামাযের জায়েয ও না-জায়েয উভয় ধরনের অবস্থা ব্যক্ত করেছি (নাউযুবিল্লাহ)! প্রথমেই তিনি একটি মিথ্যা দাবী/অভিযোগ করলেন। সম্মানিত পাঠক-গবেষক সকলের কাছে আমার ফাতওয়াটি পুনঃ পাঠ করে দেখার অনুরোধ করছি। আমি কমবেশী পুরো একটি বছর বিষয়টির পক্ষে-বিপক্ষে অবস্থানের ফলাফল, ভালোমন্দ বাস্তব ফলাফল, সর্বসাধারণ মুসল্লিদের ইতিবাচক ফাতওয়ার সুযোগ গ্রহণ এবং নেতিবাচক দিকের যে যে অবস্থায় সকলের মতেও নামায শুদ্ধ হয় না সেসব উপেক্ষা করা– এসব বাস্তব পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া দেখে-শুনেই নেতিবাচক ফাতওয়া ইস্যু করেছি। আর ১২নং কলামে জায়েযের একটি সুরত বের করা যায় কিনা? এবং তর্কের খাতিরে যদি একটি ব্যতিক্রম আছে বলে ধরে নেই তাহলে সেক্ষেত্রে কি দিক-নির্দেশনা হতে পারে ...। অর্থাৎ একটা কথার কথা মাত্র। যা ইতোপূর্বে বিস্তারিত আলোচনার 'অনুচ্ছেদ-১' এর ক্রমিক-৯ এর প্যারা (খ) এবং 'ক্রমিক-১০' এর আওতায় আমি আলোচনা করেছি।

www.e-ilm.weebly.com

২। জনাব কাসেমী একই পৃষ্ঠার শেষের ৪ লাইনে অভিযোগ করেছেন– "বার নং কলামে তিনি জায়েযের উপর একটি অবস্থা উল্লেখ করেছেন। তবে ব্যতিক্রম হলো নাজায়েযের ধারাসমূহ। তিন নং ধারায় মাটিতে ... উত্তম বলা হয়েছে, চার নং ধারায় উত্তমের বিপরীতে না-জায়েয বলেছেন।"

(ক) ইফার মুফতী নিজের তরফ থেকে একটি কথাও বলেননি। আর কুরআন-হাদীছে একটি বিস্তারিত বিধান যা বিশদ ব্যাখ্যাসহ খোদ মূল দলীলেই বিদ্যমান। এমন বিষয়ে নতুন বিধান বা জায়েয-নাজায়েয বা উত্তম-অনুত্তম নতুন কিছু ব্যাখ্যা/মন্তব্য করার অধিকার কোনো মুফতিরই থাকতে পারে না।

(খ) ইফার মুফতির নতুন 'ধারা' আবিস্কারের সুযোগ কোথায়? 'ধারা' ও 'প্যারা' মূল টেক্সট এর 'মূল বক্তব্য' এবং তার পক্ষের সহায়ক বক্তব্যের পার্থক্য বোঝার ক্ষমতা যাদের থাকে না। কিংবা উদ্দেশ্যমূলকভাবে জায়েয নাজায়েয বিধান রচনার দুঃসাহস যারা দেখাতে পারেন এবং কারও মূল ধারার উপস্থাপনাকে ইচ্ছাকৃতভাবে একটিকে আরেকটির সঙ্গে জুড়ে দিয়ে বিকৃত করে অনভিজ্ঞ সাধারণ পাঠকদের বিভ্রান্ত করতে চান। তারা ২ দিন আগে হোক বা পরে হোক অন্তত বিশেষজ্ঞদের কাছে ধরা খেয়ে যাবেন এবং তাওবা-ইস্তেগফার করার সৌভাগ্য পাবেন বলে ব্যক্তিগতভাবে আমি আশাবাদী।

(গ) "তিন নং ধারা" বলে জনাব কাসেমী যা বলতে চাচ্ছেন তা প্রথমতঃ কোনো ধারাই নয়। দ্বিতীয়ত এটা আমার ব্যক্তিগত কোনো অভিমতও নয়। দেখুন আল-বাহরুর রায়িক: খ-২, পৃ. ২০৫

وان تعذر الركوع والسجود لا القيام أومأ قاعدا ..... لما فيه من نهاية التعظيم ..... والافضل هو الإيماء قاعدا لانه اشبه بالسجود ـ

এখানে বলা হয়েছে, "একজন রোগী দাঁড়াতে সক্ষম কিন্তু দাঁড়ানো অবস্থায় বিধি মোতাবেক রকু, সিজদা করতে অক্ষম। তবে ইশারা করতে পারে। তাহলে দাঁড়িয়ে ইশারায় নামায না পড়ে বসে যেন ইশারা করে নামায আদায় করে। অবশ্য (শামী/আলমগীরী ইত্যাদি) দাঁড়িয়ে ইশারা করে নামায পড়াও জায়েয আছে। আবার দাঁড়াতে অক্ষম কিন্তু বসতে

পারে, কিন্তু বসাবস্থায়ও ইশারা ব্যতীত যথা নিয়মে সিজদা করতে পারে না। তাহলে বসাবস্থায় ইশারা করে নামায আদায় করবে। রোগী দাঁড়িয়ে ইশারা ব্যতীত অথবা বসে ইশারা ব্যতীত নামায আদায়ে সক্ষম না হলে, দাঁড়ানোর চেয়ে জমিনে বসে ইশারায় সালাত আদায়ই উত্তম" (প্রসঙ্গটির সব কিতাবের সার-সংক্ষেপ)। অবশ্য প্রসঙ্গটিতে সাম্প্রতিক এক গবেষণায় আল্লামা তকী উসমানী (দা. বা.) দাঁড়ানোর ফরজটির প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করেছেন এবং এমন রোগীর ক্ষেত্রে দাঁড়ানো ফরযটি পালন করে দাঁড়ানো অবস্থায়ই ইশারা করে রুকু-সিজদার মাধ্যমে সালাত শেষ করার অভিমত প্রদান করেছেন।

ফিকাহ ও ফাতাওয়া গ্রন্থাদির এই মূল টেক্সটই ইফার মুফতী মূল বিধানের সহায়করূপে এবং চেয়ারে বসার বৈধতাকে প্রত্যাখ্যান করার যুক্তি হিসাবে উল্লেখ করেছেন। এ থেকে চেয়ারে বসার সূত্র বের করা, আবার সেটিকে অনুত্তমে গণ্য করা। আবার ইফার মুফতির আরেকটি (৪নং) শরীয়তসম্মত সহায়ক বাস্তব যুক্তিকে তার বিপরীতে দাঁড় করিয়ে সাংঘর্ষিক পজিশন আবিষ্কার করা, আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, কিয়ামতের আগে কিভাবে, কত সূক্ষ্মভাবে বড় দাজ্জালের আবির্ভাবের পূর্বে ছোট ছোট দাজ্জালরা ধর্ম ও ধর্মের বিধানগুলোকে নিজ নিজ খেয়াল-খুশী মতো বিকৃত করতে সচেষ্ট হবে। এবং ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সর্বসাধারণ মুসলিম উম্মাহর মাঝে বিভক্তির প্রসারে প্রয়াস পাবে।

৩। জনাব কাসেমী চতুর্থ পৃষ্ঠার ৫ম লাইনে বলেছেন– "অনুত্তমকে নাজায়েয প্রমাণ ....."।

(ক) প্রথম কথা হলো, "চোয়ারে বসা অনুত্তম"– তা আপনি কোথায় পেলেন? তার প্রমাণ তো আপনাকে সর্বাগ্রে পেশ করতে হবে। তার পরেই কেবল পরবর্তী ধাপে আপনি অগ্রসর হতে পারেন। আমরা তো ফাতাওয়াদান নীতিমালা ও ইজতিহাদের মূলনীতি (যা ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে) মোতাবেক চেয়ারে বসে নামায আদায়কে না জায়েয/অবৈধ বলেছি এবং দলীল-প্রমাণ দ্বারা তা সাব্যস্ত করে এসেছি।

(খ) সাধারণ বসা ও নামাযের বসাকে একাকার করা এবং নামাযে বসার ক্ষেত্রের (منصوص عليه) বর্ণিত ব্যাপক সুযোগ/পদ্ধতির বাইরে

www.e-ilm.weebly.com

আরও ব্যাপক সুযোগ বের করা একেতো নিষ্প্রয়োজন এবং দ্বিতীয়ত নিজের তরফ থেকে শরীয়তের বর্ণিত বিধানে হস্তক্ষেপের নামান্তর। যার অধিকার শরীয়ত কোনো মুফতিকে দেয়নি। নিষ্প্রয়োজন এ কারণে যে, পুরাতন রোগ হোক বা নতুন জন্ম নেয়া রোগ হোক– কোনো রোগীই এমন হতে পারে না যে, তিনি দাঁড়াতে/বসতে/ শায়িত অবস্থায় থাকতে পারেন না।

(গ) শুধু সর্বোত্তম তিন যুগেই নয়; বরং বিগত ১৪০০ বছরের প্রামাণ্য কোনো সূত্রেই চেয়ারের বৈধতার কথা নেই, ইতিবাচক প্রমাণ নেই। বিমানের প্রসঙ্গ আর একজন রোগীর সালাতের প্রসঙ্গ সমান্তরালে টেনে আনা একটা আজগুবী গবেষণাই বটে! বিমান সেকালে ছিল না বটে কিন্তু একজন রোগীর সালাত আদায়ের অনুপুঙ্খ বিধান ও ব্যাখ্যা (منصوص عليه) বিবৃত হয়েছে কিনা? আপনি তো রোগীর বিস্তারিত বিধান-ব্যাখ্যার নিরীখে বিমানের বিধান বের করতে পারেন! কিন্তু বিমানের উপর কিয়াস করে তো চেয়ারে বসে সালাত আদায় এর বৈধতা আবিষ্কার করতে পারেন না। তাছাড়া আপনার আমার মতো গবেষক মুফতী কি বিগত ১৪০০ বছরে কেউ ছিলেন না? আবার ইজতিহাদ গবেষণার শর্তাদী বা নীতি-মূলনীতি ও বাধ্য-বাধকতা কি এ যুগের মুফতিদের ক্ষেত্রে রহিত হয়ে গেছে? রোগীর সালাতের প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত হুকুম কি খোদ হাদীছ-ফিকহে বের করা নেই? তাহলে আপনি আরও অতিরিক্ত বের করতে কোন্ ওহীর মারফত আদিষ্ট হয়েছেন, সেটি আগে আলেমদের অবহিত করুন, তারপর স্বাধীনভাবে বিধান রচনা করতে পারেন।

৪। জনাব কাসেমী ইফার মুফতির ফাতওয়াটির মধ্যে উপস্থাপিত বিষয় সংশ্লিষ্ট মূল টেক্সট এর পরে সহায়ক বক্তব্য- গুলোকে নিজের মতো করে দলীল সাব্যস্ত করেছেন, তারপর সেগুলোকে সাধারণ পাবলিকের বিবাদ-বিতর্কের আদলে পর্যালোচনার নামে সমালোচনার প্রয়াস পেয়েছেন। অথচ কে না জানে যে, কুরআন-হাদীছের বিষয় হোক বা শরীয়তের কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বিষয়ক বিধান হোক উদাহরণত সুদের বিধান-ব্যাখ্যা, পর্দার, বিধান-ব্যাখ্যা ও সম্পদের উত্তরাধিকার প্রশ্নে সমানাধিকারের বিধান-ব্যাখ্যা নিয়ে গর-আলেম ও এক শ্রেণীর আধুনিক

শিক্ষিত মুসলমান প্রচুর তর্ক-বিতর্ক ও পর্যালোচনার নামে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয় এবং তাদের কাছেও প্রচুর যুক্তি-প্রমাণ (কুরআন-হাদীসেরই এখান থেকে, ওখান থেকে বিভিন্ন প্রসঙ্গ টেনে) থাকে। জনাব কাসেমী একজন বড় মাপের মুফতী (আমাদের পূর্ব-ধারণা মোতাবেক) হয়েও উক্ত সব সাধারণ পাবলিকের অনুরূপ কুরআন, হাদীছ, ইজমা ও কিয়াস, ইজতিহাদ গবেষণার নীতি-মূলনীতি, শর্তাদি সামনে রেখে বিধি মোতাবেক সুনির্দিষ্ট দলীল-প্রমাণ পেশ না করে, নিজের বক্তব্য প্রমাণ করার প্রয়াস না চালিয়ে বরং বিতর্কে লিপ্ত হয়েছেন। বিতর্ক এক জিনিস আর বিধি মোতাবেক কোনো বিষয়- বিধান প্রমাণ করা ভিন্ন জিনিস।

(ক) জনাব কাসেমী যে ধারা অবলম্বনে দলীলগুলো তথ্যসূত্র আকারে পরিশেষে পেশ করেছেন (যদিও তার অধিকাংশ ভুয়া এবং দু'-চারটি প্রাসঙ্গিক হলেও তাতে চেয়ারের নাম-গন্ধও নেই)। সেই একই ধারায় ইফার মুফতী পেশ করেছেন। সুতরাং তিনি সোজা পথে হাটতে অভ্যস্থ হলে, দলীল খুঁজবেন সেখানে। সেসব দলীলের জবাব দিয়ে তারপর তিনি নিজ উদ্দিষ্ট চেয়ারের দলীল পেশ করবেন। এমনটাই তো ছিল বিধি মোতাবেক পদক্ষেপ বা বিধি মোতাবেক গবেষণা।

(খ) খোদ শরীয়ত-এর পক্ষ থেকে কোনো বিধান ও তার পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা প্রদানের পরও তাতে নিজেদের সুবিধা মতো আরও সুবিধা-সুযোগ বের করতে যাওয়া বিধানটিকে বিকৃত করার শামিল এবং শরীয়তকে অসম্পূর্ণ প্রমাণের নামান্তর। যে-কারণে আরও বিকল্প বের করার অধিকার কোনো মুফতিকে দেয়া হয়নি।

প্রিয় পাঠক! একবার চিন্তা করুন! যদি এমন অবাধ সুযোগ (منصوص عليه احكام) সবিস্তারে বর্ণিত বিধানের ক্ষেত্রেও বৈধ রাখা হতো তাহলে তো দুন্ইয়াদার মুফতিরা নিজেদের সুবিধা মতো কমবেশ সবগুলো বিধি-বিধানকে বিকৃত করে ফেলতো।

(গ) "কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হয়েছে, সীমাবদ্ধ করা হয়নি"– (পৃ. ৫) এটা একান্তই আপনার মনগড়া বক্তব্য।

(ঘ) (পৃ-৫) "৩-৪ দলীল ..." এটা ডাহা মিথ্যা ও অবাস্তব বক্তব্য। অথচ সেখানে সরাসরি কেবল ফাতওয়ার কিতাবের বক্তব্য তুলে ধরা

www.e-ilm.weebly.com

হয়েছে সহায়ক যুক্তি হিসাবে। বাকী "চেয়ারে নামায পড়া সঠিক না"– এটাও ইফার মুফতির ব্যক্তিগত মতামত নয়। পূর্বে আলোচিত দলীল-প্রমাণের নিরীখেই তা না-জায়েয। ইফার মুফতী কোথাও চেয়ারে বসে সালাত আদায় 'উত্তম' বা 'অনুত্তম' বললে, কেবল সে ক্ষেত্রে জনাব কাসেমী সেটিকে "সঠিক নয়" বা "না-জায়েয" এর বিপরীতে পেশ করে, বিতর্কে জড়াতে পারতেন। ইফার মুফতী তো তেমন কিছু আদৌ বলেননি। কত বড় জঘন্য প্রতারণা! (اعاذنا الله منها)

(ঙ) (পৃ-৫) "এটি কিয়াসের ক্ষেত্র না বিধায় বাহনের সাথে কেয়াস নিষ্প্রয়োজন। এখানে শরয়ী হুকুম বিদ্যমান রয়েছে"– বেশ ভালো কথা! এটা যেহেতু কিয়াসের ক্ষেত্র নয় (তাঁর মতে) তাহলে অবশ্যই (منصوص علیه) দলীল আছে! সেই দলীলটি পেশ করুন! তা কক্ষণও আপনি পেশ করতে পারবেন না। কারণ বাস্তবে তেমন কোনো দলীল নাই। আবার আপনারই বক্তব্য মতে "এটি কিয়াসের ক্ষেত্রও নয়।" সুতরাং আপনার বক্তব্য মতেই আপনার ইতিবাচক জায়েয মর্মে ফাতওয়া সম্পূর্ণ আপনার মনগড়া!

(চ) (পৃ-৫) "যে কোনো পদ্ধতিতে বসার সুযোগ দেয়া হয়েছে। চেয়ারে বসাও তার একটি।" নামাযের বাইরের যে কোনো রকম বসা আর নামাযের ভেতরের বিশেষ পদ্ধতিতে বসাকে একাকার করার কোনো সুযোগ নেই। আবার রোগীর ক্ষেত্রে সালাতে বসার একাধিক পদ্ধতিকে খোদ শরীয়াত সুনির্দিষ্টভাবে ব্যাখ্যা দিয়ে একদিকে 'আম'কে 'খাস' করে দিয়েছে আরেকদিকে 'ইজমাল' এর 'তাফসীল'-ও করে দিয়েছে। এমতাবস্থায় একজন মুফতির কোনো অধিকার বর্তায় না যে, তিনি নিজের মতো করে আবার সেটিকে ব্যাপক (عام) করে দেবেন অথবা নিজের সুবিধা মতো আরও তাফসীল দিয়ে তাতে চেয়ার ঢুকিয়ে দেবেন।

(৫) (পৃ-৫ ও ৬) : সম্মানিত পাঠক! আমার ফাতওয়াটির শেষ ২ লাইন আবার একটু পড়ে দেখুন, বাক্যগুলো কি? আমার আহ্বান হলো, বাংলাদেশে আমরা যারা ফাতওয়া লিখি, বিষয়টি নিয়ে তাঁরা যেন আরও গভীরে যাওয়ার চেষ্টা করি। সেই বক্তব্যকে বিকৃত করে জনাব কাসেমী মিথ্যা অপবাদ জুড়ে দিয়ে, তা পূর্ববর্তী ফকীহদের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন!

(নাউযুবিল্লাহ) এঁরা হাক্কানী আলেম! এঁরা মহান আল্লাহকে হাজির-নাজির জেনে ফাতওয়া দিয়ে থাকেন? পূর্ববর্তী ফকীহদের থেকে তেমন কোন প্রমাণ পেলে তো তা শতবার সাদরে গ্রহণে আমরাও প্রস্তুত। দোষারোপের তো প্রশ্নই উঠে না। দোষারোপ, প্রতারণা এসব তো জনাব কাসেমীর মতো মুফতিদের জন্যই শোভনীয়। একজন নিরপেক্ষ ও যথাযোগ্য মুফতী যিনি গবেষণা-ইজতিহাদ সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ তিনি ধরতে সক্ষম হবেন যে, জনাব কাসেমী কর্তৃক এ দোষারোপ কি সহীহ?

(খ) (পৃ-৬) "যুগ-জিজ্ঞাসার সমাধান প্রদান প্রত্যেক যুগের বিজ্ঞ ফকীহদের দায়িত্ব"– বেশ ভালো ও বাস্তব কথা! তাই বলে কি একজন মুফতিকে নতুন বিধান-ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষেত্রে বিধানটি নিয়ে গবেষণা-অনুসন্ধানকালীন ইজতিহাদের নিয়ম-নীতি, শর্তাবলী ও বাধ্য-বাধকতাসহ সার্বিক বিষয়ে সজাগ-সতর্ক থাকতে হবে না? কেবল শিক্ষানবীস নবীন ছাত্ররা আদেশ মোতাবেক ভাসা-ভাসা কিছু একটা গুছিয়ে দিলো, আর তাতে আমার সই-স্বাক্ষর দানের মাধ্যমেই গবেষণা হয়ে যায়?

(গ) আর "বিজ্ঞ মুফতী"– সুবহানাল্লাহ! যে মুফতির শরীয়তের মূল দলীলে বর্ণিত বিধানাবলী (احكام منصوص علیه) ও তেমন বর্ণিত নেই-এমন সব (احكام غير منصوص علیه) বিধানাবলীর পার্থক্য-জ্ঞান নেই। ইজতিহাদের অবকাশ কোথায় আছে, আর কোথায় নেই, কোন্ কোন্ বিষয়ে ইজতিহাদ চলে না– এটুকু বুঝেন না; তেমন মুফতিরা 'বিজ্ঞ' বলে গণ্য হন কিভাবে? আমি নিজে নিজে 'ফকীহুল উম্মত' হলে তো হবে না। জ্ঞান-গবেষণা দ্বারা তা প্রমাণ করতে হবে এবং অপরাপর মুফতি আলেমগণের তা সত্যায়ন করলেও হবে না; বরং যাঁকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে ফাতওয়া-ফারাইজের দায়িত্ব পালন করা হয় তাঁর দরবারে কবূল হতে হবে।

(৬) (পৃ-৬) "তাই তো সেটি উত্তম বলে বিবেচিত হচ্ছে"। অর্থাৎ চেয়ারে না বসা– এমনটি জনাব কাসেমী গবেষণার কোন্ দলীল বা কোন সূত্র থেকে বের করলেন? যেহেতু প্রামাণ্য কোনো হাদীছ-ফিকাহ-তাফসীরের কিতাবে এমনটি নেই; তাই তিনি নিজ গবেষণা দ্বারাই তা বের করেছেন মর্মে আমরা ধরে নিলাম। ফিকাহ বিষয়ক গবেষক মুফতিগণ

www.e-ilm.weebly.com

জানেন যে, 'মুস্তাহাব', 'মান্দুব' ও হাদীছ-দলীলে বর্ণিত 'নফল' আমল-গুলোকে সাধারণত 'উত্তম' বলা হয়। আর এমন নূন্যতম পর্যায়ের উত্তম বিষয়াদিরও দলীল থাকতে হয়। তাছাড়া বিধান মোতাবেক এসব উত্তম কাজ একজন সুস্থ্য ব্যক্তিও পরিহার করলে পাপ হয় না। পক্ষান্তরে একজন রোগীর ক্ষেত্রে শুধু 'উত্তম' বা মুস্তাহাবই নয়; বরং ফরয কিয়ামও ফরয থাকে না, ক্ষমাযোগ্য, ছাড়যোগ্য হয়ে যায়।

সুতরাং প্রশ্ন উঠে,

(ক) দয়াল নবীজী (স.) এমন অন্তিম রোগাক্রান্ত অবস্থায়ও চেয়ারে বসলেন না কেন? যা কেবল অনুত্তমের (কাসেমীর দাবী মতে) খিলাফ হতো, যে-অনুত্তমে একজন সুস্থ্য ব্যক্তিরও পাপ হয় না।

(খ) প্রিয়নবী (স.) রোগের কারণে ফরয দাড়ানো পরিহার করলেন, ... চেয়ারে বসে মোস্তাহাবের খেলাফ করলেন না? আর সেই কঠিন অবস্থায় ফ্লোরে না বসে যদি চেয়ারে একটু হেলান দিয়ে বসতেন তবুও তো একটু কম কষ্ট হতো এবং সামান্য হলেও আরামবোধ করতে পারতেন?

(গ) সবচেয়ে বড় কথা, উম্মতের ভবিষ্যত দিক-নির্দেশনার প্রয়োজনে, ঠেকা-অপারগতার প্রশ্নে, নূন্যতম বৈধতা প্রমাণের প্রয়োজনে, সাধারণভাবে বৈধ নয় বা সুন্নাত না হওয়া সত্ত্বেও কোনো কোনো কাজ যেমন দাঁড়িয়ে পেশাব করার হাদীছের ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিসীন হযরাত বলে থাকেন। তেমন প্রয়োজনেও তো প্রিয়নবী (স.) ওইদিন বা অন্য কোনো দিন একবারের জন্য হলেও সালাত আদায়কালীন চেয়ারে বসতে পারতেন? এসব বাস্ত বতাই প্রমাণ করে যে, নামাযের বাইরে স্বাধীন ও সাধারণভাবে চেয়ারে বসা ও সালাতের মধ্যে চেয়ারে বসা প্রশ্নে বিরাট পার্থক্য আছে। নতুবা রোগের কারণে যেখানে ফরয কিয়াম ত্যাগ করলেন সেখানে চেয়ারে বসে সামান্য উত্তম বা মুস্তাহাব ত্যাগ করলেন না কেন? যার মাধ্যমে ১৪০০ বছর পরে হলেও আমরা বিষয়টির নূন্যতম বৈধতার একটা সূত্র/প্রমাণ পেয়ে যেতাম?

মোটকথা উক্তসব বাস্তবতাই একজন গবেষক ফকীহ এর জন্য দলীল যে, সুস্থ্য মুসুল্লী হোক বা অসুস্থ রোগীই হোক, মৌলিক বিবেচনাতেই

সালাত আদায়কালীন চেয়ারে বসার বৈধতা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তা ছাড়া, নামাযের হাকীকত-বৈশিষ্ট্য; মহান আল্লাহর সামনে হাজিরাদানের দর্শন, বিনয়-কাকুতি-মিনতির দর্শন, মসজিদ তথা মহান আল্লাহর ঘরের আদব-সম্মান রক্ষার দর্শন, অমুসলিমদের উপাসনা ও গীর্জার সঙ্গে 'তাশাব্বুহ' বা সাদৃশ্য (যা কিনা হারাম) এর দর্শনের মতো বহুবিধ কারণ ও বিবেচনায় "চেয়ারে বসে নামায আদায়"– শরীয়তের সহীহ জ্ঞান-গবেষণার মাপকাঠিতেই মৌলিকভাবেই জায়েয হওয়ার অবকাশ নেই। এক্ষেত্রে ইফার মুফতির বা অন্য কোনো মুফতির ব্যক্তিগত মতামতের সুযোগ বা বিধি-বহির্ভুত গবেষণার বৈধতা থাকতে পারে না।

অনুচ্ছেদ- ৫ : মুফতী মিজানুর রহমান সাঈদ ও ইতিবাচক ফাতওয়া প্রসঙ্গ

প্রসঙ্গ কথা ঃ ১। মুফতী মিজানুর রহমান সাঈদ এর 'আহকামে সালাত' গ্রন্থটির ১৪০-১৭১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত অংশটি 'চেয়ারে বসে নামায' বিষয়ে সংকলিত হয়েছে। তিনি এই ৩১ পৃষ্ঠাব্যাপী অনেকগুলো উপ-শিরোনামে বিষয়টি আলোচনা করেছেন। আমার অত্র লেখাটি/বইটি অনেক বড় হয়ে যাবে ভয়ে তাঁর সবগুলো বিষয় হুবহু তুলে ধরে পর্যালোচনা করতে পারলাম না। তাই যে বিষয়গুলো শরীয়তের মাপকাঠিতে আমাদের স্বল্প জ্ঞান-বিবেচনায় সঠিক বা বেঠিক মনে হয়েছে কেবল তা ইনশাআল্লাহ তুলে ধরবো। বাকী সিদ্ধান্ত সম্মানিত পাঠকদের সমীপে ন্যাস্ত থাকবে।

২। উস্তাদ মিজানুর রহমান সাঈদ নিজের মতো করে নিজেদের শায়খ-উস্তাদদের অসুস্থাবস্থার কর্মপন্থা চেয়ারে বসে সালাত আদায়ের বাস্ত বতাকে বৈধ সীমার ভেতরে রয়েছে এমনটি প্রমাণ করার নিমিত্তে সেভাবেই এগিয়ে গেছেন। অনেকটা তারই সার-সংক্ষেপরূপে জায়েয, না-জায়েয বা উত্তম-অনুত্তম শ্রেণীবিন্যাস করেছেন জনাব মুফতী এনামুল হক কাসেমী, যার হাল-হাকীকত ইতিপূর্বে পাঠকদের খেদমতে পেশ করেছি। তবে জনাব কাসেমীর অনুরূপ মুফতী মিজানুর রহমান সাঈদ তাঁর মূল লেখায় কারও সমালোচনা বা প্রতিপক্ষ বিবেচনায় ঝগড়া-বিতর্কের দৃষ্টিভঙ্গির বহিপ্রকাশ ঘটাননি। এটুকুর জন্য তাঁকে অনেক ধন্যবাদ।

www.e-ilm.weebly.com

৩। ইফার মুফতির ফাতওয়াটির মূল বক্তব্যে একজন রোগীর সালাত আদায় সংক্রান্ত যে 'মূল নুসূস' সংক্ষিপ্তাকারে আলোচিত হয়েছে, তারই অনুকূলের অনেকটা বিস্তারিত দলীলগুলো তিনি উল্লেখ করেছেন একটু ব্যাপক পরিসরে। তার ফাঁকে ফাঁকে তিনি চেয়ারের বিষয়টি মাথায় রেখে সুযোগমত "জায়েয-উত্তম-অনুত্তম বা না-জায়েয" বাক্যগুলোর তাতে অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন। যদিও মূল নুসূসে আদৌ চেয়ারের কোনো প্রসঙ্গই নেই। তবে আমাদের সকলের উস্তাদ মান্যবর হযরত আল্লামা শায়খ তকী উসমানী (দা. বা.)-এর সামনে যেভাবে প্রসঙ্গটি উপস্থাপিত হয়েছে এবং একইভাবে প্রচলিত রেওয়াজ মোতাবেক অপরাপর ফাতওয়াখানাগুলোতে যেসব প্রশ্ন আসে সেভাবে সাম্প্রতিক সময়ের বিভিন্ন সূত্রে প্রকাশিত বই-পুস্তকেও চেয়ারের প্রসঙ্গটি স্থান পেয়েছে। কেউ নেতিবাচক দিকটিতে জোর দিয়েছেন, কেউ বা নেতিবাচকের পাশাপাশি আংশিক ইতিবাচকেরও সুযোগ রেখেছেন নিজেদের ফাতওয়ায় বা উপস্থাপনায়। অর্থাৎ ঘুরে-ফিরে এরাই একে-অন্যকে অনুসরণ করে সাম্প্রতিক সময়ে চেয়ারে বসে নামায পড়ার বিষয়টি ও তার বৈধতা জুড়ে দিয়েছেন। অথচ বিগত ১৪০০ বছরের প্রামাণ্য কোনো সূত্র থেকে, গবেষণা থেকে বা 'উরফ'– তা'আমুল থেকে তার প্রমাণ অনুপস্থিত।

৪। যে ২/১ জন পীর-মাশায়েখের ওযর অবস্থার কর্মপন্থা, চেয়ারে বসে নামায পড়ার সূত্র ধরে বিষয়টির উৎপত্তি বা ফাতওয়া চাওয়া ও ফাতওয়াদানে বিতর্ক হচ্ছে, তাঁরা আমাদেরও পীর ও উস্তাদতুল্য এবং শতবার মান্যযোগ্য। একইভাবে শায়খ আল্লামা তকী উসমানী যাঁর আধুনিক বিষয়াদির গবেষণাসহ সবরকম গবেষণাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে সর্বত্র ও সর্বাগ্রে অনুসরণ করি। কিন্তু তাই বলে কুরআন-সুন্নাহর মূল দলীল ও গবেষণা মূলনীতির আলোকে ২/১টি বিষয় সঠিক বিবেচিত না হলে তাতে দ্বিমত করার অবকাশ তো আছেই, এমনকি সেটি একজন মুফতির পেশাগত ও ঈমানী দায়িত্বও বটে। কিন্তু জনাব কাসেমী ও মুফতী মিজান সাহেবরা বর্তমানের মধ্যেই সীমীত থাকা নিরাপদ ভাবছেন। আবার ঢাল বানাচ্ছেন ইতোপূর্বেকার প্রামাণ্য গ্রন্থগুলোর ২/৪টি এমন উদ্ধৃতি পেশ করে, যার সম্পর্ক চেয়ারের সঙ্গে আদৌ নেই।

৫। মুফতী মিজানুর রহমান সাঈদ এর চেয়ার সংক্রান্ত লেখা বিভিন্ন সূত্রে ইতোপূর্বেও আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। তবে এবার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এক সঙ্গে পাঠ করে অতিরিক্ত উপকৃত হয়েছি এবং তাঁর উপস্থাপনের মধ্যেই সরাসরি ইফার মুফতির ফাতওয়ার পক্ষে একটা শক্ত 'নজীর' পেয়েছি। এজন্য তাঁকে পুনঃধন্যবাদ।

তিনি পুস্তকটির ১৬৬ পৃষ্ঠায় 'আল-জাওহারাতুন-নাইয়্যেরা' থেকে উদ্ধৃত করেছেন–

ولو صلى على الدكان وادلى رجليه عن الدكان عند السجود لا يجوز وكذا على السرير اذا ادلى رجليه عنه لايجوز - ج: ١ ص: ١٤٣)

"আর যদি কেউ দোকানের উপর নামায পড়ে এবং সিজদার সময় দু'পা দোকান হতে ঝুলিয়ে রাখে, তাহলে তা জায়েয হবে না। এমনিভাবে খাটের উপর থেকে দু'পা ঝুলিয়ে রাখলেও তা না-জায়েয বিবেচিত হবে।" -(খ-১, পৃ-১৪৩)

সম্মানিত পাঠক! আপনারাই বিবেচনা করুন, দোকানের উপরে বসে পাঁ ঝুলিয়ে, একইভাবে খাটের উপরে বসে পা ঝুলিয়ে নামায পড়া অনেকটাই চেয়ারে বসে পা ঝুলিয়ে নামায আদায়ের নামান্তর। এমতাবস্থায় এ দলীলটা সম্পূর্ণ চেয়ারে বসে নামাযের বিরুদ্ধে প্রমাণিত হচ্ছে। অথচ তিনি এর (مفهوم مخالف) 'বিপরীত ভাবার্থ'কে প্রমাণ ধরে নিয়ে চেয়ারের বৈধতা বের করছেন (?)। যে 'বিপরীত ভাবার্থ' বা (مفهوم مخالف) শাফেয়ীগণের কাছে প্রামাণ্য হয়ে থাকে, হানাফীগণের কাছে প্রামাণ্য হয় না। আজব গবেষণাই বটে!

উল্লেখ্য, উক্ত আলোচনা থেকে আরেকটি বিষয় অর্থাৎ কেউ কেউ এ মর্মে বিতর্ক জুড়ে দেন যে, চেয়ারের উঁচুতে বসা খাট-পালং-এর উপর উঁচুতে বসা, নিচে মেঝেতে বসা, সবই সমান কথা (?); এমন বিতর্কের সুযোগ নেই। কারণ মেঝেতে বসা, আর পা না ঝুলিয়ে খাট-পালং-এ বসা এবং বহুতল বিশিষ্ট বিল্ডিং বা মসজিদের উপরে দো-তলা বা তিন তলায় উচুতে বসা সমান কথা হলেও, চেয়ারে পাঁ ঝুলিয়ে বসা সমান কথা নয়। কেননা, এ ক্ষেত্রে বে-আদবীর প্রশ্ন আছে এবং প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে হেলান দেয়ার প্রশ্ন আছে।

www.e-ilm.weebly.com

৬। (পৃ-১৩৯-১৫১): এ পৃষ্ঠাগুলোতে জনাব মুফতী মিজান সক্ষম-অক্ষম তথা ওযর বিষয়াদির আলোচনা করেছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে দ্বিমতের কিছু নেই। কারণ, এখানে তিনি চেয়ারের কোনো প্রসঙ্গের অনুপ্রবেশ ঘটাননি।

৭। (পৃ- ১৫২-১৬৬) তারপর ১৫২ পৃ. থেকে তিনি মূলনীতির নামে সূরা বাকারার ২৮৬ নং আয়াত এবং সূরা নূর এর ৬১নং আয়াত দ্বারা 'মা'যূর' বিষয়ক প্রসঙ্গ টেনে, বিভিন্ন হাদীস ও ফাতওয়ার কিতাবের উদ্ধৃতি পেশ করে (যে-গুলোতে আদৌ চেয়ারের কথা নেই) নিজের মতো করে কোথাও চেয়ারে বসা জায়েয, অনুত্তম বা না-জায়েয মর্মে বাংলা ইবারত জুড়ে দিয়েছেন। অথচ কে না জানে যে, পবিত্র কুরআনের আয়াতের তাফসীর/ব্যাখ্যাই তো হচ্ছে হাদীছ। আর সেই হাদীছেই ওযরের বাস্তব ব্যাখ্যা দিয়ে খোদ প্রিয়নবী (স.) একজন মা'যূর ব্যক্তিকে দাঁড়িয়ে/ বসে/ শুয়ে সুবিধা মতো সালাত আদায়ের বিধান ও সুযোগ প্রদান করেছেন। ফ্লোরে বসে সালাত আদায়ের ক্ষেত্রেও বিশেষ কায়দায় না পারলে সুবিধা মতো কায়দায় বসারও ছাড় দেয়া হয়েছে। চেয়ারে বসাও যদি ফ্লোরে বসারূপে গণ্য হতো তাহলে তা-ও খোদ মহানবী (স.) বলে যেতেন বা একবারের জন্য হলেও নিজে বসে তার প্রমাণ রেখে যেতেন। অথবা পরবর্তী ১৪০০ বছরের সাহাবা / তাবেয়ী / গবেষক ইমামগণ বা প্রামাণ্য গ্রন্থাদির গ্রন্থকারগণ অবশ্যই উল্লেখ করতেন। সুতরাং আমাদের অনুরূপ এ যুগের মুফতিদের খোদ মহানবী (স.)-এর প্রদত্ত ব্যাখ্যাকে অসম্পূর্ণ প্রমাণ করে তাতে চেয়ার ঢুকিয়ে দেয়া প্রশ্নে ভয় করা উচিত বলে মনে করি।

এ ছাড়া, ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, كيف شاء বাক্যাংশ প্রিয়নবীর (স.) হাদীছের অংশ নয়; তা বরং ফকীহগণ জুড়ে দিয়েছেন এবং তার সম্পর্ক বর্ণিত (منصوص عليه) একাধিক সুযোগের সঙ্গে। তার বাইরের নিজেদের পছন্দ মতো অতিরিক্ত সুযোগের সঙ্গে নয়।

(খ) ফিকাহ-ফাতাওয়ার মূল উদ্ধৃতিগুলোতে আদৌ চেয়ারে বসার বৈধতার কথা না থাকা সত্ত্বেও সেগুলোর ফাঁকে ফাঁকে চেয়ার ঢুকিয়ে দেয়াতে একজন সাধারণ পাঠক ভাবতে পারেন, বোধ হয় এসব জায়েয বা

অনুত্তমের কথা উক্ত সব গ্রন্থাদিতে অবশ্যই আছে। তাহলে তা ইফার মুফতি বা অন্যরা বলেন না কেন? এর জবাবে সাধারণ পাঠকদের বলার কিছু নেই; কিন্তু যারা আরবী ভাষা বুঝেন, তাঁদের কাছে অনুরোধ, আপনারা উদ্ধৃতিগুলো মিলিয়ে দেখুন।

(গ) ২/১টি কারণ বা যুক্তির প্রেক্ষিতে যদি একটি বিষয় বা বিধানকে নূন্যতম জায়েয/মুস্তাহাব প্রমাণ করতে গেলে সেটির বিপরীতে যদি দেখা যায় আরও অনেকগুলো সমস্যার জন্ম হচ্ছে বা নেতিবাচক আরও কারণ ও যুক্তি বিদ্যমান। তাহলে একজন মুফতী বিশেষ উদ্দেশ্য ব্যতীত তা প্রমাণে এগিয়ে যেতে পারেন না। উদাহরণত, জনাব মুফতী মিজান এর লেখার (১৫৪-১৫৫) ১৫৪ পৃষ্ঠার শেষ লাইনে তিনি নিজেই স্বীকারোক্তি দিচ্ছেন– (১) "শরীয়ত জমিনে বসেই নামায আদায় করার নির্দেশ দিয়েছে। হাদীছ দ্বারা এটাই প্রমাণিত এবং এটাই সুন্নাত তরীকা।" (২) "কাতার সোজা করার অসুবিধা"; (৩) "মসজিদগুলোকে ইহুদী-খ্রিস্টানদের গীর্জার সাদৃশ মনে হয় ... শরীয়ত কঠিনভাবে বারণ করেছে", (৪) "ফ্লোরে বসে নামায আদায়ের মধ্যে এ বিনয় .... পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পায়", (৫) "মসজিদের মর্যাদা ও আদব পরিপন্থী"– ইত্যাদি কঠোর নেতিবাচক বাস্তবতা এবং তা বোঝার পরও; আবার কিভাবে তা জায়েয মর্মে ফাতওয়া জারী করছেন? মহান আল্লাহই ভালো জানেন! (يا للعجب!)

৮। মুফতী সাহেব ১৬৫ পৃষ্ঠার শুরুতে শিরোনাম দিয়েছেন, "মা'যূর জমিনে বা চেয়ারে বসে নামায পড়া সম্পর্কীয় প্রমাণাদি"– অথচ উদ্ধৃত পাঁচটি হাদীছ-ফিকাহর টেক্সট-এ আদৌ চেয়ারের কোনো প্রসঙ্গই নাই। বৈধতা-অবৈধতা তো পরের কথা। অনুগ্রহপূর্বক মিলিয়ে দেখতে পারেন। তারপর আবার চেয়ারের পা কিভাবে কোথায় রাখবে তা-ও মনগড়া উল্লেখ করেছেন। উর্দু ভাষার একটি প্রবাদ বা পঙক্তি মনে পড়ছে–

ستم میں ستم جو ستم ہی نہیں ہے

৯। অবশ্য মুফতী সাহেব শেষের দিকে দু'টি সুন্দর বিষয় উল্লেখ করেছেন। তার একটি হচ্ছে, "অক্ষম ব্যক্তির জামাতে নামায পড়ার শরয়ী বিধান"। এর ১নং মাসয়ালায় তিনি বলেছেন–

www.e-ilm.weebly.com

"জামাতে নামায পড়ার কারণে যদি কোন রুকন বা শর্ত ইত্যাদি ছুটে যায়, তাহলে তার জন্য জামাত ত্যাগ করে একাকী নামায পড়া জরুরী। উক্ত মূলনীতির আলোকে বলা যায় যে, যদি কোন ব্যক্তি মসজিদে এসে জামাতে নামায পড়লে দাঁড়াতে অক্ষম হয় বা দাঁড়াতে পারলেও রুকু-সিজদায় অপারগ; কিন্তু একাকী পড়লে সে সবগুলো আদায় করতে পারে; তাহলে তার জন্য জামাতে নামায পড়া বৈধ হবে না।" (পৃ- ১৬৭)

এটি অত্যন্ত বাস্তব ও যুগোপযোগী। এটি অনুসরণে মসজিদে চেয়ার নিয়ে টানাটানি এবং অজুহাতের পীড়াপীড়ির অর্ধেক এমনিতেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

১০। দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে 'উপসংহার'। আর এ 'উপসংহার'-এর শুরুরদিকের বক্তব্য আমার পূর্বে আলোচিত "অনুচ্ছেদ: আরও কয়েকটি মূলনীতি"তে আলোকপাত করা হয়েছে। বাকী উপসংহারের শেষাংশের বক্তব্য–

"নতুবা সামান্য অসুস্থতায় চেয়ার ইত্যাদিতে বসে নামায পড়ার প্রবণতা খুবই দুঃখজনক। যা বর্তমানে বিভিন্ন স্থানেই দেখা যায়।"– এ বাস্তবতা মুফতী মিজান সাহেবগণ বুঝতে পেরেছেন বিধায়, পরিশেষে হলেও তাঁদের আবারও ধন্যবাদ।

কিন্তু এখন বুঝে কী হবে? আপনাদের ইতিবাচক ফাতওয়া জারীর দোহাই দিয়েই তো বিভিন্ন মসজিদের ইমাম / খতীব / মোয়াযযিন / খাদেমগণের সঙ্গে বিবাদ-বিতর্কে জড়িয়ে, এঁদেরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে এক শ্রেণীর সুস্থ-সবল মুসুল্লিরা পর্যায়ক্রমে মসজিদগুলোকে 'চেয়ার সেন্টার' বানিয়ে ফেলছেন। প্রাসঙ্গিকভাবে কোনো সৎ ও নিরীহ মুসুল্লী সংশ্লিষ্টদের দুর্বিনীত হাবভাব দেখে চেয়ারের বিপক্ষে কিছু বললেই তারা পাল্টা জবাব দিয়ে বসে, "তুমি কি জানো? দেশের সবচেয়ে বড় ফাতাওয়া প্রতিষ্ঠান থেকে অমুক অমুক মুফতী "চেয়ারে বসে নির্দ্বিধায় নামায আদায় জায়েয" বলে ফাতওয়া দিয়েছেন।"– এমন অনেক সংবাদ বক্তব্য ও অভিযোগ আমাদের কাছে এসেছে। ভাগ্যিস যে, আমরা কিতাব-পত্র ঘাটাঘাটির পাশাপাশি বাস্তব পরিস্থিতির খোঁজ-অনুসন্ধান করেই নেতিবাচক ফাতওয়া ইস্যু করেছি। বাকী দেশের বিজ্ঞ ওলামা ও মুফতী সাহেবান

'সহীহ' 'গাইরে সহীহ' এর তুলনা করবেন। বাস্তব অবস্থার নিরীখে মুফতী মিজান এর দীর্ঘ লেখার পর্যালোচনার শেষান্তে সকলের জানা একটি ফার্সী পঙক্তি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি–

در میان قعر دریا تختہ بندم کردائی * بعد می گوئی کہ دامن تر مکن ہوشیار باش

"আমাকে সমুদ্রের তলদেশে কাঠচাপা দিয়ে বন্দী করে রেখে,
পরে আপনি নসীহত করছেন, জামা যেন না ভেজে সাবধান! রে!"

অনুচ্ছেদ (৬) : উপাধ্যক্ষ মাওলানা আবুল কাশেম মোহাম্মদ ফজলুল হক ও ইতিবাচক অভিমত প্রসঙ্গ

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আলোচ্য বিষয়টিতে আমার ইতোপূর্বের উপস্থাপন এবং জনাব মুফতী এনামুল হক কাসেমী ও জনাব মুফতী মিজানুর রহমান সাঈদ এর প্রাপ্ত অভিমত দু'টির এপিঠ-ওপিঠ নিয়ে যে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে তা আপনারা যারা মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করেছেন তাঁদের খেদমতে "চেয়ারে বসে নামায পড়া" বিষয়টি নিরপেক্ষভাবে বোঝা ও বিবেচনা করার সুবিধার্থে, পক্ষের বা বিপক্ষের আর কোনো অভিমত উপস্থাপন এবং তা সমর্থন বা নাকচ করার প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকে না। তারপরও অভিমতটি সম্পর্কে কিছু না লিখলে সাধারণ পাঠকদের তৃষ্ণা বাকী থেকে যাবে। যদিও আহলে-ইলমগণের তৃষ্ণা মেটার জন্যে আমার পূর্বেকার প্রাসঙ্গিক কথাগুলোই যথেষ্ট হবে বলে মহান আল্লাহর দরবারে আশাবাদী।

১। মাওলানা আবুল কাশেম মোহাম্মদ ফজলুল হক এর অভিমতটি পাঠ করে প্রথম ধাক্কাতেই মহান আল্লাহ আমার মনসপটে ২টি বিষয় জাগ্রত করিয়ে দিয়েছেন। যার একটি হলো –

(ক) "শরীয়ত বিরোধী প্রবৃত্তিও এক প্রকার মূর্তি যার পূজা করা হয়"– আল্লামা কুরতুবী (রহ.)-এর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) সূত্রে উদ্ধৃত এই তাফসীরটি পবিত্র কুরআনের সূরা আল-ফুরকান এর ৪৩নং আয়াতের অধীনে উল্লেখ করা হয়েছে (তাফসীর মা'আরিফুল কুরআন : পৃ. ৯৬০-৯৬১; সৌদী ছাপা)। একইভাবে সূরা আল-জাসিয়া এর ২৩নং আয়াতের

www.e-ilm.weebly.com

অধীনে উক্ত তাফসীরে সাহাবী হযরত আবূ উমামা (রা.) সূত্রে মহানবী (স.)-এর বাণী– "আল্লাহর কাছে সর্বাধিক গর্হিত উপাস্য হচ্ছে খেয়াল-খুশী"। হযরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ তস্তরী (রহ.) বলেন, খেয়াল-খুশীই তোমাদের রোগ। তবে যদি খেয়াল-খুশীর বিরোধিতা কর, তবে এ রোগই তোমাদের প্রতিষেধক।" (কুরতুবীঃ প্রগুক্ত ১২৪৪ পৃ.)

'ইখতিলাফে উম্মত আওর সিরাতে মুস্তাকীম' গ্রন্থে মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানী একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন যার ভাবার্থ এমন যে, পাগলা কুকুরে দংশন করলে যেমন তার বিষক্রিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির রগে-রেশায় ছড়িয়ে পড়ে ঠিক তেমনি মানুষ যখন নিজ উদ্দিষ্ট চাহিদা তথা খাহেশ মোতাবেক পথ চলতে চায় তখন তার অবস্থাও এই পাগলা কুকুরে দংশিত ব্যক্তির অনুরূপ হয়ে যায়।

(খ) উক্ত প্রসঙ্গগুলো আমি কেন টানলাম? তার জবাবে আমি নিজেকে দিয়েই উদাহরণ দেই। যেমন আমাকে কেউ চেয়ারে নামায পড়া বিষয়ে প্রশ্ন করলে আমি তাহ্কীক ছাড়াই উত্তরে বললাম, হ্যাঁ তা জায়েয আছে। অথবা আবেদনের বিপরীতে লিখিত ফাতওয়া ইস্যূ করলাম। এমতাবস্থায় অন্য মুফতিরা তা জায়েয নয় মর্মে ফাতওয়া দিলে, তখন আমার মধ্যে যদি মহান আল্লাহর ভয় ও তাঁর দরবারে লজ্জিত হওয়ার তুলনায় মানুষের ভয় ও লাজ-লজ্জাকে প্রাধান্যদানের অভ্যাস থাকে। অথবা দলাদলি প্রবণতায় আমরা যাকে বা যাদেরকে প্রতিপক্ষ স্থির করে রাখি তার ভালোকিছু করলে বা বললে সেটিকেও আমরা বক্র চোখে দেখি এবং বিরোধিতা করতে অভ্যস্থ হয়ে পড়ি। অর্থাৎ যারা খেয়াল-খুশী ও প্রবৃত্তিকে মাপকাঠি স্থির করি তাঁরা বিরোধপূর্ণ কোনো ব্যাপারে যতটা না আসল বিষয়টি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে চিন্তা করি তার চেয়ে বেশী চিন্তা করি প্রতিপক্ষকে ঘায়েল ও হেস্ত নেস্ত করার। সুধি পাঠক! আলোচ্য অভিমতটি ও আমার পূর্বোক্ত লেখাটুকু মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করলে আমার উপরের বক্তব্যের যথার্থতা নিরূপণ করতে পারবেন।

(গ) অথচ মুফতিগণ জানেন যে, ফাতওয়াদান সংক্রান্ত নীতিমালায় বলা আছে যে, একজন মুফতীর যোগ্যতা-অযোগ্যতা নির্ণয় ও নিয়োগ বাতিল-বহাল প্রশ্নে মাপকাঠি হলো, তিনি যদি প্রতি ১০টি ফাতওয়ার মধ্যে

৮টি সহীহভাবে লিখতে পারেন আর ২টি ভুল করেন, তবুও তাঁকে যোগ্য মুফতির কাতারে গণ্য করা হবে। সুতরাং আমার ২/১টি ফাতওয়া ভুল হলেও, তাতে আমার হীনমন্য হবার বা লুকোচুরি খেলার অথবা কারও অনুসন্ধান যথার্থ হলে সেটি মেনে নিতে কুণ্ঠিত হবার কি আছে? ভুল তো মানুষেই করে। ভুল তো তাঁরাই করতে পারেন যাঁরা কাজ করেন। যাদের কাজ নেই তাদের ভুলও নেই।

(ঘ) দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে সাহাবী হযরত ওয়াবেসা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি। যাতে দু'রকম বিরোধপূর্ণ মতামত প্রদান করা হয় অথবা প্রবৃত্তি তাড়িত হয়ে চাপাবাজির জোরে হককে না-হক কিংবা না-হককে হক প্রমাণিত করার প্রচেষ্টা হওয়াতে সাধারণ মুসলিম জনগণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে হাদীছটিতে প্রিয়নবী (স.)-এর দিক-নির্দেশনা মূলক ভাষ্য রয়েছে মর্মে আলেমগণ বলে থাকেন। যেমন–

جئت تسئل عن البر والاثم؟ قال نعم..... وقال استفتِ نَفْسَكَ، استفتِ قَلْبَكَ ثلثًا الخ

"তুমি পাপ-পূণ্য/সঠিক-বেঠিক নির্ণয় প্রশ্নে এসেছো? তিনি জবাবে বললেন, জি হ্যাঁ। ..... প্রিয়নবী (স.) বললেন, তোমার মন-বিবেককে ফাতওয়া জিজ্ঞাসা করো, তোমার অন্তরকে ফাতওয়া জিজ্ঞাসা করো, তিনবার ...।" অর্থাৎ আমরা জোর খাটিয়ে রসি টানাটানিতে লিপ্ত হলেও সাধারণ পাঠকগণ কিন্তু বাস্তবতার নিরীখে সঠিক ফাতওয়াটি চিহ্নিত করতে আশা করি ভুল করবে না।

২। এ পর্যায়ে জনাব ফযলুল হক সাহেবের অভিমতের বক্তব্যের প্রতি আলোকপাত করি :-

(ক) তিনি অভিমতটির প্রথম পৃষ্ঠার শুরুতেই বলেছেন, "ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মুফতি মোঃ আব্দুল্লাহ গং নামে চেয়ারে বসে নামায পড়া না পড়া বিষয়ক ফাতাওয়াটি ইসলামী শরীয়তের আলোকে সঠিক হয়নি।" আমাদের জবাব হলো, ইফার ফাতওয়াটি ফাতওয়াদান নীতিমালা মোতাবেক শরীয়াতের ইজতিহাদ-গবেষণার মাপকাঠিতে, সার্বিক বিবেচনা মোতাবেক শতভাগ সহীহ ও যথার্থ। বাকী পাঠক গবেষকগণ নিজেদের জ্ঞান-বিবেচনা মোতাবেক সিদ্ধান্ত নেবেন।

www.e-ilm.weebly.com

(খ) একই পৃষ্ঠায় জনাব ফজলুল হক সাহেব বলেন, "নির্দিষ্ট প্রকারের অসুস্থ ব্যক্তিদের জন্য চেয়ারে বসে নামায আদায় করা ইসলামী শরীয়তে বৈধ।" অথচ এখানে যেমন তিনি কোনো দলীল পেশ করেননি তেমনি পরবর্তী কোথাও তিনি তার স্বপক্ষে কোনো হাদীস/ফিকাহর উদ্ধৃতি এমনকি কোন নজীর/ইজমা/কিয়াস-প্রমাণ দিতে পারেননি। কেবল সেই পুর্বের বিষয়গুলো অর্থাৎ বসে নামায, অসুস্থতার পরিমাণ, ইশারায় রুকু সিজদা, কপালে বা নাকে ক্ষত থাকা, বসে কিভাবে নামায পড়া হবে? – বিষয়গুলো আলোচনা করেছেন। এতে আমাদের বিগত পৃষ্ঠাগুলোতে যা আলোচিত হয়েছে তার বাইরে নতুন কিছু আসেনি।

(গ) (পৃ. ৫-৬) : অত্র ৫ম পৃষ্ঠার শুরুতে তাঁর বক্তব্য হচ্ছে– "বিশেষ কোনো প্রকারের ক্ষেত্রে অবৈধ বলা হলে তার জন্য সুনির্দিষ্ট দলীল লাগবে।" কি আজব দাবী? নিজে যা বলবেন তা প্রমাণের সপক্ষে দলীল লাগবে না, না-জায়েয বলতে গেলে শুধু দলীল লাগবে? প্রিয় পাঠক! দলীল কোথায় লাগবে এবং দলীল পেশ করা, কোথায় কার দায়িত্ব? তা আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করে এসেছি।

(ঘ) পঞ্চম পৃষ্ঠার শেষের দিকে তিনি শিরোনাম করেছেন– "চেয়ার সদৃশ উঁচু কোন বস্তুর উপরে বসে নামায আদায় করার অকাট্য দলীল"– জনাব ফজলুল হক সাহেব চেয়ারে বসে নামায আদায়ের কোনো সরাসরি দলীল-প্রমাণ বা নজীর-প্রমাণ বা ইজমা, কিয়াস-ইজতিহাদ, নীতি-মূলনীতি কিছুই পেশ করতে না পেরে পরিশেষে শরীয়তের এমন সুস্পষ্ট, অকাট্য ও বিস্তারিত (احكام منصوص عليه) বিধানটির সংশ্লিষ্ট ফিকহি ভাষ্যের "দাঁড়ানো অবস্থায় ঠেস লাগানো বা বসাবস্থায় ঠেস বা হেলান দেওয়া" শব্দের শুধু গভীরে নয়, একদম পাতালপুরিতে ডুব দিয়ে সেখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছেন : 'ইত্তেকা' বা ঠেস লাগানোর মধ্যে সাধারণ হেলান বা ঠেস-এর অর্থ ছাড়াও একটু উঁচুতে বসার অর্থও আছে। আবার সেই উঁচুর মধ্যে চেয়ারও অন্তর্ভুক্ত আছে। সোবহানাল্লাহ!

প্রিয় পাঠক! এটা কোনো হাস্যরসের বিষয় নয়। একেবারে তরতাজা গবেষণা! আপনারা তা পাঠ করে দেখতে পারেন। তবে আমি আগেও বলেছি যে, আমার লেখাটির কলেবর অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে যাচ্ছে

বিধায় তাঁর এই মজাদার ১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত অভিমতটি এখানে অন্তর্ভুক্ত করা গেল না।

(ঙ) একটা (منصوص عليه احكام) বর্ণিত বিধান যা বিস্তারিত ব্যাখ্যা-পদ্ধতিসহ সরাসরি মূল নস্-এ আলোচিত হয়েছে সেটির বিকল্প বা বিপরীত অথবা তার সঙ্গে অতিরিক্ত কিছু যোগ-বিয়োগের ক্ষেত্রে, বিশেষত পূর্বে আলোচিত (যে সমস্যাগুলোর প্রশ্নে ইফার মুফতী ও মুফতী সাঈদ সাহেবও একমত পোষণ করেন) সমস্যা বা অসুবিধাগুলোর জন্ম নেয় তেমন বহুমুখী সমস্যাগুলোকে প্রত্যাখ্যান করে বা সেগুলোকে এড়িয়ে গিয়ে চেয়ারে বসে নামায আদায় জায়েয করার প্রয়োজনে আরেকটু শক্ত বা আরও দু'চারটি অতিরিক্ত দলীল-প্রমাণের প্রয়োজন আছে না?

তাছাড়া, একজন মুফতী হিসাবে ইজতিহাদ-গবেষণার কোন্ কোন্ সূত্রে বা মূলনীতির আলোকে বিতর্কিত বিধানটি আপনি প্রতিষ্ঠা বা প্রতিস্থাপন করছেন তা দেশের আলেমগণকে বুঝতে দেবেন না? কেবল আরবী কয়েকটি উদ্ধৃতি পেশ করলেই কি গবেষণা হয়ে যায়?

৩। এ পর্যায়ে আমরা জনাব ফজলুল হক এর ইফার মুফতির ভুল চিহ্নিতের প্রতি নজর দেব।

(ক) (পৃ. ৭-১১) তিনি বলতে চেয়েছেন, "ফাতওয়াটিতে স্ববিরোধী বক্তব্য আছে"।

প্রিয় পাঠক! ইফার ফাতওয়াটি আবার একটু পাঠ করে দেখুন, তাতে কোনো স্ববিরোধী বক্তব্য নেই। মূল বক্তব্যের পরের ১-১১ সহায়ক বক্তব্যগুলোতে একইভাবে নেতিবাচক দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। বাকী ১২নং বক্তব্যটি "কথার কথা"– সূত্রে এবং গবেষণা ক্ষেত্রে, গবেষণার প্রয়োজনে যে বিতর্ক হয়ে থাকে, যা انكارى জবাব বা تسليمى জবাব হিসাবে আলেমগণ ব্যবহার করে থাকেন। তা-ই উল্লেখ করা হয়েছে। এতো স্পষ্টভাবে বাংলা ভাষায় লেখা বক্তব্যটি একজন সাধারণ পাঠকেরও বুঝতে কষ্ট হবার কথা নয়। অথচ ফজলুল হক সাহেবরা কেন যে বুঝে উঠতে পারলেন না, তা বোধগম্য নয়। আসলে সেটা সহজভাবে বুঝলে তো আর বিকৃতি বা প্রতারণার সুযোগ থাকে না।

www.e-ilm.weebly.com

মোটকথা, ইফার মুফতি আদৌ তা বৈধ করে দেননি। বরং তাতে বলা হয়েছে, "যদি গবেষণা-বিতর্কের খাতিরে তেমনটি বলা হয় বা মানা হয়"– সুহৃদ পাঠক! ১২নং কলামটি আবার একটু পাঠ করে দেখুন।

(খ) "অপ্রয়োজনীয় ও মনগড়া যুক্তি প্রদান করা হয়েছে।" বোদ্ধা পাঠক! আমার পূর্বাপর লেখা পাঠ করে আপনারাই বাস্তবতার নিরীখে ফায়সালা করুন! ইফার মুফতী মনগড়া বা অপ্রয়োজনীয় কোনো যুক্তি প্রদান করেছেন কিনা? তবে এটা ঠিক যে, ফাতওয়াটি বিতর্কের ক্ষেত্র হিসাবে (যা পরে প্রমাণিত হয়েছে) সংক্ষেপ হয়ে গিয়েছিল।

(গ) "হাস্যকরভাবে মসজিদে চেয়ার ঢুকানোও অবৈধ প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।" হাস্যকারভাবে নাকি সার্বিক ও সবরকমের দলীল-প্রমাণ দ্বারা চেষ্টা করা হয়েছে : তা আপনারাই বিচার করুন! আর বাস্তবেও ২/১জনে বাসা-বাড়ীতে বা অন্যত্র চেয়ারে বসে নামায পড়লে তার ক্ষতির দিকটি তত প্রবল/ব্যাপক হয় না। যেমনটি তা বৈধ ফাতওয়া জারীর কারণে, ব্যাপকভাবে মসজিদ ও নামায-জামাতের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

(ঘ) "অন্যান্য মুফতিদেরকে হালকাভাবে উপস্থাপন করে আত্ম-অহঙ্কারের প্রকাশ ঘটানো হয়েছে।" সুহৃদ পাঠক! মেহেরবানী পূর্বক ইফার ফাতওয়াটি আবারও একটু পাঠ করে দেখুন! তাতে অহঙ্কারের কি আছে? সংশ্লিষ্টদের ইতিবাচক ফাতওয়াদানের ফলে অপরাপর বহুমুখী সমস্যার জন্মসহ মসজিদগুলো পর্যায়ক্রমে গীর্জা ইত্যাদির আকৃতি ধারণের দিকে ধাবিত হচ্ছে। সেজন্য দেশের বিজ্ঞ মুফতিগণকে আরেকটু গভীরে চিন্তা-গবেষণার কথা বলা, কি অহঙ্কারী হয়ে যায়?

(ঙ) "নিজের বক্তব্যকে হাদীস হিসাবে উপস্থাপন করার ঘৃণ্য চেষ্টা করা হয়েছে।" প্রথম কথা হলো, ইফার মুফতী কখনও নিজের বক্তব্য/অভিমত পেশ করেন না এবং সেটিকে বৈধও মনে করেন না। যে কোনো বিষয়ে লিখতে বা ফাতওয়াদান করতে গিয়ে বিষয় সংশ্লিষ্ট শরীয়তের মূল দলীল-প্রমাণ ও গবেষণা-লব্ধ দলীল-প্রমাণে যা পেয়ে থাকেন তা সার্বিক বিবেচনা করে স্থান-কাল-পাত্রের বাস্তবতার প্রতি নজর রেখে, কেবল একটু গুছিয়ে সহজবোধ্য মাতৃভাষায় উপস্থাপন করেন মাত্র।

দ্বিতীয় কথা হলো, ১১নং কলামে ইফার মুফতি যা লিখেছেন, তা জনাব ফজলুল হক সাহেবদের অনুরূপ, না-জেনে মিথ্যা অভিযোগের সুবিধার্থে, ধামাচাপা ও প্রতারণার কৌশল হিসাবেও উল্লেখ করেননি। তিনি যা লিখেছেন, সাধ্যমত অনুসন্ধান করেই লিখেছেন। কিন্তু একজন মুফতী নামধারী যদি لكير كا فقير হয় বা শুধু দু'একটি হাদীছের বঙ্গানুবাদের উপর নির্ভর করেন তাহলে তিনি গবেষণা বা গভীরে পৌঁছলেন কিভাবে? কে না জানে যে, প্রিয়নবী (স.) একদিকে নিজে ছিলেন جوامع الكلم (সংক্ষেপ কথায় অনেক ভাব-বিষয় ব্যক্ত করার অসাধারণ যোগ্যতাধারী) অন্যদিকে পবিত্র কুরআনের অনুরূপ হাদীছগুলোরও (شان ورود) অনিবার্য প্রেক্ষিত বা প্রেক্ষাপট ও প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা-বাস্তবতা বিদ্যমান হয়ে থাকে। যা ব্যাখ্যাকারী হাদীছবিশারদগণ ব্যাখ্যা-বর্ণনা করে থাকেন। এবার আলোচিত হাদীছটির ব্যাখ্যা ও প্রাসঙ্গিক বক্তব্যের প্রমাণ লক্ষ্য করুন।

قال ابن حجر رح: العلة فى الصلاة قاعدا وهى إنفكاك القدم - وافاد ابن حبان ان هذه القصة كانت فى ذى الحجة سنة خمس من الهجرة -(فتح البارى: ٢/١٧٨)

শায়খ হাফেয ইবনে হাজার (র.) বলেন, "প্রিয়নবী (স.) এ কারণে বসে নামায পড়িয়েছিলেন যে, তাঁর পা মোবারকের হাড় স্থানচ্যুত হয়ে গিয়েছিল। ইবনে হাব্বান (রহ.) বলেন, ঘটনাটি ৫ম হিজরীর জিলহাজ্জ মাসের (ফাতহুল বারী: খ-২, পৃ. ১৭৮)। বসা অবস্থায় প্রিয়নবী (স.) যখন সালাত আদায় করছিলেন তখন তাঁর পাশে চেয়ার বিদ্যমান ছিল। যেমনটি মুসলিম শরীফে বিদ্যমান :

قال ابو رفاعة: انتهيت الى النبى صلى الله عليه وسلم وهو يخطب قال فقلت: يا رسول الله! رجل غريب جاء يسئل عن دينه لايدرى ما دينه؟ قال: فاقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته ، حتى انتهى الى، فاتى بكرسى، حسبت قوائمه من حديد، قال فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمنى مما علمه الله، ثم اتى خطبته فأتم قائما –(مسلم شريف ج: ١ فصل فى اجابة الخطيب لمن ساله عن شئ من الدين او غيره)

www.e-ilm.weebly.com

হযরত আবু রিফা'আ (রা.) বলেন, প্রিয়নবী (স.) খোৎবা/ ভাষণ-দানকালে আমি তাঁর নিকটে পৌঁছলাম। তিনি বলেন, তারপর আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (স.)! একজন মুসাফির তার (ধর্ম) দীন কি? তা জানে না, তাই প্রশ্ন করতে এসেছে। তিনি বলেন, তারপর প্রিয়নবী (স.) আমার প্রতি মনোনিবেশ করলেন এবং খুৎবাদান ছেড়ে দিলেন। এমনকি একেবারে আমার কাছে এসে গেলেন। অতঃপর একটি চেয়ার আনা হলো। ওই চেয়ারটির পায়া লোহার ছিল বলে, আমার মনে পড়ছে। তারপর বলেন, প্রিয়নবী (স.) তাতে আসন গ্রহণ করলেন এবং মহান আল্লাহ তাঁকে যা শিক্ষা দিয়েছেন, তা থেকে আমাকে শিক্ষাদান করতে লাগলেন। তারপর পুনঃ খোৎবাদানে ফিরে গেলেন এবং দাঁড়িয়ে তা শেষ করলেন।" -(মূল আরবী: খণ্ড-১, পৃষ্ঠা- ২৮৭, দারুল ইশাআত আল-ইসলামিয়া, কোলকাতা)

প্রিয় পাঠক! উক্ত হাদীছ থেকে কি বোঝা গেল? চেয়ার তো অবশ্যই ছিল এবং সেই চেয়ারের পায়াগুলো যে বর্তমানকার অধিক প্রচলিত কাঠের নয় বরং লোহার পায়া ছিল, তা-ও খোদ হাদীছটিতেই উল্লেখ রয়েছে। কেবল হাদীছের ব্যাখ্যা ইত্যাদি থেকে পরোক্ষভাবে পাওয়া গেছে তা-ও নয়। তারপরও অস্বীকার ও মিথ্যা অভিযোগ করবেন? আবার ইফার মুফতিকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেবেন? আমি দু'আ করি মহান আল্লাহ যেন আপনাদের সকলকে প্রকৃত আশেকে রাসূল হিসাবে কবূল করে জান্নাতে পৌঁছায়ে দেন।

তবে হ্যাঁ, সচরাচর কখনও লেখক/গবেষক সঠিক তথ্যসূত্র লিখে দেয়ার পরও কম্পোজকারক ভুল করতে পারেন বা মুদ্রনজনিত ত্রুটিও হয়ে যেতে পারে। যেমন আমার ইস্যুকৃত ফাতওয়াটির তথ্যসূত্র নং ১ এর সহীহ বুখারী: খ-২ এর স্থলে ১ ছাপা হয়েছে। আবার সহীহ মুসলিম: খ-১ এর স্থলে খ-২ ছাপা হয়েছে। যা প্রুফ দেখে সংশোধন করে দেয়ার পরও ভুল থেকে গেছে। এটুকু ভুলের জন্য যারা যারা বিরোধিতা বা প্রতিবাদ করেছেন তাঁদেরকে অনেক অনেক মোবারকবাদ।

তারপরও কথা থেকে যায়, যেখানে কম্পোজের ভুলে ১-এর স্থলে '২' লেখা হয়েছে সেখানে তো "জুমুআ অধ্যায়– মূল আরবী" বাক্যাংশও লেখা আছে। তার সূত্র ধরে অধ্যায়টি একটু পড়ে নেবার সুযোগ পাননি? চিহ্নিত করে দেয়া অধ্যায়টি অধ্যয়নের সময়-সুযোগ যে মুফতি পেলেন না? তিনি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের বৃহৎ পরিসরের ৪ খণ্ড পাঠের সুযোগ-সময় কিভাবে পেলেন? তাহলে আপনার এমন দাবী যে, "এ রকম কথা বুখারী ও মুসলিম শরীফের কোথাও নেই"– মিথ্যা দাবী ও মিথ্যা অভিযোগ বলে প্রমাণিত হয় না? – এভাবে কি গবেষণা হয়? ইফার মুফতির বের করা অধ্যায়ের নাম ধরে টান দিলেই তো চেয়ারটা বেরিয়ে আসতো।

(চ) "বক্তব্যের অনুকূলে তথ্যসূত্রের গরমিল"– এ অভিযোগের ক্ষেত্রে আংশিক যে-টুকু সত্য, তা সবিস্তারে উপরে স্বীকার ও আলোচনা করা হয়েছে। বাকী দাবী অনুযায়ী বিরোধ-গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষণার নীতি-নিয়ম মাফিক কিভাবে, কখন, কোন্ পক্ষকে দলীল পেশ করতে হয় তা ইতোপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

(১) কুরআন-সুন্নাহ, নবী, সাহাবী, গবেষক ইমাম, ইজমা-কিয়াস ইজতিহাদ তথা সকল সূত্রে বিগত ১৪০০ বছরের বাস্তবতা হলো, "চেয়ারে বসে নামায আদায় না করা।" সাম্প্রতিক আপনারা যেহেতু তা জায়েয করতে তৎপর তাই তার অনুকূলে গবেষণার নীতিমালা মোতাবেক দলীল-প্রমাণ বের করার দায়-দায়িত্ব আপনাদের উপরই বর্তায়।

(২) আরেকটু মনে করতে পারেন, যেমন আপনি "কাদেরিয়া তৈয়্যেবিয়া কামিল মাদরাসা"-এর একজন স্বনামধন্য উপাধ্যক্ষ হিসাবে ১০/১৫ বছর ধরে বহাল আছেন। আপন-পর, ভেতরে-বাইরে সকলে তা জানেন। إستصحاب حال সম্পূর্ণ আপনার পক্ষে। তারপরও কি নতুন কোনো দাবীদার বা অপর কোনো দাবীদারের কাছে আপনাকে প্রমাণ দেখাতে হবে? নাকি যিনি আপনাকে সরিয়ে উপাধ্যক্ষের পদ দখল করতে যাবেন, তাকে প্রমাণ দেখাতে হবে? নিয়োগপত্র দেখাতে হবে? জ্ঞানীজনদের জন্য ইশারাই যথেষ্ট।

www.e-ilm.weebly.com

৪। (পৃ-১২) : উপাধ্যক্ষ মাওলানা আবুল কাশেম মোহাম্মদ ফজলুল হক সর্বশেষ পৃষ্ঠায় "এক নজরে ফাতওয়াদাতার যুক্তিগুলো খণ্ডন"– শিরোনামে যা বলতে চেয়েছেন তার সবগুলোর বিস্তারিত জবাব-ব্যাখ্যা ইতোপূর্বেকার আলোচনার মধ্যে এসে গেছে। তবে ১নং ক্রমিকে ইফার মুফতির "মৌলিক দিক বিবেচনায় চেয়ারে বসে নামায আদায় অবৈধ"– এই মৌলিক দিক কি? তা তিনি বুঝতে পারেননি।

তার জবাব হচ্ছে, 'সালাত'-এর মতো বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ও বৈশিষ্ট্য-মণ্ডিত ইবাদত যা মহান আল্লাহর শাহী দরবারে হাজিরার নামান্তর, যা চূড়ান্ত পর্যায়ের ভয়-ভীতি, আদব, অনুনয়-বিনয় এর বহিপ্রকাশ এর দাবী রাখে এবং শরীয়ত সালাতের মধ্যকার বসাকে সাধারণ ও স্বাধীনভাবের বসা হতে ভিন্নভাবে বিশেষায়িত কায়দায় বসার নির্দেশ প্রদান করেছে। তাই এসব মৌলিক বিবেচনাতেই "চেয়ারে বসে সালাত আদায়"-এর পথ উন্মুক্ত করা যথার্থ হয় না। এ ছাড়া, আনুসঙ্গিক বা প্রাসঙ্গিক বিবেচনা বলতে, সালাতের মধ্যে চেয়ার ব্যবহারের বৈধতার ফাতওয়াদানের ফলে মসজিদ, নামায-জামাতে বহুমুখী সমস্যার জন্ম নেয়ার পাশাপাশি, যারা প্রকৃত অসুস্থ নয় তারাও বৈধতার দোহাই দিয়ে চেয়ার ব্যবহার শুরু করেন এবং যারা অসুস্থ তারাও ইতিবাচক ফাতওয়াদাতা মুফতিদের বেঁধে দেয়া শর্তাবলী ও অপরাপর জরুরী ব্যাখ্যাগুলোর প্রতি আদৌ ভ্রুক্ষেপ না করে গণহারে চেয়ার ব্যবহার করতে শুরু করে। সুতরাং একজন রোগী হিসাবে চেয়ারে বসার দিকটি বিবেচনায় নেওয়ার যৌক্তিকতা মাথায় রেখেও অপরাপর সৃষ্ট বহুমুখী সমস্যাকে সামনে রেখে এবং ফাতওয়াদানের মূলনীতি (যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে) অর্থাৎ সার্বিক বিবেচনায় বৈধতার ফাতওয়া ইস্যু করা যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে একজন মুফতির জন্য দলীল হচ্ছে সূরা বাকারার ২১৯নং আয়াতটি–

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۗ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۗ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا

৫। এছাড়া, জনাব মাওলানা ফজলুল হক সাহেব আমাদের উপরে আলোচিত সুনির্দিষ্ট বিষয়গুলোর ফাঁকে ফাঁকে আরও কিছু বিতর্কসূচক কথা বলেছেন যা ইতোপূর্বে আলোচিত জনাব মুফতী কাসেমীর জবাবে ৪নং

ক্রমিকে বলা হয়েছে। অর্থাৎ তা সব একান্তই তর্কের খাতিরে তর্কের নামান্তর। গবেষণা বা দলীল-প্রমাণ পেশের কোনো বাক্যই তাতে অনুপস্থিত।

অনুচ্ছেদ- ৭ : প্রাপ্তি স্বীকার প্রসঙ্গ

১। উপরে আলোচিত তিনটি বড় পরিসরের অভিমত ব্যতীত মোহাম্মদ কালাল উদ্দিন, ফকীহ-চট্টগ্রাম নেছারিয়া কামিল মাদরাসা, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম এর কম্পোজকৃত এক পৃষ্ঠার একটি অভিমত পাওয়া গেছে। বাকী ৩/৪ পৃষ্ঠায় তিনি কিছু আরবী হাতে লেখা উদ্ধৃতি পেশ করেছেন। যার মধ্যে গবেষণা করার মতো বা চেয়ারের পক্ষে প্রমাণ বের করার কোনো সূত্র অনুপস্থিত। অর্থাৎ এটাকে গবেষণাকৃত অভিমত বলার সুযোগ নেই।

২। আরেকটি অভিমত পাওয়া গেছে হযরত মাও. মো: আবদুল হালীম বুখারী, মহাসচিব আঞ্জুমানে ইত্তেহাদুল মাদারিস, বাংলাদেশ ও মহাপরিচালক আল জামেয়া আল-ইসলামিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম-এর। এতেও চেয়ারে বসা প্রমাণ করার মতো কোনো দলীল অনুপস্থিত এবং বিরোধপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করা যায় এমন কোনো তথ্য-উপাত্ত নেই।

৩। আরেকটি অভিমত পাওয়া গেছে মুফতী কাজী মো: মনিরউদ্দিন, প্রভাষক, রেলওয়ে সুন্নিয়া আলিম মাদাসা, উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা-এর। তাঁর ৬ পৃষ্ঠায় হাতে লেখা অভিমতের মধ্যেও গবেষণার আদলে কিছু আসেনি। তবে তিনি ইফার মুফতির সঙ্গেই সঙ্গতি রেখেছেন বেশী এবং তার বক্তব্যে নতুন একটা বিষয় যোগ করেছেন যে, "চেয়ারে বসে নামায পড়া বিদআতও বটে।"

৪। আরেকটি লেখা ও বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় ছাপা হওয়া তার পেপার কাটিং জমা করেছেন, হযরত মাও. মুফতী মুতীউর রহমান, খতীব মুহাম্মাদিয়া দারুল উলূম জামে মসজিদ, পশ্চিম রামপুরা এবং প্রধান মুফতী, চৌধুরি পাড়া মাদরাসা। তাঁর একটি 'ফাতওয়াদান নীতিমালা' বিষয়ক বই ইফার গবেষণা বিভাগ থেকে ছাপা হয়েছে। তাঁর লেখাগুলোও

www.e-ilm.weebly.com

ইফার মুফতীর গবেষণার অনুকূলে। তবে তিনি ইফার মুফতির প্রদত্ত ফাতওয়াটির ১২নং কলামের বক্তব্য মোতাবেক এখনও ব্যতিক্রমের উর্ধ্বে উঠতে না পারলেও ইতিবাচক ফাতওয়া দানের পক্ষে নয়– এমনটিই বোঝা যাচ্ছে, তাঁর গবেষণা থেকে।

৫। আরেকটি লিখিত অভিমত পাওয়া গেছে, সহীহ মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাতা শায়খুল হাদীছ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আবুল ফাতাহ ভূঞা, সিনিয়র পেশ ইমাম, বুয়েট কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ-এর। তিনি বিষয়টি নিয়ে দেশ-বিদেশ থেকে তথ্য-উপাত্ত, প্রমাণ সংগ্রহ করাসহ বেশ কয়েক বছর ধরে নামাযে চেয়ারে বসা ও মসজিদে চেয়ার ঢুকানোর কু-ফলাফল ও মারাত্মক ক্ষতিকর দিকগুলো ওয়াজ-নসীহত, লিফলেটসহ বাংলা-উর্দু বিশাল ক্যালেন্ডার ছাপিয়ে সারা দেশে এমনকি বহির্বিশ্বেও বাঙ্গালী কমুনিটিতে পৌঁছিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর অভিমতটি নিম্নরূপ ঃ

বরাবর, পরিচালক

গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, আগারগাঁও ঢাকা।

সূত্র নং ঃ ইফাঃ প্রশাঃ/বিবিধ-১৪(১৫১/১৮১৯/২০১৫/৬১২৯ (৪১)

তারিখ ঃ ১২/০৮/২০১৫

বিষয় ঃ মসজিদে চেয়ারে বসে নামায পড়া না পড়ার বিষয়ে প্রদত্ত ফাতওয়ার উপর মতামত দান প্রসঙ্গে।

'চেয়ারে বসে নামায' সংক্রান্ত ইফা. ফাতওয়াটি ২৫শে এপ্রিল ২০১৫ আলোকিত বাংলাদেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং এর প্রতিক্রিয়া ১৭ মে ২০১৫তে প্রকাশিত হয় (কপি সংযুক্ত [১])। অতঃপর

১. প্রতিক্রিয়া ঃ চেয়ারে বসে নামায আদায়

২৫ এপ্রিল 'চেয়ারে বসে নামায আদায়' সম্পর্কিত মুফতি মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক একটি সময়োপযোগী মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়েছে। দীর্ঘদিন থেকেই এরূপ একটি লেখার প্রয়োজন অনুভব করছিলাম।

বর্তমানে শহরাঞ্চল এমনকি গ্রামের মসজিদে চেয়ারে বসে নামায আদায়ের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। অবশ্য জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সরবরাহকৃত চেয়ার দেখা

১লা জুন-২০১৫ ইনকিলাব ও অন্যান্য জাতীয় পত্রিকায় ইফা. গবেষণা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত 'চেয়ারে বসে নামায' সংক্রান্ত ফাতওয়াটি সম্পূর্ণ সঠিক। অনুরূপ মর্মের ফাতওয়া প্রমাণসহ মুফতী মুতিউর রহমান সাহেব কর্তৃক বাংলাদেশ প্রতিদিন ২১ জুন ২০১৫ প্রকাশিত হয়।[২] অধিকন্তু এতদসংক্রান্ত দারুল উলূম দেওবন্দের ফাতওয়া মার্চ ২০১২ মাসিক আল-আবরার এবং ইফতা বোর্ড, ইসলামী রিসার্চ সেন্টার বসুন্ধরা, ঢাকা ও মারকাজুদ দাওয়াহ আল-ইসলামিয়া ঢাকা থেকেও মার্চ ২০১৫ইং মাসিক

পূর্ব পৃষ্ঠার পর–

যায় না। যারা ওই লেখাটি পড়েননি, বিশেষ করে চেয়ারে বসে নামায আদায়কারী মুসল্লিদের এটি পড়ার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি। অনেকেই হয়তো যুক্তি দিতে পারেন, বায়তুল্লাহ শরীফ এবং নবীর মসজিদে তো হাজারো নারী-পুরুষ চেয়ারে বসে নামায আদায় করেন। এটির প্রথম উত্তর– ওইসব চেয়ার মসজিদ থেকে দেয়া হয়নি। দ্বিতীয়ত, ওই মসজিদদ্বয়ের নামায আদায়ের কিছু বিশেষ দিক সাধারণভাবে অন্য মসজিদের বেলায় প্রযোজ্য নয়।

আমি আরবি শিক্ষায় শিক্ষিত কেউ নই। লেখাটি দৃষ্টিগোচর হওয়ার পর তা নিয়ে আমি হকপন্থী আলেমদের সঙ্গে কথা বলেছি। তারা কেউই এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেননি। কিন্তু তাদের বিষয়টি মুসল্লিদের সামনে উপস্থাপনের পর যে উত্তর পেলাম সেটিও ভেবে দেখার মতো।

ইমামদের অভিমত হচ্ছে, এখন যদি উপরোক্ত সঠিক বক্তব্যটি মুসল্লিদের সামনে তুলে ধরা হয়, তাহলে এটি নিয়ে মতবিরোধ তথা ফেতনার সৃষ্টি হতে পারে। অন্যদিকে অধিকাংশ মসজিদ কমিটি কর্তৃক এ ধরনের বক্তব্য তুলে ধরার জন্য হয়তো তাদের অপসারণের শিকার হতে হবে। সেক্ষেত্রে এ দ্বীনি লোকগুলোর রুটি রুজি বন্ধের অনিশ্চয়তা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা পরিহারের লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে–

'চেয়ারে বসে নামায আদায়' সংক্রান্ত দ্বীনি দিকনির্দেশনামূলক লেখাটি একটি চিঠি বা ফরোয়ার্ডিংয়ের মাধ্যমে প্রত্যেক মসজিদ কমিটির সভাপতি এবং ইমামের কাছে পাঠাতে পারে। ইমামগণ সে চিঠির বিষয়বস্তু মুসল্লিদের সামনে তুলে ধরে আলোচনা করবেন। এতে উভয়দিকই রক্ষা হবে বলে আমার বিশ্বাস। এ সংক্রান্ত ব্যাপারে আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সাইফুল ইসলাম, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা

কপি- ২ ঃ কুরআন হাদীছের দৃষ্টিতে চেয়ারে বসে নামায

অনেকেই মামুলি সমস্যার কারণে চেয়ারে বসে নামায আদায় করেন। অথচ চেয়ারে বসে তাদের নামায সহীহ হয় না। ফলে এই নামায না পড়ারই শামিল। ওজর বা সমস্যা হলে নামায কীভাবে আদায় করতে হবে তার মৌলিক নির্দেশনা পবিত্র কুরআনে দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে, যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহর স্মরণ করে। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর

www.e-ilm.weebly.com

আল করীম-এ প্রকাশিত হয়েছে। তবে যারা আপত্তি করে বিরূপ মন্তব্য করেছেন, তারা ফাতওয়াটি গভীরভাবে না দেখেই মন্তব্য করেছেন বলে অনুমিত হয়। আর বক্তব্য প্রদানে তড়িঘড়ি এবং স্বাক্ষর গ্রহণে দ্রুততা অবলম্বন করা হয়েছে। কেননা দু'একজন মুফতী ব্যতীত বাদবাকী প্রায় সবাই কোন না কোন রাজনৈতিক দল বা সংস্থার সদস্যবৃন্দ। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে বিরূপ মন্তব্যকারী বাংলাদেশ জাতীয় ফাতওয়া বোর্ডের কোন সম্মানিত সদস্যের তাতে স্বাক্ষও নেই। অথচ 'ইফা. মুফতী সাহেব তাঁর ফাতওয়ায় উল্লেখ করেছেন, যিনি দাঁড়াতে পারেন না এবং চেয়ার ছাড়া বসতেও পারেন না এমন কোন রোগী ইশারায় নামায পড়ার ক্ষেত্রে চেয়ারে বসে নামায আদায়ের বৈধতা থাকলেও তিনি মসজিদে যাবেন কিভাবে? ফলে তাকে বসত ঘরেই নামায আদায় করতে হবে।' আর এ হুকুমও সুস্থ হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। অসুস্থ মাযূর ব্যক্তির জন্য জামাআত জরুরী নয়। যেমন হযরত ইতবান (রাযি.)-এর ঘটনা বর্ণিত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয়। আর ইফার মুফতী সাহেবের ফাতওয়ার ভাষাটি সাধারণ মুসল্লিগণের বোধগম্য ও ফিকহের বিধান سدا للذريعة (অজুহাতের দরজা বন্ধ)-এর নীতিতে হয়েছে। আর তিনি ফাতওয়ার শেষ দিকে আহ্বান করেছিলেন, "বিষয়টি সম্পর্কে দেশের বিজ্ঞ মুফতিগণকে আরো গভীরে যাওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি এবং সংশ্লিষ্ট রোগীদের কষ্টসাধ্য নামায যেন বাতিল না হয়ে যায় সেই সতর্কতা অবলম্বন করার অনুরোধ করছি।" তা করা হয়নি। তাই তাদের আপত্তির জবাব ঃ

১। ২রা জুন-২০১৫ নয়া দিগন্তে চেয়ারে বসে নামায সংক্রান্ত ইফা. ফাতওয়াটি শীর্ষ উলামা ও বাংলাদেশ জাতীয় ফাতওয়া বোর্ডের মুফতীগণ

পূর্ব পৃষ্ঠার পর–

সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি ইহা অনর্থক সৃষ্টি করনি। ... (আল ইমরান: ১৯১) তাফসির ও ফিকহের কিতাবাদীতে উল্লেখ করা হয়েছে, এ আয়াতে অসুস্থ ও মাজুরের (সমস্যাগ্রস্ত) নামাযের পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ নামায তো দঁড়িয়েই আদায় করতে হয়। যদি কেউ দাঁড়াতে সক্ষম না হয় তাহলে সে বসে নামায আদায় করবে। বসতে সক্ষম না হলে শুয়ে নামায আদায় করতে হবে। বসে নামায আদায় করা মানেই জমিনে, ফ্লোরে বসে আদায় করা।

কর্তৃক "মনগড়া ভুল ফাতাওয়া বলে তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন, ইফার ফাতওয়া যাতে বলা হয়েছে মসজিদে চেয়ারে বসে নামায আদায় জায়েজ নেই। এটি মূলত: ঈমানদারদেরকে আল্লাহর মসজিদ ও ইবাদত থেকে ফিরিয়ে রাখারই সুগভীর চক্রান্তের অংশ। এ ফাতওয়ায় যেসব দলীল উদ্ধৃত করা হয়েছে তার কোনোটিতেই চেয়ারে নামায পড়া নিষেধাজ্ঞা নেই" বলে দিলেই হলো না; বরং ভুল হওয়ার বিষয়টি দলীল-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত করে কোন্ দলীলে মসজিদে চেয়ারে বসে নামায আদায় করা জায়েয বর্ণিত হয়েছে তা উদ্ধৃত করে সঠিক ফাতওয়াটি কি তা মুসলমানগণের সামনে পেশ করা জরুরী ছিল।

১৪০০ বছর পর্যন্ত কি সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন এবং আয়িম্মা মুজতাহিদীন, মুহাদ্দিসীন, মুফাসসিরীন ও ফুকাহায়ে ইযাম ঈমানদার-গণকে আল্লাহর মসজিদ ও ইবাদত থেকে ফিরিয়ে রাখার সুগভীর চক্রান্ত করে আসছেন? কারণ তাঁরা চেয়ারে বসে নামায আদায় ও

পূর্ব পৃষ্ঠার পর–

বুখারী শরীফসহ হাদীছের বিভিন্ন কিতাবে রয়েছে, সওয়ারি থেকে পড়ে হযরত মুহাম্মদ (সা.) আহত হয়েছিলেন, তখন তিনি জমিনে বসে নামায আদায় করেছেন। নবীর যুগেও কিন্তু চেয়ার বা চেয়ার সদৃশ বস্তু ছিল। নবী করীম (সা.) মাজুর অবস্থায় চেয়ারে বসে নামায আদায় করেননি। হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) বলেন, আমি হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে অসুস্থ ব্যক্তির নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, দাঁড়িয়ে নামায আদায় করবে। তা সম্ভব না হলে বসে। তাও সম্ভব না হলে শুয়ে নামায আদায় করবে। (বুখারী ১/১৫০, তিরমিযী ১/৮৫ এ হাদীছ দ্বারাও বোঝা যায়, দাঁড়াতে সক্ষম না হলে (জমিনে) বসে তাও সম্ভব না হলে শুয়ে নামায আদায় করতে হবে। সুতরাং হাদীছ থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠে, চেয়ারে বসে নামায কোনো অবস্থাতেই সহীহ নয়।

সুতরাং যিনি দাঁড়াতে সক্ষম কিন্তু নিয়ম মতো, রুকু সিজাদা করতে অক্ষম তিনি দাঁড়িয়ে ইশারা করে নামায আদায় করবেন। চেয়ারে বসে নামায আদায় করলে সহীহ হবে না। (বাদায়ে ১/২৮৬) যারা দাঁড়াতে ও রুকূ সিজদা করতে অক্ষম তারা জমিনে বসে ইশারায় নামায আদায় করবেন। তাশাহুদের নিয়মে বসতে না পারলে যেভাবে বসতে পারেন সেভাবেই বসবেন। চেয়ারে বসে নামায আদায় করলে নামায সহীহ হবে না। কোনভাবে বসতে না পারলে শুয়ে নামায আদায় করতে হবে। চেয়ারে বসে নয়।

লেখকঃ মুফতি মুতীউর রহমান, খতিব, মুহাম্মাদিয়া দারুল উলূম জামে মসজিদ পশ্চিম রামপুরা, ঢাকা।

www.e-ilm.weebly.com

মসজিদে চেয়ার পাতার বিষয়টি কোন কিতাবে আলোচনা করেনি। অধিকন্তু মসজিদে চেয়ার পাতা দ্বারা কাতারে বিঘ্নতা ছাড়াও ইয়াহুদী-খ্রিস্টানের গির্জা ও চার্চের সাদৃশ্য হয়ে যায়। (১৬/৯/২০১৫ তারিখের নয়া দিগন্তে প্রদত্ত নেপালের একটি গির্জার ছবি সংযুক্ত।[৩] যাতে চেয়ার স্তুপ করে রাখা হয়েছে। আর চেয়ারে বসেই তারা উপাসনা করে) যা থেকে ইসলামি শরীআতে বারণ করা হয়েছে।

সংযুক্ত- ৩

শেষ পৃষ্ঠা দেখুন

যাহোক, শীর্ষ উলামা যারা ২রা জুন-২০১৫ স্বাক্ষর করেছেন, তাঁদেরসহ বাংলাদেশ জাতীয় ফাতওয়া বোর্ডের মুফতীগণের কাছে এর সঠিক ফাতওয়াটি চাওয়া যেতে পারে, অতঃপর দক্ষ উলামা ও ফুকাহায়ে কিরাম দ্বারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা যেতে পারে। গায়ের জোরে শরীআতের মাসয়ালা বর্ণনা করা চলে না।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন গবেষণা বিভাগ থেকে কুরআন, হাদীছ ও ফাতওয়ার গ্রন্থাদি বাংলায় প্রকাশিত হচ্ছে। কাজেই তা থেকে প্রকাশিত ফাতওয়াকে প্রমাণবিহীন 'গভীর চক্রান্তের অংশ' বলা অপবাদ। কেননা, ফাতওয়া ইসলামের অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুষঙ্গ। ফাতওয়া চাওয়া, ফাতওয়া দেয়া এবং ফাতওয়ার অনুসরণ করা শরীয়াতের দৃষ্টিতে ফরয। পবিত্র কুরআনুল কারীমে ৯ খানা আয়াতে ফাতওয়া শব্দটি ব্যবহৃত

হয়েছে। যেমন: কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে : 'তাদেরকে (ফাতওয়া) জিজ্ঞেস কর' (সূরা সাফ্ফাত, আয়াত ১১)। 'লোকেরা আপনার নিকট ফাতওয়া জানতে চায়' (সূরা নিসা ১৭৬) 'এবং লোকেরা আপনার নিকট নারীদের বিষয়ে ফাতওয়া জানতে চায়' (সূরা নিসা ১২৭)

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যদি তোমরা না জান তাহলে জ্ঞানীজনদের নিকট জিজ্ঞেস করো' (সূরা নাহল ৪৩, সূরা আম্বিয়া ৭)। আল্লামা আবূ বকর আল-জাযায়েরী এ আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করেন : 'এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সাধারণ মানুষের জন্য প্রতিভাবান আলেম-ওলামার অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক এবং তাঁদের যে কোন ব্যক্তিকে এমন বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হয় যা সে জানে তথাপি না বলে গোপন করে, তাহলে কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরানো হবে' (মুসনাদ আহমাদ ও সহীহ ইবনে হিব্বান)।

ফাতওয়া আরবী শব্দ এর আভিধানিক অর্থ শরয়ী মাসয়ালা-মাসায়েলের ব্যাপারে শরীয়ত বিশারদগণের সিদ্ধান্ত (আল-মিসবাহ)।

ফাতওয়ার পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে যে, 'উপস্থিত কোন দ্বীনি বিষয় সম্পর্কে কোন ব্যক্তির জিজ্ঞাসার ভিত্তিতে শরয়ী দলীল-প্রমাণের আলোকে আল্লাহর নির্দেশ কি তা সামগ্রিক ও ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে অভিহিত করা ও জানিয়ে দেয়া, যা পালনের ব্যাপারে (মুফতীর পক্ষ থেকে) কোন বাধ্যবাধকতা আরোপ করা যায় না।' ফাতওয়া কারো ব্যক্তিগত মতামত নয়, বরং তা হচ্ছে শরীয়াতের দলীলসমূহের স্পষ্টভাবে বিধৃত বা শরীয়াতের দলীল থেকে ইজতিহাদ ও ইসতিমবাতের (উদ্ভাবন) নীতিমালা অনুযায়ী আহরিত শরীয়তি বিধান। প্রকৃতপক্ষে ফাতওয়া হচ্ছে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ।

সাধারণ মানুষ মুফতীর নিকট শরীয়াতের বিধান জানার জন্য মাসয়ালা জিজ্ঞেস করে এবং জবাবে তাকে শরীয়তের বিধানই বর্ণনা করতে হবে। এজন্য তার কর্তব্য হলো, অত্যন্ত সতর্কতার সাথে যাচাই করে ফাতওয়া দেয়া। যাচাই ও তাহকীক ছাড়া ফাতওয়া দেয়া হারাম। রাসূলুল্লাহ (সা.)

www.e-ilm.weebly.com

ফিকহের গ্রন্থাদিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই আয়াত অসুস্থ ও মা'জুর (সমস্যাগ্রস্ত) ব্যক্তির নামাযের পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ নামায দাঁড়িয়েই আদায় করতে হবে। যদি কেউ দাঁড়াতে অক্ষম হয়, তাহলে সে বসে নামায আদায় করবে। বসতে সক্ষম না হলে শুয়ে নামায আদায় করতে হবে। বসে নামায আদায় করার মানেই যমীনে বসে আদায় করা।

উপর্যুক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে কুরতুবী الجامع لأحكام القران গ্রন্থের ২৭৫-২৭৬ পৃষ্ঠায় লেখেন:

قياما وقعودا: نصب على الحال. (وعلى جنوبهم) فى موضع الحال أي ومضطجعين ومثله قوله تعالى: (دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما) [يونس: ১২] على العكس أى دعانا مضطجعا على جنبه. وذهب جماعة من المفسرين منهم الحسن وغيره إلى أن قوله (يذكرون الله) إلى أخره، إنما هو عبارة عن الصلاة أى لا يضيعونها، ففى حال العذر يصلونها قعودا أو على جنوبهم. وهى مثل قوله تعالى: (فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم) [النساء: ১০৩] فى قول ابن مسعود على ما يأتى بيانه. وإذا كانت الاية فى الصلاة ففقهها أن الإنسان يصلى قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه كما ثبت عن عمران بن حصين قال: كان بى البواسير فسألت النبى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: (صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب) رواه الأئمة: الرابع - واختلف العلماء فى كيفية صلاة المريض والقاعد وهيئتها فذكر ابن عبد الحكم عن مالك أنه يتربع فى قيامه، وقاله البويطى عن الشافعى. فإذا أراد السجود تهيأ للسجود على قدر ما يطيق، قال : وكذلك المتنفل. ونحوه قول الثوري، وكذلك قال الليث وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد. وقال الشافعى فى رواية المزنى: يجلس فى صلاته كلها كجلوس التشهد. و روى

বলেন, 'যদি কাউকে না জেনে ফাতওয়া দেয়া হয় তবে এর গুনাহ ফাতওয়াদাতার উপর বর্তাবে' (মুসনাদ আহমাদ, হাদীছ ৮২৬৬; আল-মুসতাদরাক হাকেম, ৫:১৬১; আল-আদাবুল মুফরাদ, ইমাম বুখারী, হাদীছ ২৫৯)।

৪র্থ জুন ২০১৫ নয়া দিগন্তে (আপত্তির কপি সংযুক্ত [৪])

১। জনাব মাওলানা মুফতী ওয়াক্কাস সাহেব মাসয়ালাটি তাহকীক করেননি। দাঁড়াতে এবং চলাফেরা করতে যিনি সক্ষম এমন ব্যক্তি বাইপাস অপারেশন ও হাটুতে ব্যাথা থাকার কারণে যদি জমিনে বসে সিজদা করে নামায পড়তে অক্ষম হন তিনি দাঁড়ায়েই সিজদা ইশারার মাধ্যমে নামায আদায় করবেন। -(বাদায়ে ১:২৮৬) হ্যাঁ, বিতর্কের খাতিরে একমাত্র যিনি দাঁড়াতেও পারেন না এবং চেয়ার ছাড়া বসতেও পারেন না এমন কোন ব্যক্তির ইশারায় নামায আদায়ের ক্ষেত্রে বৈধতার অনুমতি দিলেও তিনি কিভাবে মসজিদে যাবেন? অথচ সূরা আলে ইমরানের ১৯১ আয়াত اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ. সম্পর্কে তাফছীর হাদীছ ও

কপি- ৪ ঃ এ ব্যাপরে (চেয়ারে বসে নামায আদায়) জানতে চাইলে মুফতি মোহাম্মদ ওয়াক্কাস নয়া দিগন্তকে বলেন, ফাতওয়াটি সম্পূর্ণ সঠিক নয়। মাসয়ালা হচ্ছে কেউ অপারগ হলে যেভাবে পারে সেভাবেই নামায পড়বে। কারণ কারো বাইপাস অপারেশন হতে পাওে, হাঁটুতে ব্যথা থাকতে পারে। অবস্থাভেদে ডাক্তারের পরামর্শে তিনি চেয়ারে বসেও নামায পড়তে পারবেন। তিনি বলেন, হাদীসের হুকুম হচ্ছে যতটুকু সাধ্যে কুলায় ততটুকু আমল করা। ঢালাওভাবে চেয়ারে বসে নামায পড়া নাজায়েয বলা ঠিক নয়। যিনি এটা বলেছেন নিজের অজ্ঞতা থকেই বলেছেন।

কামরাঙ্গীরচর মাদরাসার মুফতি মুজিবুর রহমান বলেন, কিছুদিন আগে ভারত থেকে এই ধরনের ফাতওয়া সংবলিত একটি পোস্টার এসেছে যা বাংলাদেশের বিভিন্ন মসজিদে লাগানো হয়েছে। ওই ফাতওয়ার ওপর ভিত্তি করেই ইফা থেকে ফাতওয়া দেয়া হয়েছে। ভারতের ওই ফাতওয়ায় ওলামায়ে দেওবন্দসহ ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের কোন আলেমের স্বাক্ষর নেই। তিনি বলেন, দেশের প্রখ্যাত মুফতি মুহাদ্দিছদের অনেকে অসুস্থতার কারণে চেয়ারে বসে নামায পড়ছেন। অসুস্থতাবস্থায় যেভাবে সম্ভব সেভাবেই নামায আদায় করা যাবে। এটাই শরিয়তের বিধান।

www.e-ilm.weebly.com

هذا عن مالك وأصحابه والأول المشهور وهو ظاهر المدونة. وقال أبو حنيفة و زفر: يجلس كجلوس التشهد، وكذلك يركع ويسجد.

الخامس - قال: فإن لم يستطع القعود صلى على جنبه أو ظهره على التخيير هذا مذهب المدونة وحكى ابن حبيب عن ابن القاسم يصلى على ظهره، فإن لم يستطع فعلى جنبه الأيمن ثم على جنبه الأيسر. وفى كتاب ابن المواز عكسه، يصلى على جنبه الأيمن، وإلا فعلى الأيسر، وإلا فعلى الظهر. وقال سحنون: يصلى على الأيمن كما يجعل فى لحده، وإلا فعلى ظهره وإلا فعلى الأيسر. وقال مالك وأبو حنيفة: إذا صلى مضطجعا تكون رجلاه مما يلى القبلة. والشافعى والثورى: يصلى على جنبه و وجهه إلى القبلة.

তাফসীরে কবীর গ্রন্থের ৯ম খণ্ডের ১১৬ পৃষ্ঠায় আছে,

والقول الثانى: أن المراد من الذكر الصلاة، والمعنى أنهم يصلون فى حال القيام، فإن عجزوا ففى حال القعود، فإن عجزوا ففى حال الاضطجاع، والمعنى أنهم لايتركون الصلاة فى شيء من الأحوال،

তাফসীরে দুররুল মনসূর গ্রন্থের ২০৯ পৃষ্ঠায় আছে,

وأخرج الفريابى وابن أبى حاتم والطبرانى من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن مسعود فى قوله: (الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم) قال: إنما هذا فى الصلاة، إذا لم يستطع قائما فقاعدا، وإن لم يستطع قاعدا فعلى جنبه. وأخرج الحاكم عن عمران بن حصين. أنه كان به البواسير فامره النبى صلى الله عليه وسلم أن يصلى على جنب وأخرج البخارى عن عمران بن حصين. أنه كان به البواسير فامره النبى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة؟ فقال: وصل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وأخرج عبد بن حميد وابن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة (الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم) قال: هذه حالاتك

كلها يا ابن ادم. اذكر الله وأنت قائم ، فإن لم تستطع فاذكره جالسا، فإن لم تستطع فاذكره وأنت على جنبك. بسر من الله وتخفيف.

সহীহ বুখারী শরীফে আছে,

حدثنا عبدان عن عبد الله عن ابراهيم بن طهمان قال حدثنى الحسين المكتب عن ابن بريدة عن عمران بن حصين رضى الله عنه قال كانت بى بواسير فسألت النبى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب

অর্থাৎ আবদান (রহ.) ... ইমরান ইবন হুসাইন (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার অর্শরোগ ছিল। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে সালাত সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম, তিনি বললেন, দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে, তাতে সমর্থ না হলে বসে; যদি তাতেও সক্ষম না হও তাহলে কাত হয়ে শুয়ে। -(সহীহ বুখারী ১:১৫০)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) বর্ণনা করেন,

عن النبى صلى الله عليه وسلم يصلى المريض قائما، فإن نالته مشقة صلى جالسا، فإن نالته مشقة صلى نائما يؤمي برأسه، فإن نالته مشقة سبح.

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অসুস্থ ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায পড়বে। যদি এতে কষ্ট হয় তাহলে বসে নামায পড়বে। যদি এতেও কষ্ট হয় তাহলে শুয়ে মাথার ইশারায় নামায পড়বে। যদি তাতেও কষ্ট হয় তাহলে তাসবীহ পাঠ করতে থাকবে।" (আল মু'জামুল আওসাত ৩/১০৩, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন)

যে ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবে দাঁড়াতে পারে না কিন্তু রুকু-সিজদা করতে পারে। তবে লাঠি, দেওয়াল বা কোন কিছুর সাথে হেলান দিয়ে কিয়ামের পূর্ণ সময়টি দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, তাহলে তার জন্য হেলান দিয়েই দাঁড়িয়ে নামায পড়া জরুরী। বসে নামায পড়লে নামায হবে না। ফাতওয়ায়ে আলমগীরীতে আছে–

www.e-ilm.weebly.com

ولو قدر على القيام متكئا الصحيح أنه يصلى قائما متكئا ، ولا يجزيه غير ذلك، وكذا لو قدر أن يعتمد على عصا او على خادم له، فإنه يقوم ويتكئ.

"সহীহ মত হলো, অসুস্থ ব্যক্তি যদি কেন কিছুতে ঠেস লাগিয়ে অথবা লাঠি বা খাদেমের কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে পারে, তাহলে সে সেভাবেই দাঁড়িয়ে নামায পড়বে। এছাড়া অন্য কোনভাবে নামায পড়া জায়েয হবে না।" -(ফাতওয়ায়ে আলমগীরী: ১/১৯৬, দারুল ফিকহ, বৈরুত, লেবানন)

আল বাহরুর রায়েক গ্রন্থকার আল্লামা যাইনুদ্দীন ইবনে নুজাইম রহ. বলেন,

قال الهندوانى: إذا قدر على بعض القيام يقوم ذلك، ولو قدر اية أو تكبيرة ثم يقعد، وإن لم يفعل ذلك خفت أن تفسد صلاته هذا هو المذهب ولا يروى عن أصحابنا خلافه.

"আবূ জা'ফর আল হিন্দুওয়ানী (রহ.) বলেন, যদি কিছু সময় দাঁড়াতে সক্ষম হয়, তাহলে ততটুকুই দাঁড়াবে। যদিও তা এক আয়াত বা তাকবীর বলা পরিমাণ সময় হোক না কেন। তারপর প্রয়োজনে বসতে পারবে। যদি এমনটি না করে, তাহলে আমি আশঙ্কা করছি যে, তার নামায নষ্ট হয়ে যাবে। আর এটাই সঠিক মত। আমাদের ফুকাহায়ে কিরাম থেকে এর বিপরীত কোন মত বর্ণিত নেই।" (আল বাহরুর রায়েক: ২/১৯৮, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ)

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহ.) বলেন,

وكذا إذا عجز عن القعود، وقدر على الاتكاء او الاستناد إلى إنسان أو حائط أو وسادة، لا يجزئه إلا كذلك، ولو استلقى لا يجزئه.

"যদি অসুস্থ নিজের শক্তিতে বসতে অক্ষম হয়, কিন্তু কোন কিছুর উপর ঠেস লাগাতে অথবা মানুষ, দেয়াল বা বালিশের সাথে হেলান দিয়ে বসতে সক্ষম হয়, তাহলে সেভাবেই নামায পড়তে হবে। যদি শুয়ে পড়ে তাহলে জায়েয হবে না।"

সুতরাং যারা দাঁড়াতে ও রুকূ-সিজদা করতে অক্ষম তারা তাশাহুদের নিয়মে যমীনে বসে ইশারায় নামায আদায় করবে। তাশাহহুদের নিয়মে বসতে না পারলে যেভাবে বসতে পারেন সেভাবেই বসবেন যা অন্য হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। কোনোভাবে বসতে না পারলে শুয়ে নামায আদায় করবে। আর এমন কোন রোগী নেই যিনি শুয়েও নামায আদায় করতে পারেন না।

বাইপাস অপারেশন হলে বা হাঁটুতে ব্যাথা থাকলেই কিন্তু চেয়ারে বসে নামায হবে না। অধিকন্তু এটাও মনে রাখতে হবে, 'অসুস্থ মা'জুর ব্যক্তির নামায' এবং 'মসজিদে চেয়ার পাতার মাসয়ালা' এক নহে। বিংশ শতাব্দীর ৯০ দশকের পূর্বে মসজিদে চেয়ারে বসে কেউ নামায আদায় করেনি। খাইরুল কুরূনে চেয়ারে নামায পড়ার কোন নযীর পাওয়া যায় না। অথচ, সে যুগে মা'যূরও ছিল, চেয়ারও ছিল। যাহোক রোগীর অবস্থা ভেদে শরঈ হুকুম বিভিন্ন হবে। আর পরামর্শদাতা ডাক্তারও শরীয়তের মাসয়ালা মাসায়েলে সাম্যক জ্ঞাত ও দ্বীনদার নামাযী মুত্তাকী হতে হবে। কাজেই এই ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরী। অন্যথায় রোগীগণ সামান্য ব্যাথার অজুহাতে চেয়ারে বসে নামায আদায় করতে থাকবে। এ থেকে তারা আর কখনো বের হতে পারবে না। ফলে তাদের নামাযই ফাসেদ হতে থাকবে। আর এ হুকুমও বাসা-বাড়ীতে, মসজিদে নয়। কেননা মসজিদের হুকুম ভিন্ন, এতে কাতার সোজা করা শরীয়তের নির্দেশ রয়েছে তার ব্যাঘাত ঘটবে। অধিকন্তু বিধর্মীদের সাদৃশ্যতা তো আছেই, যা থেকে বারণ করা হয়েছে।

ব্যাপারটি নিয়ে দেশের বিশেষজ্ঞ মুফতীগণ অন্ততঃ ঢাকার গুলশান, বনানীর অভিজাত এলাকার মসজিদসমূহে যেয়ে চেয়ারে বসে নামায আদায়কারীগণের সঙ্গে আলোচনা-পর্যালোচনা করতঃ তাদের অবস্থার পর্যবেক্ষণ করা জরুরী। এ ব্যাপারে ভারতের মুফতীগণের ন্যায় অবস্থা

www.e-ilm.weebly.com

জরিপ করতঃ ঐকমত্যের ফায়সালা না দিলে অদূর ভবিষ্যতে এর আরো প্রসার ঘটবে এবং মুসল্লিগণের নামায ফাসাদের মাধ্যম হবে। ফলে দেশের উলামায়ে কিরাম দায়ী হবেন কি না তা ভেবে দেখার সবিনয় অনুরোধ করছি।

কামরাঙ্গীরচর মাদরাসার মুফতী মুজিবুর রহমান সাহেব অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ভারতের পোস্টারে ভারত, বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের কোন আলিমের স্বাক্ষর নেই। ভারতের দিল্লী থেকে প্রকাশিত পোস্টারটি তিনি ভালো করে দেখেন নাই। এতে প্রায় ৩৫০ জন বিজ্ঞ আলিমগণের মজলিস অনুষ্ঠিত হয়ে বিজ্ঞ মুফতীগণ কর্তৃক ফাতওয়াটি লিখে তা প্রচার করেছেন। এতে দেওবন্দের মুফতীগণসহ বেশ কয়েকজন শায়খুল হাদীছ ও সুদক্ষ মুফতীগণের নাম রয়েছে। বাংলাদেশের ইফার মুফতী সাহেবও উক্ত ফাতওয়ায় একমত পোষণ করেছেন এবং এর সারমর্মই তিনি লিখেছেন, যা বাংলা পোস্টারে প্রকাশিত হয়েছে। উর্দু এবং বাংলা পোস্টারদ্বয়ে মোবাইল নাম্বারসহ ঠিকানা রয়েছে। কাজেই তিনি বিষয়টি যাচাই করেই মন্তব্য করতে পারতেন। অধিকন্তু দেওবন্দের মুফতীগণের এ সম্পর্কিত ফাতওয়া মার্চ ২০১২ইং তরিখে মাসিক আল-আবরার পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়েছে।

তিনি বলেছেন, "দেশের প্রখ্যাত মুফতী-মুহদ্দিছ অসুস্থতার কারণে চেয়ারে বসে নামায পড়েন।" তাদের পড়া শরীআতের দলীল নহে। কেননা, স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোড়া থেকে পড়ে ডান পার্শ্ব যখম হয়েছিলেন তখনও তিনি জমীনে বসেই নামায আদায় করেছেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লা-এর যুগেও চেয়ার বা চেয়ার সদৃশ বস্তু ছিল কিন্তু তিনি মা'জুর অবস্থায়ও চেয়ার বা উঁচু কোন স্থানে বসে নামায আদায় করেননি। অথচ যেসব বিষয় শরীআতে জায়িয তার বর্ণনা দেওয়া নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দায়িত্ব ছিল।

হিজরী ১৪০০ সনের পূর্বে কোন প্রখ্যাত আলিম মুফাস্‌সির মুহাদ্দিছ অসুস্থতার করণে মসজিদে তো দূরের কথা, বসত ঘরেও চেয়ারে বসে নামায আদায় করার কোন প্রমাণ আমাদের জানা নেই। স্বয়ং ওলীয়ে কামিল হাফেজ্জী হুযুর (রহ.)-এর সাহেবজাদা মাওলানা আতাউল্লাহ সাহেব গত রমযানের ২৫ তারিখ তারাবিহের নামায আদায়ের পর বুয়েট কেন্দ্রীয় মসজিদের ইমাম কর্তৃক এ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেন, "আমার আব্বাজান অসুস্থতার সময় কখনো চেয়ারে বসে নামায আদায় করেন নি।" তিনি মসজিদে চেয়ার ঢুকানোর বিপক্ষেই অভিমত প্রকাশ করেছেন। অথচ শীর্ষ ওলামায়ে কিরামের স্বাক্ষরে তাঁর নামও আছে।

উল্লেখ্য যে, পাক-ভারত-বাংলা উপমহাদেশের যুগের সর্বাধিক বয়োজ্যেষ্ঠ আলিমে দ্বীন প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ ও মুফাসসির আল্লামা সিরাজুল ইসলাম বড় হুযূর (জন্ম ১৮৮১ মৃত্যু ২০০৬) অতীব বৃদ্ধ বয়সেও কখনো কোন অসুস্থতায় চেয়ারে বসে নামায আদায় করেননি। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। وما علينا الا البلاغ

মুহাম্মদ আবুল ফাতাহ ভুঞা
সিনিয়র পেশ ইমাম, কেন্দ্রীয় মসজিদ, বুয়েট, ঢাকা।

বিনয়াবনত
মুফতী মোঃ আবদুল্লাহ
মুফতী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন
বায়তুল মোকাররম, ঢাকা-১০০০

www.e-ilm.weebly.com

পরিশিষ্ট (ক)

জামিআ রহমানিয়া আরাবিয়া সাত মসজিদ মাদরাসার মুফতী মীযানুর রহমান কাসিমীর লিখিত দারুল উলূম লাইব্রেরী কর্তৃক প্রকাশিত 'চেয়ারে বসে নামায পড়ার মাসয়ালা' বইটি প্রতিবেদন জমা দেওয়ার পর পেয়ে তা পড়ে আফসূস। তিনি মাযুরের একটি পদ্ধতির নামায আদায় জায়িয প্রমাণের জন্য এমন কিছু শিরোনাম স্থাপন করেছেন, তাতে মনে হয় চেয়ারে বসে নামায আদায় করাই আসল পদ্ধতি। আর অন্যান্যভাবে পড়া জায়িয। যেমন একটি শিরোনাম লিখেছেন, চেয়ারে নামায পড়া সহীহ হওয়ার দলীল। এতে তিনি কুরআন হাদীছের দলীল না দিয়ে যে পাঁচটি যুক্তি উপস্থাপন করে উপসংহারে বলেছেন: এ সমস্ত ওযরের কারণে নীচে বসে যখন নামায আদায় করা যাচ্ছে না তখন চেয়ারে বসে নামায পড়া একটি যুক্তি সংগত বিষয় পরিণত হলো (১৪ পৃষ্ঠা) অতঃপর ভয়-আতঙ্ক ও সংকীর্ণতা প্রভৃতির কারণে জানোয়ারের পিঠে আরোহী অবস্থায় নামায আদায় করার উপর চেয়ারে বসে নামায আদায় করাকে কিয়াস করে লিখেছেন, আর এ কথা সকলের জানা আছে যে, জানোয়ারের উপরে বসাটা অনেকটা চেয়ারে বসার মতই হয়ে থাকে। সুতরাং এসব দলীল-প্রমাণে চেয়ারে নামায পড়ার বৈধতা প্রমাণিত হলো। -(১৫ পৃষ্ঠা) আলিম মাত্রই বুঝতে পারবেন যে, এ কিয়াস কত ভ্রান্ত? কেননা, আরোহীর জন্য বিকল্প পথ খোলা নেই এবং তাতে বিধর্মীদের সাদৃশ্যতাও নেই। কিন্তু বসে নামায আদায়কারীর জন্য বিকল্প পথ খোলা আছে। শুধু চেয়ারে বসা ব্যতিক্রম, কারণ এতে বিধর্মীদের সাদৃশ্যতা আছে। যা থেকে ইসলামী শরীয়তে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। যেমন তিনি তাঁর বইটির ৬, ৭ পৃষ্ঠায় কয়েকটি প্রমাণ উল্লেখ করেছেন। অথচ এ যুক্তিকে তিনি আবার দলীল-প্রমাণ হিসাবে গণ্য করেছেন। শরঈ দলীল যেখানে রয়েছে সে স্থানে যুক্তির কি দখল আছে। আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করুন। অবশ্য তার লিখিত পুস্তি কাটি পড়ে মুসল্লীগণ কিছুই করণীয় নির্ধারণ করতে পারবে না। চেয়ারে বসে নামায পড়ার বিপক্ষে বেশ দলীল প্রমাণ এবং চেয়ারে বসে নামায পড়ার পক্ষে নিজস্ব যুক্তি উপস্থাপনের দরুন কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায়

পড়বে। তবে সুবিধাবাদী কিছু মুসল্লী- নামায হোক বা না হোক এর তোয়াক্কা না করে চেয়ারে বসে অহমিকা প্রদর্শনে লোক দেখানো নামায পড়ার পক্ষে থাকবে।

তবে যে কারণে তার পুস্তিকার প্রসঙ্গ টানা হলো তা হচ্ছে তিনি বইটির ২২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন : কিন্তু একটা পোষ্টার হয়ত অনেকের দৃষ্টিগোচর হয়েছে, যাতে বলা হয়েছে 'চেয়ারে বসে নামায পড়া অকাট্যভাবে না জয়িয' সেখানে বিভিন্ন দলীল প্রমাণের পাশাপাশি দারুল উলূম দেওবন্দের এই ফতোয়াটাও তুলে ধরে বুঝানো হয়েছে যে, তাঁরাও চেয়ারে নামায নাজায়িয হওয়ার ফাতওয়া দিয়েছেন। কত বড় জালিয়াতী চিন্তা করুন।"

বলতে হয় যে, মুফতী কাসেমী সাহেব বোম্বাইর জনৈক ব্যক্তিকে দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে যে ফাতওয়া দেওয়া হয়েছিল তার অনুবাদ যাহা মার্চ ১২ আল আবরার মাসিক পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল তা-ই তিনি অনুবাদে দেখিয়েছেন। অথচ পোষ্টারে তামিল নাড়ু রাজ্যের বড় বড় মুহাদ্দিছ ও ফকীহগণকে দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে দেওয়া সময়ের ব্যবধান অবস্থা দৃষ্টে প্রদত্ত ফাতওয়াটি পোষ্টারে সংক্ষিপ্তভাবে দেওয়া হয়েছে। আর তা প্রায় ৩৫০ জন দক্ষ উলামায়ে কিরামের মজলিস অনুষ্ঠিত হয়ে প্রচার করেছেন। পাঠকের জ্ঞাতার্থে অনুরোধ করছি আপনারা মুফতী কাসেমী সাহেবের অনুবাদ ও পোষ্টারে উল্লিখিত ফতোয়ার অংশ পাঠ করে দেখুন। অধিকন্তু সেই দেশের এত বড় বিরাট একদল আলিম-মুফতীগণের সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন নাকি মুফতী কাসেমীর সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন? পোষ্টারটি দিল্লী থেকে উর্দু ভাষায় লিখিত হয়েছে, তা আমরা অনুবাদ করেছি। এখনও উর্দু কপি সংরক্ষিত আছে। কাজেই 'জালিয়াতী' কথাটি কার উপর বর্তায় তার বিচার বাংলাদেশসহ বর্তমান সময়ের সমগ্র বিশ্বের মুখলিস সুদক্ষ ফুকাহা ও উলামায়ে কিরামই করবেন।

চেয়ারে বসে নামায পড়া কুরআন, হাদীছ, ইজমা ও কিয়াসের পরিপন্থী এবং ইয়াহুদী-খ্রীস্টানদের সাদৃশ্যতার কারণে অকাট্যভাবে না জায়িয প্রমাণিত হয়। এটাকে মুফতী কাসিমী সাহেব খন্ডন করে বইটির ২২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন "চেয়ারে বসে নামায পড়া অকাট্যভাবে না জায়িয নয়; বরং এক পর্যায়ে যেয়ে এর অনুমতি আছে।" তাঁর কাছে জিজ্ঞাস্য এক

www.e-ilm.weebly.com

পর্যায়ে জায়েয থাকলে কি অকাট্যভাবে নাজায়িয বলা যাবে না? শূকর ও মৃতের মাংস তো এক পর্যায়ে (তথা জান বাঁচানোর জন্য) আহার করা জায়িয আছে। তাহলে কি "শূকর ও মৃতের মাংস আহার করা অকাট্যভাবে হারাম" বলা যাবে না? বরং বলতে হবে "শূকর ও মৃতের মাংস আহার করা অকাট্যভাবে হারাম নহে; বরং এক পর্যায়ে যেয়ে এর অনুমতি আছে।"

পরিশিষ্ট (খ) অনূদিত পোস্টার

অনুমোদন ক্রমে

শফীকুল উম্মত হযরত মাওলানা মুহাম্মদ শফীক খান সাহেব (দা. বা.), প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক : মাযাহেরুল উলূম মাদরাসা, সীলম। ও দারুল উলূম যাকারিয়া, দেওবন্দ।

আদেশক্রমে

হযরত আল্লামা আঃ রহমান সাহেব (দা. বা.), সভাপতি : জমা'আতুল উলামা, তামিলনাড়ু। শাইখুল হাদীছ : মাম্বাউল উলূম মাদরাসা, লালপীঠ।

চেয়ারে বসে নামায পড়া অকাট্যভাবে নাজায়েয

কেননা ঃ

* কুরআনে কারীমের নির্দেশের পরিপন্থী।
* হাদীছে পাকের নির্দেশের পরিপন্থী।
* ইজমায়ে উম্মত তথা উম্মতের ঐকমত্যের পরিপন্থী।
* ইহুদী খ্রীষ্টানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।
* বিশ-পঁচিশ বছরের মধ্যে মসজিদগুলোকে চার্চের আকৃতিতে বদলে দেয়ার ষড়যন্ত্র।
* আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে কিয়াম, রুকু, সাজদার বাস্তবতা থেকে অজ্ঞাত রাখার চক্রান্ত।

আশ্চর্যের ব্যাপার –

অধিকাংশ মানুষ যখন কোন আল্লাহওয়ালা অথবা উলামায়ে কিরামের সাক্ষাতে যান তখন যমীনে বসে সাক্ষাৎ করেন অথচ (মহান) আল্লাহ তা'আলার সামনে চেয়ারে বসে নামায পড়েন। কিছু লোক এমনও আছেন যারা পায়ে হেঁটে (মসজিদে) চলে আসেন অথচ পাঁচ-দশ মিনিটের নামাযের মধ্যে কেন দাঁড়ান

না! তাদের অন্তর এটাকে কিভাবে মেনে নেয়? নিঃসন্দেহে এটা অজ্ঞতা। অন্যথায় কস্মিনকালেও তিনি চেয়ারে বসে নামায পড়তেন না।

আল্লাহ পাকের ইরশাদ ঃ

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ـ اَلَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ـ

১। নিশ্চয় সফলকাম হয়েছে সেই মুমিনগণ, যারা নিজেদের নামাযে বিনয়াবনত। -(সূরা মু'মিনুন ১-২)

নামাযের উদ্দেশ্য হচ্ছে– আল্লাহ তা'আলার আরাধনা, আল্লাহর সামনে নিজের অসহায়ত্বের প্রকাশ এবং নিজের সব রকমের 'আমিত্বের' অস্বীকৃতি। নামাযের এক একটি আমল এই বাস্তবতাকেই প্রকাশ করে। আর এই অসহায়তার অবস্থার নামই হচ্ছে 'খুশূ"।

আল্লামা শামী (রহ.) লিখেছেন :

وان من لوازمه (الخشوع) ظهور الذل و غض الطرف ، وخفض الصوت ، و سكون الاطراف ـ (شامى ٢/٤٠٧)

'খুশূ'র আবশ্যক বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে নামাযীর দেহে বিনয় প্রকাশ পাবে, দৃষ্টি অবনত হবে, কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হবে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্থিরতা প্রকাশ পাবে। -(ফতোয়া শামী, খণ্ড ২য়, পৃষ্ঠা ৪০৭)

যেহেতু চেয়ারে বসে নামায পড়ার মধ্যে উল্লিখিত বিষয়গুলো প্রকাশ পায় না সুতরাং চেয়ারে বসে নামায পড়া জায়েয নয়।

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ ـ

২। তোমরা সকল নামায এবং (বিশেষ করে) মধ্যবর্তী নামাযের প্রতি যত্নবান থাক এবং আল্লাহর সামনে ধীর-স্থিরভাবে দাঁড়াও। -(সূরা বাকারা ২৩৮)

আর অধিকাংশ আলেম وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ এর বঙ্গানুবাদ করেছেন, "আর তোমরা আল্লাহর সামনে একান্ত আদবের সাথে দাঁড়াও। -(মা'আরিফুল কুরআন- ১৩১)

আল্লাহ তা'আলার পরিষ্কার ও স্পষ্ট ইরশাদ হলো– তোমরা আল্লাহর সামনে নম্র-বিনয়াবনত ও আদবের সাথে দাঁড়িয়ে যাও। চেয়ারে বসে নামায পড়লে এ সকল জিনিস পাওয়া যায় না। আল্লাহ রাব্বুল ইয্যতের দরবারে আমরা সকলে নিঃস্ব ও মুখাপেক্ষী।

وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ ـ (سوره محمد: ٣٨)

www.e-ilm.weebly.com

একজন নিঃস্ব-অভাবগ্রস্ত ও বুভুক্ষু ব্যক্তি অসামর্থ্য হয়ে যখন তার মনিবের সামনে যমীনে বসে তখন তার বসার ধরণ কেমন হয়? আর চেয়ারের উপর বসে মনিবের মত চাইলে তার ধরণ কেমন হয়? জ্ঞানী জনের কাছে তা স্পষ্ট। মানুষ আল্লাহর দাস আর দাস হওয়ার চাহিদা হলো– সে তার মনিবের সামনে দাস বনেই দাঁড়াবে, মনিব ও দানবীর বেশে নয়। চেয়ারে বসে নামায আদায় করার এই ব্যধি সাধারণভাবে অজ্ঞ অথবা ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে বেশী। অথচ এই হওয়া উচিৎ ছিল– কবির ভাষায়

ایک ہی صف میں کھڑے ہوگئے محمود وایاز * نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز

একই কাতারে দাঁড়িয়ে গেলেন (সুলতান) মাহমুদ ও (তাঁর চাকর) আয়ায, চাকর-মালিকের রইল না কোন ভেদাভেদ।

হাদীছ শরীফে আছে –

(১) عن انس بن مالك رضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على الارض فى المكتوبة قاعدا وقعد فى التسبيح فى الارض فاوماء ايماء (مسند ابو يعلى الموصلى: رقم الحديث ৩৯৫৫ مجمع الزوائد و منبع الفوائد : رقم الحديث ২৮৯৮ - الجزء: ২/১৪৯ - المعجم الاوسط : رقم الحديث : ২৩৬৪ - ৩/২৮)

১। হযরত আনাস (রাযি.) বর্ণনা করেন যে, হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (রোগের কারণে) ফরয নামায যমীনে বসে আদায় করেছেন আর নফল নামায তিনি যমীনে বসে ইশারায় আদায় করেছেন। (মুসনাদে আবু ইয়ালা' আল-মুসিলী, হাদীছ নং ৩৯৫৫। মাজমাউয যাওয়ায়েদ ওয়া মাম্বাউল ফাওয়ায়েদ, হাদীছ নং ২৮৯৮। খণ্ড ২/১৪৯। আল-মু'জামুল আওসাত, হাদীস নং ২৩৬৪। ৩/২৮)

হিজরী পাঁচ সনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে ছিলেন, ফলে তিনি বসে নামায আদায় করেছিলেন।

বুখারী শরীফে আছে –

(২) اخبرنى انس بن مالك الانصارى رضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فجحش شقه الايمن قال انس رضى الله تعالى عنه فصلى لنا يومئذ صلاة من الصلوات وهو قاعد -(صحيح بخارى)

২। হযরত আনাস (রাযি.) বর্ণনা করেন যে, (একদা) হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোড়ায় আরোহণ করেন, উহা থেকে পতিত হয়ে তাঁর ডান পার্শ যখম হয়ে গিয়েছিল, আনাস (রাযি.) বলেন ফলে তিনি ঐ দিন কয়েক ওয়াক্ত নামায আমাদের বসে পড়িয়েছিলেন। -(সহীহ বুখারী)

قال ابن حجر رحمه الله : العلة فى الصلاة قاعدا وهى انفكاك القدم و افاد ابن حبان ان هذه القصة كانت فى ذى الحجة (بكسر الحاء وفتحها) سنة خمس من الهجرة -(فتح البارى: ২/১৭৮)

ইবনে হাজার (রহ.) বলেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পা মুবারক স্থানচ্যুত হওয়ার কারণে তিনি বসে নামায পড়িয়েছিলেন। ইবনে হিব্বান (রহ.) বলেন যে, এটা পঞ্চম হিজরীর যুলহিজ্জা মাসের ঘটনা, তিনি যখন বসে নামায আদায় করেন তখন তাঁর পাশে চেয়ার মজুদ ছিল।

এ প্রসঙ্গে মুসলিম শরীফে উল্লেখ রয়েছে :

(৩) قال ابو رفاعة: انتهيت الى النبى صلى الله عليه وسلم وهو يخطب قال فقلت: يا رسول الله رجل غريب جاء يسال عن دينه لايدرى مادينه؟ قال فاقبل علىّ رسول الله صلى الله عليه وسلم و ترك خطبته حتى انتهى الىّ ، فاتى بكرسى ، حسبت قوائمه من حديد ، قال فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمنى مما علمه الله ثم اتى خطبته فاتم قائما - (مسلم باب حديث التعليم فى الخطبة: رقم: ২৮৭ - الجزء الاول)

৩। হযরত আবু রিফা'আ (রাযি.) বলেন যে, (একদা) আমি হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে উপস্থিত হলাম, তিনি তখন খুতবা দিচ্ছিলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! একজন অপরিচিত লোক হাযির হয়েছে। সে তার দ্বীন সম্পর্কে জানতে চায়। দ্বীন কি জিনিস সে কিছুই জানে না। বর্ণনাকারী বলেন (একথা শুনে) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দেয়া ছেড়ে দিলেন এবং আমার কাছে তাশরীফ নিয়ে আসলেন, চেয়ার আনা হলো, আমার ধারণা চেয়ারের পায়াগুলো লোহার ছিল, তিনি তাতে বসে পড়লেন এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যাকিছু শিক্ষা দিয়েছিলেন, তিনি আমাকে শিখালেন। অতঃপর তিনি খুতবা দেয়ার উদ্দেশ্যে তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং দাঁড়িয়ে তা পূর্ণ করলেন। -(মুসলিম শরীফ। খুতবার মধ্যে হাদীছ শিক্ষা দেয়ার অধ্যায়। ১ম খণ্ড, ২৮৭ পৃষ্ঠা)

www.e-ilm.weebly.com

উল্লিখিত হাদীছ থেকে বুঝাগেল যে, মসজিদে নববীতে চেয়ার ছিল, কিন্তু আঘাত প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি কখনো চেয়ারে বসে নামায আদায় করেননি, অথচ যে সকল বিষয় শরীয়তে জায়েয তার বর্ণনা দেয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর ছিল।

(৪) عن ابى الزبير عن جابر رضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فراءه يصلى على وسادة فرمى بها واخذ عودا ليصلى عليه فاخذه فرما به وقال : صلى على الارض ان استطعت والافاومى ايماء - (اتحاف الخيرة المهرة: ٢/٢٠٧ - رقم الحديث: ٨ : ١٣)

৪। হযরত আবূ যুবায়ের হযরত জাবির (রাযি.) থেকে ঘটনা বর্ণনা করেন যে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রোগীকে দেখতে তাশরীফ নিয়ে গিয়ে দেখেন যে ঐ লোক বালিশের উপর নামায আদায় করছে, তিনি তার বালিশ ছুঁড়ে মারলেন, অতঃপর সে একটি কাঠ নির্বাচন করল যাতে সে নামায পড়তে পারে, তিনি এটিও নিলেন ও ছুঁড়ে মারলেন এবং ইরশাদ করলেন : যমীনে নামায পড়, নতুবা ইশারায় নামায আদায় কর। -(ইত্তিহাফুল খাইরাতিল মাহরা ২/২০৭, হা: নং ৮, ১৩)

(৫) عن جابر رضى الله تعالى عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : لمريض صلى على وسادة فرمى بها ، وقال صل على الارض ان استطعت والا فاومى ايماء واجعل سجودك اخفض من ركوعك - (سنن البيهقى رقم الحديث: ٣٦٦٩)

৫। হযরত জাবের (রাযি.) বলেন, হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একদা) এক অসুস্থ ব্যক্তিকে বললেন, যে ব্যক্তি বালিশের উপর নামায আদায় করছিল এবং তিনি ঐ বালিশটি ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন এবং তিনি বললেন যে, শক্তি থাকলে যমীনের উপর নামায আদায় কর নতুবা ইশারায় নামায পড় এবং তোমার সাজদায় রুকুর চেয়ে অধিক ঝুঁকবে। -(সুনানে বায়হাকী, হা: নং ৩৬৬৯)

وفى رواية : صل بالارض (سنن البيهقى، رقم الحديث ٣٦٦٧)

এক বর্ণনায় আছে যে, তিনি ইরশাদ করেন : যমীনের সাথে নামায পড়।

প্রথম রিওয়ায়ত ও দ্বিতীয় রিওয়ায়তের মধ্যে পার্থক্য এতটুকু যে, প্রথম রিওয়ায়তে "যমীনের উপর পড়" আর দ্বিতীয় রিওয়ায়তে "যমীনের সাথে পড়" উল্লেখ আছে।

(৬) عن جبلة ، قال سئل ابن عمرو انا اسمع عن الصلاة على المروحة فقال: لاتتخذ من الله الها اخر، وقال: لاتتخذ مع الله اندادا، صل قاعدا واسجد على الارض فان لم تستطع فاوم ايماء واجعل السجود اخفض من الركوع - (سنن البيهقى رقم الحديث: ٣٦٧٢)

৬। জাবালা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ইবনে উমর (রাযি.)কে পাখার উপর নামায পড়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয় এবং আমি তা নিজে শুনছিলাম। তিনি বলেন : আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে উপাস্য বানাবে না। আরো আগে বেড়ে বলেন, আল্লাহর সাথে অংশীদার বানাবে না। নামায বসে পড়বে এবং যমীনের উপর সাজদা করবে। আর যদি তা সম্ভব না হয় তবে ইশারায় নামায আদায় করবে। আর সাজদায় রুকূর তুলনায় অধিক ঝুঁকবে।

উল্লিখিত হাদীছগুলোতে "যমীনের উপর পড়"শব্দটি বার বার এসেছে। যা গভীরভাবে চিন্তা করে দেখা উচিৎ। উলামায়ে কিরাম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত চেয়ার দেখে এসেছেন। যদি চেয়ারে বসে রোগীর নামায আদায় করার কোনও পন্থা বের করার অবকাশ থাকত তবে তারা অবশ্য অবশ্যই কোন না কোন শিরোনামের আওতায় এটি বর্ণনা করতেন।

যমীনে বসে নামায পড়া কখন জায়েয হয়?

আল্লামা শামী (রহ.) লেখেন :

من تعذر عليه القيام لمرض حقيقى، وحده ان يلحقه ضرر وفى البحر اراد بالتعذر التعذر الحقيقى بحيث لو قام سقط او حكمى بان خاف اى غلب على ظنه بتجربة سابقة او اخبار طبيب مسلم حاذق زيادته او بطء برءه بقيامه او دوران راسه او وجد لقيامه الما شديدا صلى قاعدا وان لم يكن كذلك (اى بما ذكر) ولكن يلحقه نوع مشقة لايجوز ترك القيام -(باب صلاة المريض - در مع الرد: ٢/٥٦٨ - زكريا)

হাকিকী তথা ঃ প্রকৃত অসুস্থতার কারণে যার জন্য দাঁড়ানো অপারগ হয়।

এর সীমা হলো– দাঁড়ালে মারাত্মক ক্ষতি হবে। অর্থাৎ যদি দাঁড়ায় তাহলে পড়ে যাবে। অথবা হুকমী তথা বিধানগত অসুস্থতার কারণে যার দাঁড়ানো অপারগ হয়। অর্থাৎ যার পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে বা দক্ষ মুসলিম ডাক্তারের পরামর্শে প্রবল ধারণা হয় যে, দাঁড়ালে রোগ বৃদ্ধি পাবে অথবা সুস্থ হতে বিলম্ব

www.e-ilm.weebly.com

হবে অথবা মাথা ঘুরে পড়ে যাবে অথবা দাঁড়ালে তীব্র ব্যথা অনুভব করবে, তবে (উল্লিখিত অবস্থায়) বসে নামায পড়বে। আর যদি এমন না হয় কিন্তু কোন এক ধরণের কষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলেও দাঁড়িয়ে নামায পরিত্যাগ করা জায়েয হবে না। (অসুস্থ ব্যক্তি নামায অধ্যায়। দুররুল মুখতার ২/৫৬৪, যাকারিয়া লাইব্রেরী)

واختلفوا فى التعذر فقيل ما يبيح الافطار وقيل بحيث لو قام سقط و قيل مايعجزه عن القيام بحوائجه والاصح ان يلحقه ضرر -(در مع الرد: ২/৫৬৪ ، زكريا)

যে ওযরের কারণে নামায বসে পড়া জায়েয সে সম্পর্কে আলিমগণের মতামত ঃ

১। কতিপয় আলিম বলেন, ওযর বলতে বুঝায় যে অবস্থায় রোযা ভেঙ্গে ফেলা জায়েয হয়।

২। কারো মতে ঃ ওযর বলতে বুঝায়, যদি দাঁড়িয়ে নামায পড়ে তবে পড়ে যাবে।

৩। কারো মতে ঃ যমীনে বসে ঐ ব্যক্তির জন্য নামায পড়া জায়েয, যে নিজের প্রয়োজনগুলো নিজে সমাধা করতে অক্ষম।

৪। অধিক বিশুদ্ধ মত হলো ঃ ঐ ব্যক্তির জন্য যমীনে বসে নামায পড়া জায়েয, যার (দাঁড়িয়ে নামায পড়লে) ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

বসে নামায আদায়কারীগণের উচিৎ তারা যেন পূর্বসূরী আলিমগণের এই বিস্তারিত বিশ্লেষণের উপর নিজের অবস্থা জরিপ করেন। সত্যিকার অর্থে যদি এমনই অসুস্থ হয়ে থাকেন, তবে যমীনে বসার অনুমতি আছে। অন্যথায় দাঁড়িয়ে নামায পড়বেন। চেয়ারে বসে নামায আদায়ের ব্যাপার তো অনেক দূরের কথা। -(দুরুরল মুখতার ২/৫৬৪ যাকারিয়া লাইব্রেরী)

وان تعذر القعود او ما مستلقيا و رجلاه نحو القبلة غير انه ينصب ركبتيه -(در المختار: ২/৫৬৯)

যদি কোন ব্যক্তি পা ভাজ করে বসার ক্ষমতা না রাখেন তবে তিনি কিবলার দিকে পা লম্বা করে বসে (নামায) পড়তে পারেন। উত্তম হলো হাটু খাড়া রাখবেন।

উলামায়ে কিরামের ফতোয়া হলো– চেয়ারে বসে নামায পড়া জায়েয নয়।

হযরত মাওলানা মুফতী কিফায়েতুল্লাহ সাহেব (রহ.) চেয়ারে বসে নামায আদায় করা সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

নিচে পা ঝুলিয়ে চেয়ারে বসা এবং টেবিলে সাজদা করার জন্য মাথা ঝুঁকানো জায়েয নয়। তবে ঐ অবস্থায় যে, যদি যমীনে বসা সামর্থ্যের বাইরে চলে যায়, তাহলেও যমীনে বসে এমন কোন উঁচু বস্তুর উপর (সাজদা করবে) যা যমীন থেকে এক বিঘতের বেশী উঁচু না হয়। তার উপর সাজদা করে নিলে ওযর অবস্থায় জায়িয। -(কিফায়েতুল মুফতী, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪০০)

দারুল উলূম দেওবন্দের সম্মানিত চারজন মুফতীর ফতোয়া

যে ব্যক্তি দাঁড়াতে অক্ষম, কিন্তু যমীনে বসে সাজদা করে নামায আদায় করতে পারেন, তবে তার যমীনে বসে সাজদা করে নামায আদায় করা জরুরী, যমীনে সাজদা না করে চেয়ারে বসে অথবা যমীনে বসে ইশারায় সাজদা করা জায়েয নয়। এরপর লেখেন ঃ

১। দাঁড়াতে অক্ষম ব্যক্তি যমীনে বসে নামায আদায় করাই সুন্নত পদ্ধতি। এর উপরই সাহাবায়ে কিরাম, তাবিয়ীন, তাবে তাবিয়ীন, আউলিয়ায়ে কিরাম, উলামায়ে ইযাম এবং নেককারগণের আমল ছিল। নব্বই দশক (অর্থাৎ ১৯৯০)-এর পূর্ব পর্যন্ত চেয়ারে বসে নামায আদায় করার প্রচলন ছিল না। না উত্তম যুগে এর কোন নযীর পাওয়া যায়।

২। প্রয়োজন ব্যতীত চেয়ার ব্যবহারের দ্বারা (নামাযের) কাতারের মধ্যে বিঘ্নতা সৃষ্টি হয়। অথচ কাতারে মিলিত হয়ে দাঁড়ানোর ব্যাপারে হাদীছে অনেক তাগিদ করা হয়েছে।

قال النبى صلى الله عليه وسلم راصوا صفوفكم وقاربوا بها وحاذوا بالاعناق فوالذى نفس محمد بيده انى لارى الشياطين تدخل من خلل الصف كانها الخذف -(نسائى: ১/১৩১)

অর্থ ঃ হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা তোমাদের (নামাযের) কাতার সোজা কর এবং লেগে লেগে দাঁড়াও এবং গর্দানের সাথে গর্দান মিলাও। যাঁর হাতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জান তাঁর শপথ করে বলছি– নিশ্চয় আমি শয়তানদেরকে কাতারের ফাঁকে ফাঁকে ঢুকে যেতে দেখেছি। -(নাসায়ী শরীফ ১/১৩১)

www.e-ilm.weebly.com

৩। অপ্রয়োজনে মসজিদে চেয়ার আনা অন্য জাতির (তথা খ্রীস্টানদের) সাথে সাদৃশ্য হয়। আর ধর্মীয় বিষয়ে অন্য জাতির সাদৃশ্যতা অবলম্বন করতে নিষেধ করা হয়েছে।

৪। নামায হচ্ছে বিনয় ও নম্রতার নাম, আর অপ্রয়োজনে চেয়ারে বসে নামায আদায় করার বিপরীতে যমীনে আদায় করার মধ্যে বিনয় পূর্ণমাত্রায় পাওয়া যায়।

৫। নামাযের মধ্যে যমীনের সাথে নৈকট্য একটি কাংখিত বিষয়, যা চেয়ারে বসে আদায় করার মধ্যে অনুপস্থিত।

* মুফতী যাইনুল ইসলাম কাসেমী। * হযরত মাওলানা মুফতী হাবীবুর রহমান সাহেব।

* মুফতী মাহমুদ সাহেব বলন্দশহরী। * মুফতী ফখরুল ইসলাম সাহেব।

২৫ জমাদিউল আউয়াল ১৪৩২ হিজরী।

"চেয়ারে বসে নামায পড়া অকাট্যভাবে জায়েয নয়।"

তামিলনাড়ু রাজ্যের জামাআতুল উলামার ঐকমত্য ফয়সালা ঃ

২০১১ সালের ২৫ জানুযারী মোতাবেক ২০ সফর ১৪৩২ হিজরী "মাদুরাই" শহরে তামিলনাড়ু রাজ্যের প্রায় ৩৫০ জন আলিম হযরত আল্লামা আবদুর রহমান সাহেব (দা. বা.) (সভাপতি জামাআতুল উলামা এবং লালপীঠ মাম্বাউল উলূম মাদরাসার শাইখুল হাদীছ)-এর সভাপতিত্বে একত্রিত হন। এবং দিন দিন মসজিদসমূহে চেয়ারের আধিক্য সম্পর্কে আলোচনা পর্যালোচনা হয়। সক্ষম ও অক্ষমদের অবস্থা জরিপ করা হয়। উপায়ান্তর ঐকমত্যের ভিত্তিতে এই ফয়সালা করা হয় ঃ

* অক্ষম ব্যক্তিগণ মাটিতে বসেই নামায পড়বেন।

* হাটুতে প্রচন্ড ব্যথাই যদি হয় তাহলে পা কিবলার দিকে লম্বা করে দিবে, যেমনটি দুররুল মুখতার কিতাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

সভার সমস্ত আলিম উল্লিখিত ফয়সালার উপর পূর্ণ একাত্বতা ঘোষণা করেন।

বয়ান শোনার জন্য মসজিদে চেয়ার ব্যবহার করা

মসজিদসমূহ আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনসমূহের একটি। আল্লাহর নিদর্শনসমূহের সম্মান এমনভাবে করা ফরয, যেমনিভাবে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর সাহাবাগণ, তাবিয়ীন, ফকীহগণ ও উলামা

কিরাম করেছেন। অতএব, মসজিদে চেয়ার পাতা এবং মসজিদকে **Function Hall** এর আকৃতি দেয়া মসজিদের পবিত্রতা ও সম্মানের পরিপন্থী ও মসজিদের সম্মানকে পদদলিত করা হয় যা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। সুতরাং ওয়ায-নসীহতকারীর জন্যে এক-দুটি চেয়ার পাতা যেতে পারে। কিন্তু পরস্পর মতপ্রকাশ এবং বয়ান শোনার উদ্দেশ্যে চেয়ার পাতা কস্মিনকালেও জায়িয নহে। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ, তাঁর জ্ঞান পূর্ণ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ।

মসজিদের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের প্রতি আবেদন এই যে, যেন তারা মসজিদে বর্তমান চেয়ারগুলো মসজিদ থেকে অবশ্যই বের করে দেবেন।

সংকলক

মুফতী আবুল কালাম শফীক আল কাসেমী আল মাযহেরী (দা. বা.)

সাধারণ সম্পাদক, ফতোয়া বিভাগ, জামা'আতুল উলামা এবং শিক্ষক, মাযাহেরুল উলূম মাদরাসা, সীলম। শিক্ষক, দারুল উলূম যাকারিয়া, দেওবন্দ।

প্রকাশক ঃ

ফতোয়া বিভাগ, জামা'আতুল উলামা, তামিলনাড়ু।

বঙ্গানুবাদ ও প্রচারে ঃ

(১) সহীহ মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাসহ বঙ্গানুবাদক ও খাইখুল হাদীছ মাওলানা মোঃ আবুল ফাতাহ ভূঞা, সিনিয়র পেশ ইমাম, কেন্দ্রীয় মসজিদ, বুয়েট, ঢাকা। খলীফা-এ হযরত মাওলানা আবদুল মতিন, চান্দিনা, কুমিল্লা ও শাইখুল হাদীছ আল্লামা আবদুল হাই পাহাড়পুরী (দাঃ বাঃ)। (২) ড. মাওলানা মোঃ হুসাইন মাহমুদ ফারুক, চেয়ারম্যান– তাফসীর বিভাগ, সরকারি মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা। (৩) মাওলানা মোঃ ইউনুস চৌধুরী, সিনিয়র ইমাম, তিতুমির হল, বুয়েট, ঢাকা।

www.e-ilm.weebly.com

মসজিদে চেয়ারকে না বলি

(চেয়ারে বসে সালাত আদায় বিষয়ক
বে-নযীর প্রান্তিক ও চূড়ান্ত গবেষণা)

গবেষণায়
মুফতী মোঃ আবদুল্লাহ

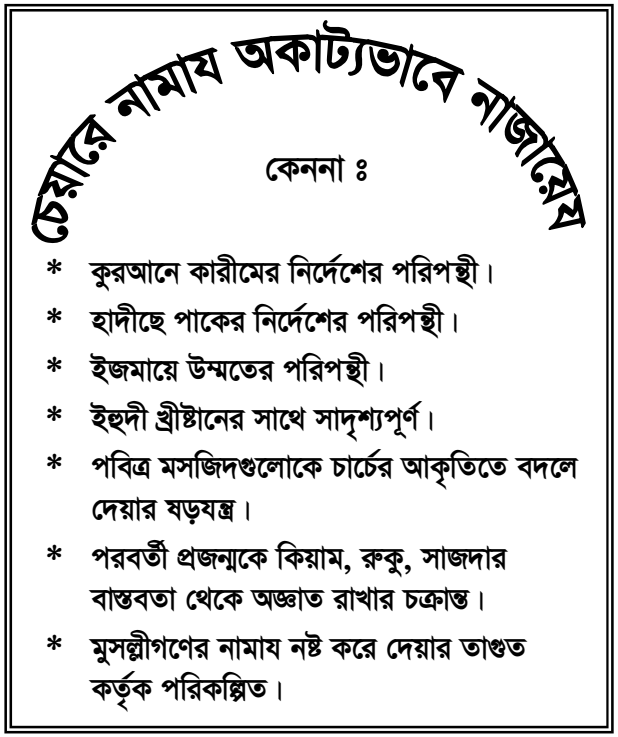

প্রাপ্তিস্থান
নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী
চক বাজার ও বাংলাবাজার, ঢাকা

www.e-ilm.weebly.com

১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চার লাখ ৩২ হাজার ৭৬১ জন অভিবাসন প্রত্যাশী ও শরণার্থী সাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপ পৌঁছেছেন। এদের মধ্যে বেশির ভাগই গ্রিসে নিবন্ধন করেছেন।

বিস্ফোরণে ক্ষতিগ্রস্ত নেপালের জয়তি গির্জা ■ এএফপি

নেপালে কয়েকটি গির্জার সামনে বিস্ফোরণ

■ রয়টার্স ও বিবিসি

নেপালকে কট্টরপন্থীদের হিন্দু রাষ্ট্রে ফিরিয়ে নেয়ার এক চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। সোমবার গণপরিষদে এক ভোটাভুটিতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় হিন্দুপন্থী জাতীয় গণতান্ত্রিক দলের আনা প্রস্তাবটি। এ দিকে দেশটির দক্ষিণাঞ্চলীয় ঝাপা জেলায় বেশ কয়েক দফা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। কয়েকটি গির্জাকে লক্ষ্য করে এই বিস্ফোরণ ঘটানো হয়।

নেপালের জনসংখ্যার বেশির ভাগই হিন্দু ধর্মাবলম্বী। এ যুক্তি তুলে দেশটিকে ফের হিন্দু রাষ্ট্রে ফিরিয়ে নেয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন হিন্দুপন্থী জাতীয় গণতান্ত্রিক দলের নেতা কমল থাপা। প্রথমে গণপরিষদের চেয়ারম্যান সুবাসচন্দ্র নেমবাং তার আনীত প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু নিজ দাবিতে অটল থাকেন থাপা। ফলে সোমবার তার ওই প্রস্তাবের ওপর নেপালি গণপরিষদে ভোটাভুটি হয়। ৬০১ সদস্যের পরিষদে কমল থাপার প্রস্তাবের পক্ষে ভোট পড়ে মাত্র ২১টি।

২০০৭ সাল পর্যন্ত নেপাল বিশ্বের একমাত্র হিন্দু রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত ছিল। পরে দেশটিতে রাজতন্ত্রের বদলে গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থা চালু হওয়ার সময় ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষিত হয় এ দেশটি।

চলতি বছর জুলাই মাসে গণভোটের মাধ্যমে নেপালের সাধারণ মানুষ রায় দেন, 'ধর্মনিরপেক্ষ' হিসেবে নয়, 'হিন্দু' বা 'স্বাধীনধর্মী' রাষ্ট্রের নামে পরিচিতি চান তারা। সোমবার গণপরিষদে থাপার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান হওয়ার পর কাঠমান্ডুর নিউ বানেশ্বর এলাকায় হলুদ ও গেরুয়া পতাকা নিয়ে বিক্ষোভ দেখান হিন্দুপন্থী জাতীয় গণতান্ত্রিক দলের কর্মী-সমর্থকেরা। তারা মিছিল করে গণপরিষদের ভেতর ঢুকতে চাইলে পুলিশ ও নিরাপত্তারক্ষীদের সাথে সংঘর্ষ বাধে তাদের। এ সময় তারা বেশ কয়েকটি যানবাহনের ওপর হামলা চালায়।

এ দিকে দেশটির দক্ষিণাঞ্চলীয় ঝাপা জেলায় কয়েকটি গির্জাকে লক্ষ্য করে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। সোমবার রাতে ও মঙ্গলবার সকালে বিস্ফোরণগুলো ঘটে। বিস্ফোরণের পর ঘটনাস্থলে হিন্দু মোর্চা নেপাল নামে একটি সংগঠনের লিফলেটও পাওয়া যায়। পুলিশের একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, দামাক, খাজুরগাছি এবং সুরুঙ্গার কয়েকটি গির্জার সামনে বিস্ফোরণগুলো ঘটানো হয়। এতে কয়েকজন পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন।

www.e-ilm.weebly.com

চেয়ারে বসে নামায অকাট্যভাবে নাজায়েয

কেননা ঃ

★ কুরআনে কারীমের নির্দেশের পরিপন্থী।

★ হাদীছে পাকের নির্দেশের পরিপন্থী।

★ ইজমায়ে উম্মতের পরিপন্থী।

★ ইহুদী খ্রীষ্টানের সাথে সাদৃশ্য পূর্ণ।

★ পবিত্র মসজিদগুলোকে চার্চের আকৃতিতে বদলে দেয়ার ষড়যন্ত্র।

★ পরবর্তী প্রজন্মকে কিয়াম, রুকু, সাজদার বাস্তবতা থেকে অজ্ঞাত রাখার চক্রান্ত।

★ মুসল্লীগণের নামায নষ্ট করে দেয়ার তাগুত কর্তৃক পরিকাল্পিত।

মাকতাবাতুল হাদীস

প্রাপ্তিস্থান ঃ

নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী

চকবাজার, বাংলাবাজার, ঢাকা।

www.e-ilm.weebly.com